মাষ্টার মশায়ের কথা

প্রথম ভাগ

(প্রথম খণ্ড)

শ্রীলব রচিত

[মূল্য এক টাকা চারি আনা।

১৪।এ, কালু ঘোষ লেন হইতে
ব্যানার্জ্জী ব্রাদার্স কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

সুশীল কুমার চৌধুরী কর্ত্তৃক
বেঙ্গল পাবলিসিটি হউস
৩৯।২, বিডন রো হইতে
মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো
জয়তি।

উৎসর্গপত্র

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।"

"দেবি, অনেক ভক্ত এসেছে তোমার চরণতলে
অনেক অর্ঘ্য আনি—
আমি অভাগ্য এনেছি বহিয়া নয়নজলে
ব্যর্থ সাধনখানি॥"

মা,

এবার পূজায় তোমাদের চিরপ্রিয় "মাষ্টারের" বিষয় তোমারি শ্রীপদে ভক্তি-অর্ঘ্যরূপে নিবেদিত হইল। আশীর্ব্বাদ কর মা, যেন এই পুস্তক পাঠে তোমার সন্তানগণের শুভবুদ্ধি জাগ্রত হয়। ইতি—

শুভ মহাষ্টমী
২৭শে অক্টোবর, ১৯৪৬
কলিকাতা।

শ্রীচরণাশ্রিত
অধম সন্তান
শ্রীলব

এই পুস্তকের সমস্ত আয় মাতৃসেবায় ব্যয় হইবে।—লেখক

ভূমিকা

"আমারে করো তোমার বীণা লহ গো লহ তুলে
উঠিবে বাজি তন্ত্রীরাজি মোহন অঙ্গুলে ॥"

পুরাণ দিনের কত কথাই আজ মনের কোণে ভিড় করে, কত আত্মবিস্মৃতির আনন্দমুখর ক্ষণগুলি, কত মধুর আনন্দের চিরস্থায়ী রূপগুলি চিত্তাকাশে ফুটে উঠে। যদিও শ্রীম আজ সাধনোচিত ধামে, তবু তাঁর পবিত্র সঙ্গের চিন্তায় এখনও মন ভরিয়া যায়। তিনিও সাধুসঙ্গের সুফল কীর্ত্তনে পঞ্চমুখ ছিলেন। কিন্তু অবতার লীলা বা সাধুচরিত সঠিক বর্ণনা করা সাধারণের পক্ষে অসম্ভব। শ্রীম প্রায়ই বলিতেন—"A Christ can know a Christ—অবতার যেমন নিজেকে জানতে পারেন অপরে কি তেমন জানতে বা চিনতে পারবে? আবার তিনি যেমন তাঁর পার্ষদদের দাম দেবেন অপরে কি তাই দেবে?" ভক্তগণের একান্ত আগ্রহ ও উৎসাহে, নিজের অক্ষমতা বিষয়ে সম্পূর্ণ সজাগ থাকিয়াও, অনন্ত লীলা-ময়ের হস্তের ক্রীড়নকরূপে, দুর্ব্বল অক্ষম ভাষায় এই দুরূহ ব্রতে ব্রতী হইলাম। যজ্ঞেশ্বরীর অপার দয়ায় নানা বাধা বিঘ্ন উত্তীর্ণ হইয়া এই পুস্তকখানি ভক্তসমীপে আসিল। ইহার প্রকাশের পূর্ব্বে পূজনীয় দত্ত মহাশয়ও (পূজ্যপাদ স্বামিজীর মধ্যম ভ্রাতা শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ) লেখককে শুভাশীষ করেন। মাত্র কয়েকটি ঘটনা লইয়া প্রথম ভাগ—প্রথম খণ্ড বাহির হইল। যদি পরমহংসদেবের শুভ ইচ্ছা হয় তাহা হইলে ভবিষ্যতে আরও পাঁচ ছয় ভাগ বাহির হইতে পারে প্রথম ভাগের দ্বিতীয় খণ্ড যন্ত্রস্থ।

পূর্ব্বে এইরূপ কতকগুলি প্রবন্ধ 'শ্রীম-কথা' নামে নানা মাসিক পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল—যথা, 'উদ্বোধনে', 'ভারতে' ও 'সংসার-শ্রী'তে (অধুনা লুপ্ত)। কিন্তু শ্রীম-ভক্ত শ্রীগদাধর উক্ত নামে একটী পুস্তক প্রকাশ করায়, ইহার নব নাম 'মাষ্টার মশায়ের কথা' রাখা হইল। ইহাও উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক যে এই পুস্তক প্রণয়ন কালে ঠাকুরের দুইটি ভক্ত, অধ্যাপক শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য ও শ্রীঅনিল কুমার সান্যাল অক্লান্ত সাহায্যের দ্বারা প্রুফ দেখিয়া, সংশোধন করিয়া ইহাকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া লেখককে চির স্নেহঋণপাশে বন্দী করিয়াছেন।

ছাপাখানার দুর্ম্মূল্যতা, কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা প্রভৃতি কারণে পুস্তকের মূল্য অপেক্ষাকৃত সামান্য বেশী হইল। বহুবার প্রুফ সংশোধনের পরও অনেক ভুল রহিয়া গেল। ভক্তগণ ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। যে স্থানে ভাব পরিস্ফুট হয় নাই, সেস্থানে লেখকের অক্ষমতার চিহ্ন ধরিতে হইবে। যদি ইহা পাঠে ভক্তমনে কিঞ্চিৎ বিমল আনন্দ হয়, তাহা হইলে লেখকের শ্রম সার্থক হইবে। যদিও ইহা ঝিনুক দিয়া সাগর ছেঁচার মত হইল।

পরিশেষে কবির ভাষায় বলা যাইতে পারে—

তুমি না কহিলে কেমনে কব
প্রবল অজেয় বাণী তব
তুমি যা বলিবে তাহাই বলিব
আমি যে কিছুই না জানি—

বিজ্ঞপ্তি

শ্রদ্ধেয় শ্রীলব স্বাভাবিক বিনয় বশতঃ গ্রন্থমধ্যে স্বীয় ব্যক্তিগত কথাবার্ত্তা সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিবেন সংকল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কথোপকথনের রসোপলব্ধির ব্যাঘাত ঘটিবার আশঙ্কা থাকায় আমাদের অনুরোধে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি কিছু কিছু ব্যক্তিগত কথা লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন। সুতরাং অবিনয়জনিত ক্রটী যদি কিছু ঘটিয়া থাকে তাহার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমাদের—তাঁহার নহে।

(স্বাঃ) শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য এম, এ,
অধ্যাপক।

(স্বাঃ) শ্রীঅনিল কুমার সান্ন্যাল

সূচীপত্র

প্রথম দর্শন

"Our restless life sweeps ever on
To regions new and strange
But may our hearts the Abiding find
The changeless amid the changes—"

Longfellow.

একদিন লেখকের জনৈক উকিল বন্ধু ভুলক্রমে 'কথামৃতে'র প্রথম ভাগ বইটি লেখকের বাড়ীতে ফেলিয়া যায়। ধাতা অলক্ষ্যে হাস্য করিলেন। চিরদিন সমান না যায়। এই সামান্য ঘটনার পরিণাম ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। লেখকের মনে দৃঢ় ধারণা ছিল যে ইংরাজি ভাষায় লিখিত পুস্তকের সহিত বাংলা ভাষায় লিখিত পুস্তকের তুলনা হইতে পারে না। পাশ্চাত্যের ভাষার কি সুন্দর সাবলীল গতি কেমন চমৎকার ভাবৈশ্বর্য্যে পূর্ণ। অমর কবি সেক্সপীয়রের সঙ্গে কালিদাসের বা কবিবর মিলটনের সঙ্গে মাইকেলের বা মনীষী স্কটের সঙ্গে বঙ্কিমের বা প্রতিভা-ধর বেন জনসনের সঙ্গে গিরিশের তুলনা করা বাতুলতা। বিশালকায় দৈত্যের নিকট ক্ষুদ্র শিশুর মত হাস্যকর। টেনিসন, বাইরণ, কীটস, ব্রাউনিং প্রভৃতি প্রকৃত কবি। প্রাচ্যের বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, নবীন, হেম প্রভৃতির কাব্যগ্রন্থে কাব্যরস কোথায়? এই বিকৃত মানসিক বিকারগ্রস্ত মনে বাংলা ভাষায় লিখিত পুস্তক বিশেষতঃ ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতে প্রথমে লেখকের অবাধ্য মন কোনরূপ সাড়া দেয় নাই*। "প্রাচ্য চিরদিনই পাশ্চাত্যের নিকট গুরুর সম্মান পাইবে"— বেদান্ত-কেশরী স্বামিজীর এই উক্তির সত্যতা জীবন-সায়াহ্নে লেখক স্পষ্ট বুঝিয়াছে।

রাত্রিতে আহারাদির পর কৌতূহলবশে ঐ পুস্তক লইয়া কিছুক্ষণ পাঠের পর উহাতে আশ্চর্য্যরূপে সে আকৃষ্ট হইল। যতই পড়িল ততই সে নানারকমে

---

* জীবনের প্রথম প্রারম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলাম য়ুরোপের অন্তর সম্পদের এই সভ্যতার দানকে। আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল।....একদিন ইংরাজ ভারত ত্যাগ করতে বাধ্য হবে, কিন্তু কি লক্ষ্মীছাড়ার দেশ সে ফেলে রেখে যাবে। (রবীন্দ্রনাথ—সভ্যতার সঙ্কট)

অভিভূত হইল। চক্ষে নিদ্রা নাই, দেহে শ্রান্তি নাই, মন ভরিয়া গিয়াছে এক বিচিত্র মধুর ভাবে। প্রায় রাত তিনটায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও পাঠ বন্ধ করিয়া ছাদে আসিয়া সে নবজগৎ দেখিল। তখন 'নীল আকাশে কিরণ হাসে কি নব আবেশে পরাণ ধায়।' পূর্ব্বে চন্দ্র দেখিয়া তার এ-ভাব হয় নাই। জগৎ নীরব, নিথর নিস্পন্দ—যেন কর্ম্মক্লান্ত দানব ক্ষণিকের জন্য সুপ্তিক্রোড়ে আচ্ছন্ন! সমস্ত জীবলোক যেন কোন যাদুকরের মায়াদণ্ডের মোহিনী প্রভাবে সংজ্ঞাশূন্য! রজত কিরণে এক মায়ারাজ্য সৃষ্ট হইয়াছে। প্রকৃতি পুলক শিহরণে আনন্দে হেলিতেছে, দুলিতেছে। সেই মধুহিল্লোলের উপর এক শান্ত বিমল ছবি ফুটিয়াছে।

যথাসময়ে 'কথামৃতে'র প্রথম ভাগটি শেষ হইল। পুনরায় বন্ধুটি আসিলে উহা ফিরাইয়া দিবার পর লেখক কুণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, 'ইহার অন্যান্য ভাগগুলি একবার পড়াইতে পার?' বন্ধুও বক্রোক্তি করিল—'তাহলে সাহেবের লেখার বইয়ের মত বাংলা লেখা বইও ভাল লাগতে পারে? অবশেষে তোমার মতটাও পালটে গেল দেখে বিশেষ সুখী হলাম। বাকি তিন ভাগ এনে তোমায় পড়াব। ঠাকুরের দয়া না হলে এমন ভাবে মতি বদলায় না।' যথাকালে বইগুলি পাঠান্তে ঐ পুস্তকের লেখক সঙ্গে পরিচিত হইবার জন্য সে ব্যাকুল হইল।

একদিন বৈকালে শ্রীমর স্কুলবাড়ীতে (৫০ নম্বর আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে) আসিয়া লেখক হিন্দুস্থানী দ্বারীকে জিজ্ঞাসা করিল—'বড় বাবু কোথায়? তাঁর সঙ্গে দেখা হবে এখন?' উত্তরে সে বলিল—'হা, তিনি এখন 'সাদা বাড়ী'তে আছেন। (স্কুলের অপরাংশ—বর্ত্তমানে ৫৪।২নং পঞ্চানন ঘোষ লেন)।' ঐ স্থানটি তখন জানা না থাকায়, দ্বারীকে সঙ্গে করিয়া, সে তথায় আসিল ও ettiquette বা ভব্যতা বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে তাহার হস্তে একটা কাগজে স্বীয় নাম লিখিয়া দিল। বিস্মিত দ্বারী বলিল—'এ সবের দরকার নেই। সকলেই ওঁর কাছে যেতে পারে। আপনিও যান না?' পুনরায় অনুরুদ্ধ হইয়া সে উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিয়া বলিল, 'বাবু আপনাকে উপরে ডাকছেন।'

লেখক মুস্কিলে পড়িল। এখন ফিরিবারও সম্ভাবনা নাই। এই নবরাজ্যে অচেনা অজানা দেশের রীতিনীতি যে সম্পূর্ণ ভিন্ন, এখানে যে কেবল প্রেমের সম্বন্ধ, অন্য কোনরূপ ছাড়পত্রের (passport) আবশ্যক নাই, তাহা এই পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী উদ্ধত যুবকের অজ্ঞাত ছিল। এস্থলে কিরূপ ভাবের আদান প্রদানের চলন চিন্তা করিতে করিতে সে কম্পিতবক্ষে উপরে আসিল। সম্মুখে

আসিয়া সে দেখিতে পাইল যে দালানে বিলাতি মাটির মেঝের উপর জানালার নিকট বসিয়া এক বৃদ্ধ ছাত্রগণের পরীক্ষার খাতা দেখিতে দেখিতে একটি যুবার* সঙ্গে সহাস্যে কথা বলিতেছেন। পরণে তাঁর আধময়লা লাল-পাড় ধুতি, অঙ্গে একটি উড়ানি। লেখক 'নমস্কার' করিলে, উনিও প্রতিনমস্কার করিয়া একটি কুশাসন দিলেন। উহা সরাইয়া রাখিয়া সে মাটিতে বসিল।

শ্রীম—(সহাস্যে) মাটিতে বসতে নেই। ঐ আসনেই বসুন। (কিছুক্ষণ লেখককে স্থির দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়া) আপনার বাড়ী কোথা? নিজেদের? কি করেন? সংসারে কে কে আছে? বিবাহ হয়েছে? সন্তানাদি কয়টি? কি কাজ করেন? আয় কত?

প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিবার পর, উনিই প্রশ্ন করিলেন—আজ আপনি এখানে কেন এসেছেন? কিছু বলবার আছে কি?

লেখক—আজ্ঞে হ্যাঁ, বড়ই 'অশান্তিতে আছি†। কারণ ইতিপূর্ব্বে সে প্রিয়-জনদের হারাইয়া মানসিক কষ্ট পাইতেছিল।

শ্রীম—(উচ্চ হাস্যে, নিকটস্থ যুবাকে) শুনছেন? শুনছেন এঁর কথা? সংসারে আছেন আর বলছেন কেন অশান্তি হবে? এক বোতল মদ খাবে আর বলবে কেন মাতাল হবো? (হাস্য)। (লেখককে)—আপনার কোন গান জানা আছে? ঠাকুরকে একটু শোনান না।

লেখক—আজ্ঞে, তেমন জানা নেই।

শ্রীম—(মৃদু হাস্যে) সকলেরই কিছু না কিছু গান জানা থাকে। কিন্তু অপরিচিতের কাছে প্রথমে লজ্জায় মুখ খোলে না। (পরে) পরমহংসদেবের

---

* পরে যুবার নাম জানিতে পারা যায়—শ্রীজিতেন বাবু—তখন এম, এ, পড়িতেছেন। ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি কিছুকাল কোন স্কুলে প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করেন। পরে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। বর্ত্তমানে ইনি শ্রীমৎ বিশ্বানন্দ স্বামী নামে সুপরিচিত। 'জয় জয় রঘুপতি রাজীব-লোচন রাম"—এই গানটি বহুবার গাহিয়া ইনি শ্রীমকে তৃপ্তি দিয়াছিলেন।

† 'বহির্মুখীনতা, আমোদমত্ততা ও ভোগানুবর্ত্তিতা সুখান্বেষণে ইহা অপেক্ষা আর দ্বিতীয় ভ্রান্ত পথ নাই। এই ক্ষণিক আনন্দ, তুচ্ছ সুখ পরিণামে মনকে ক্লিষ্ট ও অবসাদ গ্রস্ত করে।'—শোপেন-হাওয়ার।

কাছে যখন নরেন্দ্রনাথ প্রথমে দেখা করেন, তখন তিনি কোন গানটি গান তা জানেন ?

লেখক—আজ্ঞে না।

শ্রীম—আচ্ছা, তবে শুনুন।

মৃদুস্বরে মধুর কণ্ঠে স্বয়ং তান ধরিলেন। মধ্যে মধ্যে ব্যাখ্যাও চলিল. স্থল-বিশেষ একাধিকবারও হইল।

(গীত)

মন চল নিজ নিকেতনে।
সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে, কেন ভ্রম অকারণে॥

*   *   *

সাধুসঙ্গ নামে আছে পান্থ ধাম
শ্রান্ত হলে তথায় লভিও বিশ্রাম।

*   *   *

যদি দেখ পথে ভয়ের আকার
প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার,
ও পথে রাজার প্রবল প্রতাপ
ঐ শমন ডরে যাঁর শাসনে॥

*   *   *

গানটি বড়। সমুদায় গানটী গীত হইল। তাঁর গোপন মনের রূপ ফুটিয়া বাহির হইল। গান বন্ধ হইল, কিন্তু লেখকের মন মজিল। নিরস চিত্ত সরস হইয়া ফুটিল। সারা অন্তর আত্মবিস্মৃতিতে সুরের ও ভাবের প্রতিধ্বনি শুনিল। নবরস পানে সে বিভোর। যুবকটি পুণ্যস্নাত হইয়া বিরাটের রূপ চিন্তায় মগ্ন। শ্রীমর চোখে যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে নব উষার আলোর ছটা, মুখে শোভিতেছে নিত্য জ্যোতির্লোকের উচ্ছাস-ঘটা। আত্মভোলা শ্রীমও অমৃত আনন্দে মগ্ন। পূর্ণত্বের স্পষ্ট ইঙ্গিতে ভক্তের পিপাসিত মন ভরিয়া উঠিল। তিনি যেন স্পষ্টভাবে বলিতেছেন—"আমি সুদূরের পিয়াসী, আমি চঞ্চল হে", আরও যেন শুনাইতেছেন—'বেদাহমেতৎ পুরুষং মহান্তম্‌ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ'-তমসার পরপারে যিনি অবস্থিত আমি সেই আদিত্যবর্ণ মহাপুরুষকে জানি। (শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ)।

শ্রীম—(গীতান্তে সহাস্যে)-কেমন গানের ভাবটি ? নিজের ঘর ছেড়ে বিদেশে বাস করে কেউ সুখী হতে পারে ? সংসারে তো কষ্ট লেগে আছেই। তাই ভগবান

সাধুর আশ্রম করে রেখেছেন, যেখানে সংসারীরা গিয়ে তাঁর বিষয়ে আলোচনা শুনে মনে শান্তি পাবে! যেমন Government রাস্তায় কলের জলের ব্যবস্থা করে দিয়েছে—পথিকের তেষ্টা পেলে জল খাবে। (ক্ষণপরে) ঠাকুর নরেনের গান শুনতে খুব ভাল বাসতেন। তিনি আর একটি গানও করেন। শুনুন—

(গীত)

চিন্তায় মম মানস হরি, চিদ্‌ঘন নিরঞ্জন
কিবা অনুপম ভাতি মোহন মুরতি ভকত হৃদি রঞ্জন ॥

কীর্ত্তনসুরে ঐ গানটি সম্পূর্ণ গাহিয়া প্রাণের সমস্ত নৈবেদ্য উজাড় করিয়া তিনি সকলকে মাতাইয়া তুলিলেন। সুরের মধুর প্রবাহে সকলের মন অন্তহীন বিমল আনন্দে ভাসিতেছে। ভক্ত মনে উঠিল 'মধুর মধুর বংশী বাজে এইতো বৃন্দাবন।' লেখকের মনে হইল যে ঠাকুরকে নরদেহে দেখিবার সৌভাগ্য হয় নাই, কিন্তু ইনি 'কথামৃতে' তাঁর কত রূপের কত চিত্র ফুটাইয়াছেন—যেমন যিনি কিছু পূর্ব্বে বালকভক্ত সঙ্গে ফষ্টিনাষ্টি করিতেছিলেন কিছু পরেই গভীর তত্ত্বালোচনা করিয়া তিনিই সমাধিস্থ হইলেন। সেইরূপ ইনিও কিছু পূর্ব্বে সরল বালকের মত উচ্চহাস্যে তরল কথা বলিয়া পরে শ্রোতার মনকে তাহার অজ্ঞাতে কোন এক মধুময়স্থানে তুলিয়া ধরিলেন। গাঢ় আঁধারের পর প্রথম উষার আলোর সাগরে পাখী যেন সুখে ভাসিল।

ম্লান ধূসর ছায়া ধরার কোলে নামিতেছে। কলরবমুখর পক্ষিদল নীড়ে ফিরিতেছে। প্রতিবেশী গৃহে শঙ্খধ্বনি হইল। সকলে সম্বিৎ পাইল। ধূলির ধরার বুকে কিছু পূর্ব্বে মন্দাকিনীধারা ছুটিতেছিল।

শ্রীম—(সহাস্যে) এবার নেমাজ পড়বার সময় হয়েছে। (ছাত্রগণের খাতাগুলি একত্রে বন্ধন করিয়া।) মুসলমানরা কেমন ভক্ত। দিনে চার পাঁচবার নিয়মিত সময়ে আল্লাকে স্মরণ করে। হয়তো ঐ সময়ে রাজমিস্ত্রি বাড়ীর ছাদ পিটাচ্ছে বা গাড়োয়ান গাড়ীতে বসে আছে, তা যে যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন ঠিক সময়ে সে নেমাজ করিবে। তাই ঠাকুরও এদের ভালবাসতেন। এই সময়ে সকলেরই তাঁকে স্মরণ করা কর্ত্তব্য। কি বলেন?

গৃহমধ্যে গমন করিয়া, মাদুরে বসিয়া নিঃশব্দে তিনি ইষ্টমন্ত্র জপিলেন—উপরে দেওয়ালে টাঙান ছিল মহাপ্রভুর প্রেমবিহ্বল ছবিটি। যুবা ভক্তটি হ্যারিকেন আলো ও ধূপের কাঠি জ্বালিয়া দেওয়ালে নানা দেবদেবীর ফটোগুলিকে প্রণাম

করিলেন। একে একে ভক্তগণ আসিয়া কুশাসনে বসিয়া ইষ্ট চিন্তায় রত হইলেন। ঘরটি এক চমৎকার প্রশান্ত নীরবতার আবহাওয়ায় পূর্ণ হইল। এই সুন্দর নবরাজ্যের সুন্দর পরিবেষ্টনে মুগ্ধ হইয়া লেখক চিরতরে নিজেকে হারাইয়া ফেলিল। সংসার মরুমাঝে মরূদ্যান দেখিয়া সে তৃপ্ত হইল।

যথাসময়ে জপ শেষ করিয়া, উপস্থিত ভক্তগণকে উনি সস্নেহে লক্ষ্য করিলেন। লেখকও নতভাবে 'প্রণাম' করিয়া উঠিবার উপক্রম করিল।

শ্রীম—(সহাস্যে) এরি মধ্যে উঠলেন? কাজ আছে বুঝি? আচ্ছা, তবে আসুন। কিন্তু সময় পেলে আমাদের দর্শন দিয়ে যাবেন। আবার আসবেন।

লেখক—আজ্ঞে, আশীর্বাদ করুন যেন আবার এখানে শীঘ্র আসতে পারি।

শ্রীম—ঠাকুরকে জানাবেন।

সদর রাস্তায় আসিয়া লেখকের মনে হইল এ আবার কোন রাজ্য? মুক্তির আনন্দ-চঞ্চল প্রাণে সে আঘাত পাইল। সেই পুরাতন কিন্তু কত নূতন! সে দেখিল যেনএকটা মায়া রাক্ষসী তার বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার ডালিরূপে বিশ্বকে গ্রাস করিতে উদ্যত। দুই বিভিন্ন জগতের রূপ স্পষ্টরূপে ফুটিল। একস্থানে অমৃত সাগর, অপরস্থানে গরল পাথার। একটি অনন্ত শান্তিময়, অপরটী তপ্ত অগ্নিকুণ্ড। একস্থানে অস্তি অপর স্থানে নাস্তি। একটি নিত্য সম্পদে কল্পতরু, অপরটি অনিত্যতে রিক্ত।

পথে গমনকালে সে দেখিল জনৈক বৃদ্ধ তার শিশুপৌত্র সহ ক্লান্তিভরে চলিতেছে। মুখে নাই হাসি, প্রাণে নাই তেজ, মোহের যূপকাষ্ঠে যেন স্বীয় সত্তাকে বলি দিয়াছে। অপর বৃদ্ধটির ন্যায় সুরসিক নয়, অপরের মুখে হাসি ফুটাইতে পারে না, অপরকে শান্তি দিবার কৌশল জানে না। পূর্ব্ব বৃদ্ধটি কে? কেন বলিলেন—'আবার আসবেন?' আবার কবে ওঁর সঙ্গলাভ হইবে? মনে জাগিল 'ও দুটি চরণ শীতল জানিয়া শরণ লইনু আমি।'

প্রথম দর্শনের চার পাঁচদিন পরে কিসের এক প্রবল মধুর টানে লেখক ছুটিল 'সাদা বাড়ী'তে! কে যেন ডাকিত—'আয়রে ছুটে আমার পাশে।' এক অদৃশ্য মহাশক্তি দৈনিক ঘটনা লিখাইয়া ছুটি দিত। এবার দ্বারীর সাহায্য না লইয়া সে ঐ বাড়ীর উপরে গিয়া সেই পূর্ব্ব পরিচিত গৃহে মাদুরে উপবিষ্ট শ্রীমকে প্রণাম করিল। উনি তখন ভক্তসঙ্গে সানন্দে কথা বলিতেছিলেন।

শ্রীম—(সাদরে) আসুন, আসুন। (ভক্তগণকে সহাস্যে) ইনি আবার এসেছেন। (পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া তরল হাস্যে)—ঠাকুরের কাছে প্রথম দর্শনের

পর আবার গেলে তিনি আমাদের এই কথাটি বলেন। আর ময়ূরের গল্পটিও। চারটার সময় আফিংমের মৌতাতের লোভে সে ঠিক ঐ সময়েই আসতো। (সকলের হাস্য)

এইদিন লেখক শেষ অবধি রহিল। কত কি দেখিল ও শুনিল! বাড়ীতে ফিরিয়া সে দিনের কাহিনী লিখিল। ইহার পরে প্রতি বৈকালে তার অবস্থা হইত 'ঘরে টেঁকা হোল দায়।' এইভাবে কত দিন হইল মাস, কত মাস হইল বরষ। কত সে জানিল—কত ভাবে মজিল। শাস্ত্রে বহুবল্লভতার বিষয় লিখিত আছে। ঠাকুর, শ্রীম। এবং তাঁহাদের অন্তরঙ্গগণের মধ্যেও এই ভাবটি পূর্ণরূপে লক্ষিত হইত।—ঐ মধুর প্রেমের প্রবল আকর্ষণে যে এসেছে সেই মজেছে।

আজ তাঁকে নরদেহে হারাইয়া ভক্তগণ মর্ম্মাহত। কে দিবে সান্ত্বনা, কে দিবে শান্তি সংসার মরু মাঝে কে দেখাবে পথ, মনের আঁধার আঙ্গিনায় কে জ্বালিবে জ্ঞানের আলো? কে বাজাবে ছিন্ন হৃদয় তন্ত্রী? কে জোগাবে আত্মার সম্পদ? ছিন্ন তারে হারান সুর ফুটে কি কভূ? সদাই ভক্ত-মনে জাগে—

"কত অজানারে জানাইলে তুমি
কত ঘরে দিলে ঠাঁই;
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু
পরকে করিলে ভাই।"

শ্রীমাষ্টার মশায়ের কথা

এক

কাল—মার্চমাস, ইং ১৯১৭ সাল।

স্থান—শ্রীমর স্কুলবাড়ী (৫০ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা) পরে বেলুড় মঠ। উদ্বোধন কার্য্যালয়, (১ নং মুখার্জ্জি লেন) বাগবাজার, কলিকাতা।

আজ শিবরাত্রি। ভূতচতুর্দ্দশী অমাবস্যা। ফাল্গুন মাস। কর্ম্মস্থলে ছুটি থাকায় লেখক চলিল শ্রীম সকাশে। যথা সময়ে স্কুল বাড়ীর চারিতলায় আসিয়া দেখিল যে মঠের দুইজন সাধু ও গৃহী ভক্তগণ মধ্যে শ্রীম বেঞ্চে বসিয়া সাধুমুখে শিবসঙ্গীত শুনিতেছেন। প্রণামান্তে সেও এক স্থানে বসিল। তখন গান চলিতেছিল—শঙ্কররূপী স্বামিজীর রচিত প্রিয় গানটি—

"তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা।
ববম্ ববম্ বাজে গাল॥
ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজে,
উড়িছে বাঘছাল॥
গরজে গঙ্গা জটা মাঝে,
উগরে অনল ত্রিশূল রাজে,
ধ্বক ধ্বক ধ্বক মৌলিবন্ধ জ্বলিছে কপালমাল॥

একবার—দুইবার—তিনবার—ঐ গানটি হইল। মধ্যে মধ্যে আনন্দে শ্রীম আখর দিতেছেন। সকলে একত্রে যোগদান করিয়া মাতিয়া উঠিয়াছেন। এক পবিত্র ভাবে সকলের মন ভরিয়া গিয়াছে। দ্বন্দ্বভরা কুটিল সংসারের কলুষভার মন হইতে মুছিয়া গিয়াছে। ভক্তমনে এই গীতের ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। আত্মহারা পাগলা ভোলা মুখে

'ববম্' ধ্বনি করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছেন, ডমরু ডিমি ডিমি রবে তাল রাখিতেছে। শিরে জটামাঝে গঙ্গাদেবী গর্জ্জন করিতেছেন, ত্রিশূলে অগ্নি খেলিতেছে, ত্রিনয়ন ধ্বক ধ্বক জ্বলিতেছে। পরণের বাঘছালখানি দুলিতেছে। এই তাণ্ডব নর্ত্তনের ছবিটি ভক্ত মনে ভাসিতে লাগিল। ভূতপাবন ভোলানাথের পূজোৎসবের দিনে এই গানের ভাবটি বেশ জমিয়া উঠিল।

শ্রীম (গীতান্তে পুলকভরা কণ্ঠে), বাঃ, কি চমৎকার গান, আর কি সুন্দর ভাবটি! আজ মহাদেবের পূজা। তাঁর বিষয়ে গান গাওয়া ভাল। (ক্ষণপরে ধীরভাবে) আজ কত স্থানেই তাঁর পূজা হচ্ছে। নেপালে, বৈদ্যনাথে, কাশীতে, তারকেশ্বরে, দক্ষিণেশ্বরে, মঠে প্রভৃতি যে যে স্থানে শিবলিঙ্গ আছে সেখানেই আজ রাত্তিরে সারাদিন উপোস করে ভক্ত চার প্রহরে চারবার পূজো করবেন। (একটু থামিয়া ঈষৎ গম্ভীর ভাবে) আবার পুরাণে বর্ণিত সেই ব্যাধের উপাখ্যানটিও কেমন? দুষ্কৃতিপরায়ণ, জীবহত্যারূপ পাপ কার্য্যে সদালিপ্ত, সেই ব্যাধের দেহাবসানে অজান্তে শিব পূজোর ফলে যমদূতদের পরাস্ত করে শিবদূতেরা তাকে দিব্যরথে শিবলোকে নিয়ে গেল। তাই ঠাকুর বলতেন—"লঙ্কা না জেনে খেলেও ঝাল লাগে"। (পুনরায় থামিয়া ধীরভাবে), আজ গভীর রাত্রে কেবল 'শিবস্বয়ম্ভু' 'শিবস্বয়ম্ভু' ধ্বনি উঠবে। একটু চেষ্টা করলে এই অনাহত ধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। (পূর্ব্বস্মৃতি স্মরণ করিয়া মৃদু হাস্যে) এক সময় কোন ভক্ত এই শিবরাত্রির দিনে তারকেশ্বরে যান, ও পাণ্ডাকে নগদ একটাকা দিয়ে আসল লিঙ্গটি স্পর্শ করেন, এই ঘটনা শুনে ঠাকুর আনন্দে বলেন "বেশ তো তুমি, এক টাকায় মহাদেব পেলে"। (সকলের হাস্য) পরে ভক্ত অবিনাশকে লক্ষ্য করিয়া সহাস্যে এই যে আপনিও এসে গেছেন, সাধু আমাদের কেমন শিব সঙ্গীত শোনালেন। আপনিও একটি শিবের গান করুন না। আজ বেশ দিনটি।

ভক্তটি লাজুক—বিশেষতঃ শ্রীম সকাশে নির্ব্বাক থাকিত।

শ্রীম (স্নিগ্ধস্বরে) গান না? আমরা সবাই শোনবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে আছি। (ক্ষণপরে শান্তভাবে) ঠাকুর বলতেন—"লজ্জা, ঘৃণা, ভয়—তিন থাকতে নয়। অষ্ট পাশের একটা থাকলেও গতি নেই।" (পূর্ব্বঘটনা স্মরণ করিয়া) একদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর ভাবাবেশে গান করতে করতে নাচতে লাগলেন। উপস্থিত ভক্তেরাও তাঁকে বেষ্টন করে আনন্দে নাচ স্থরু করে দিলেন। কেবল একজন লজ্জার দরুণ বসে ছিল। তাকে জোর করে টেনে তুলে নাচে যোগ দিইয়ে ঠাকুর বললেন—"এই শালা নাচ"। (একটু পরে) শিবপূজোর দিনে শিবের গান গাওয়া বেশ ভাল।

উপায়ান্তর না দেখিয়া হঠাৎ একটি শিবসঙ্গীত মনে পড়ায় সে সসঙ্কোচে গাহিল—

"মহাদেব পরম যোগিন, মহতানন্দে মগন॥
কখন শ্মশানে কখন মশানে,
কখন বৃষভ বাহন।
রাম নামে মগন সদা,
ঢুলু ঢুলু দুটি নয়নে॥
সমুদ্র মন্থন হইল যখন,
করিলেন বিষ ভক্ষণ।
নীলকণ্ঠ নাম তাহে,
রাখিলেন শ্রীমধুসূদন॥

গায়ককে উৎসাহ দিবার জন্য শ্রীম মধ্যে মধ্যে ঐ গানে যোগ দিতে থাকেন। শ্রীমর ইঙ্গিতে ভক্তগণও একত্রে গাহিলেন। এই গানটিও তিন বার হইল। শ্রীম (গীত শেষে—সানন্দে) এইতো আপনি বেশ গান করলেন। গানটিরও চমৎকার ভাব। এটি গুরুর ধ্যান। তিনি রামনামে সদাই বিভোর। আবার পুরাণের ছবি যোগ করে দিয়ে এর সৌন্দর্য্যও বৃদ্ধি হয়েছে। সমুদ্র মন্থন কালে বিষ পান করায় উনি নীলকণ্ঠ উপাধি লাভ করলেন। গানটি আমায় লিখে দেবেন তো।

(ক্ষণপরে—ধীরভাবে) আজ দক্ষিণেশ্বরে ও মঠে সারা রাত্তির শিবপূজো হবে। উপবাসী সাধু সন্ন্যাসী ও ভক্তদের শিব পূজা দেখা মহাভাগ্য। (একটু থামিয়া) সংসারী ভক্তদের বিষয়ে ঠাকুর বলতেন—"অফিসের কাজকর্ম্ম যাদের করতে হয়, এইরকম দিনে তারা দিনে অন্ন না খেয়ে ফলাহারও করতে পারে।" আবার স্ত্রীলোকদের উপোস করা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। যদি কোন স্ত্রী ভক্ত উপবাসী হয়ে—বিশেষতঃ হিন্দু বিধবা একাদশীর দিনে—তাঁকে দর্শন করতে যেতেন, তাহলে আগে তাঁকে প্রসাদ খাইয়ে তৃপ্ত করে পরে কথা বলতেন। সব নারীকেই তিনি যে জগন্মাতার অংশ বলে ভাবতেন। তিনি আরও বলতেন—"পেটের দিকে মন থাকলে ধর্ম্মো ভাল হয় না।" (উঠিয়া) এবার চলুন সকলে সিদ্ধেশ্বরীকে দর্শন করবেন। আজ ওখানেও কত ভিড় দেখবেন!

সকলকে সঙ্গে লইয়া শ্রীম সদর রাস্তায় আসিলেন। আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট পার হইয়া বেচু চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট দিয়া সকলে চলিলেন। বর্ত্তমান শ্যামসুন্দর গোবিন্দজীউর মন্দিরের সম্মুখে থামিয়া, শ্রীম পূর্ব্ব ঘটনা স্মরণ করিয়া বলিলেন, এখানে ঠাকুরের দাদার একটি টোল ছিল। উনি যখন কলকাতায় আসেন তখন এইখানেই থাকতেন। আর রাজা দিগম্বর মিত্রের বাড়ীতে (ঝামাপুকুরে) দিন কতক পূজোও করেন। (মৃদুহাস্যে) আবার চালকলা ইত্যাদি নৈবিদ্যি যা তাঁর প্রাপ্য থাকতো সে সব নিয়ে, আমরা এখন যেখানে যাচ্ছি, সেই মা কালীর মন্দিরে গিয়ে বসতেন। তাঁর সুন্দর চেহারা দেখে অনেকেই তাঁকে গান গাইতে বলতো। তিনিও মাকে গান শুনিয়ে গামছাখানা খুলে, নৈবিদ্যির জিনিষ গুলো অপরের খাবার জন্য ছড়িয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে চলে যেতেন।

পথে গমন কালে অনেকেই এই ঋষিকল্প বৃদ্ধকে ভক্তিভরে প্রণাম করিতেছে—উনিও সকলের কুশলসংবাদ লইতেছেন। ভক্তমনে উঠিল সেই পুরাতনের পুনরাবৃত্তি—"পরমহংসদেবের ফৌজ" চলিয়াছে। একটি বড় লাল বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া (১৪।এ নং বেচু চাটার্জ্জি

ষ্ট্রীট) শ্রীম বলিতেছেন এটি ঈশানবাবুর (মুখোপাধ্যায়) বাড়ী। তিনি ঠাকুরকে দর্শন করতেন, আর ঠাকুরও একবার এখানে আসেন। আর এঁর ছেলেও তাঁকে একবার দর্শন করেন।

পথে স্বীয় ঠাকুর বাড়ীর উদ্দেশ্যেও প্রণাম করিয়া পুনরায় সকলের সঙ্গে অগ্রসর হইলেন। কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে তখন ট্রাম গাড়ী প্রভৃতি অবিরাম ছুটিতেছে। অতি সাবধানে ঐ রাস্তা পার হইয়া সকলে মন্দিরে আসিলেন। উনি হাঁড়ি কাঠের নিকট নগ্নপদে দাঁড়াইয়া রূপার ফ্রেমে বাঁধানো চশমার দ্বারা দেবীকে কিছুক্ষণ দেখিয়া উপরে দেবীর দ্বারের নিকট আসিলেন এবং নত ভাবে প্রণামান্তে চরণামৃত পান করিয়া দুইটি পয়সা পূজার থালায় রাখিয়া দিলেন। পরিচিত বৃদ্ধের ললাটে পূজারী দেবীর সিন্দুর-টিপ দিল। ভক্তগণও বঞ্চিত হইলেন না। এইবার শিব দর্শনে সকলে চলিলেন। এরি মধ্যে ভিড় লেগে গেছে যে—বলিয়া সহাস্যে তিনি ফাঁক খুঁজিয়া ভিতরে শিবকে প্রণাম করিলেন। পরে বাহিরের চত্বরে বসিয়া কথা চলিল।

শ্রীম (ভিড় লক্ষ্য করিয়া সহাস্যে) বোধহয় আজ বিকেল বেলায় আরও ভিড় বাড়বে। এখন এখানে একটু বসা যাক। মার কাছে বসলে দেখা যায় যে তিনি কথা কইছেন। এতো আর পাতানো সম্পর্ক নয়, এযে আপনার মা। (একটু থামিয়া সহাস্যে) মার কাছে এসে প্রণাম করেই চলে যাওয়া ঠিক যেন তাঁকে গুড মর্ণিং (Good morning) করে স্যালুট (Salute—নমস্কার) করার মত।

শ্রীম চারিদিকের দৃশ্যাবলী দেখিয়া হাস্য করিতেছেন। একজন নব্য যুবক একবার মুখের বিড়ি হাতে রাখিয়া, একহাত কপালে ঠেকাইয়া দেবীকে প্রণাম জানাইয়া দ্রুত প্রস্থান করিল। একটি পশ্চিমা প্রৌঢ় গামছার মোট নীচে নামাইয়া করজোড়ে কাতরে অনেকক্ষণ ধরিয়া দেবীকে প্রণাম করিল। কোন হিন্দু বিধবা গাড়ী হইতে নামিয়া ডালি হস্তে উপরে দেবীকে নিবেদন করিতে চলিলেন। কোন হিন্দুস্থানী 'জটাধারী খরব লে হামারি' বলিয়া শিব মন্দিরের চাতালে প্রণামান্তে ববম্ ববম্ ধ্বনি

করিয়া সঙ্গী সহ প্রস্থান করিল। দেবীর সম্মুখের দালানে বসিয়া কেহ ভক্তিভরে মালা জপিতেছেন, কেহ ধ্যান করিতেছেন, কেহ গীতা বা চণ্ডী পাঠ করিতেছেন।

বেলা বাড়িয়েছে দেখিয়া দুইজন সাধু ও গৃহী ভক্তগণ প্রণামান্তে বিদায় লইলেন। শ্রীম লেখককেও বাড়ী যাইবার অনুমতি দিলেন; কিন্তু এরূপভাবে তাঁহাকে একাকী রাখিয়া যাইতে অনিচ্ছুক বুঝিতে পারিয়া উনি সহাস্যে বলিলেন, তবে চলুন, ঠাকুর বাড়ীতে ঠাকুরকেও প্রণাম করা হবে। কর্ণওয়ালীস ষ্ট্রীট পার হইয়া, শঙ্কর ঘোষের লেনের শেষে গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন স্থিত ১৩।২নং বাড়ীতে উভয়ে আসিলেন। উপরে দোতালায় কাঠের সিঁড়ি দিয়া ছাদে উঠিয়া ঠাকুর ঘরের বদ্ধদ্বার মুক্ত করতঃ ভিতরে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া সমস্ত দেখিলেন। ঐ গৃহের দ্বারের নিকট একটি বড় টেবিলের উপর একটি কাষ্ঠের সিংহাসনে চন্দনচর্চ্চিত মাল্য বিভূষিত ঠাকুরের ফটো, নিকটে অপর একটি সিংহাসনে তাঁর ব্যবহৃত চর্ম্ম-পাদুকাদ্বয় চন্দন শোভিত, একটি পুঁটলিতে তাঁর মস্তকের কেশগুচ্ছ, অদূরে বিল্বপত্র আচ্ছাদিত শিবলিঙ্গ তাম্রপাত্রে রক্ষিত। নীচে মেজের উপর সিন্দুর শোভিত মঙ্গল ঘট। সম্মুখে পূজারীর আসন ও গঙ্গাজল পূর্ণ কোশাকুশি, শাঁখ, ঘণ্টা প্রভৃতি। অল্প দূরে প্রসাদের থালা—কিছু পূর্ব্বকৃত নিত্যপূজার প্রসাদ হইতে একটি সন্দেশ ও কমলালেবু লেখককে দিয়া দ্বার বন্ধ করিলেন এবং উনি স্মিতাননে বলিলেন—আজ বেশ আনন্দ হোল। যদি পারেন, তাহলে আজ একবার মঠে যাবেন। আর আমাদের জন্য একটু প্রসাদও আনবেন। (হাস্য)

আহারাদির পর ঐ-দিন কিসের এক প্রবল টানে লেখককে গৃহের বাহির করিল। যথাসময়ে ষ্টীমারে সে কুটিঘাটে নামিয়া সবিস্ময়ে সম্মুখে দেখিল নবপরিচিত শ্রীম-ভক্ত স্বর্গীয় ডাক্তার কার্ত্তিকচন্দ্র বক্সী।

ডাক্তার (সহাস্যে)—ঠাকুরের কথা মনে আছে তো? গাঁজাখোর গাঁজাখোরকে দেখলে আনন্দে কোলাকুলি করে। (তথা করণ)

আর দেরি কেন? ওপারের খেয়াও রয়েছে। মঠে আজ খুব ধুম হবে— মাষ্টার মশায় বলেছেন।

লেখক—হাঁ ভাই, আমারও সেই উদ্দেশ্য, তবে কিনা—এখন একবার শ্মশানে যেতে হবে। পথ ঠাওর হচ্ছে না।

ডাক্তার—বালাই! এ অবেলায় ওখানে কেন? ও বুঝেছি চলুন, আমিই পথ দেখাবার কাজ করি।

পথে গমনকালে একটি বাগান বাড়ীর দ্বারের (ঠাকুরের শেষ লীলাস্থল—কাশীপুর উদ্যান) নিকট প্রণাম করিয়া ডাক্তার বলিল, এইখানেই ঠাকুর তাঁর নরলীলা অবসান করেন। বর্ত্তমানে এখানে একজন পাদরী আছেন। আর ঐ ওপরের ঘরে ঠাকুর থাকতেন।

লেখক—একবার ভিতরে যাওয়া যায় না?

ডাক্তার—না। এবার চলুন সমাধি স্থানে।

শ্মশানের বুকে শেষ সীমায় একটি স্থান লৌহ রেলিং দ্বারা সুরক্ষিত। ঐ স্থানের তলদেশে উভয়ে প্রণাম করিল। সঙ্গী সকাতরে প্রার্থনা করিল "দয়াময় রক্ষা কর"—নয়নকোণে প্রেমাশ্রু দুলিতে লাগিল। অদূরে জ্বলন্ত চিতাবক্ষে নশ্বর দেহ পুড়িতেছে—আত্মীয়গণ শোকাভিভূত, ক্ষণমধ্যে 'বল হরি হরি বোল' রবে মহাকালের সুস্পষ্ট-চিহ্নিত দেহের অপর একটি শব বাহকগণ তথায় আনিল! এত সাধের যত্নে গড়া এই দেহের এই পরিণাম! প্রণাম করিয়া উভয়ে খেয়াঘাটে ফিরিল ও যথাকালে মঠের ঘাটে নামিল।

সন্ধ্যার আঁধার নামিয়াছে ধরার দেহে। উপরে ঠাকুর ঘরে সন্ধ্যারতি চলিতেছে। দূর হইতে বাদ্যের রেশ শুনিয়া উভয়ে দ্রুতপদে উপরে আসিয়া ভক্তমধ্যে বসিল। হারমোনিয়াম যোগে স্বামিজীর রচিত স্তব গীত হইতেছে—"গাহিছে ছন্দ ভক্তবৃন্দ আরতি তোমার। প্রভু, হর হর, শিব শিব আরতি তোমার।" সর্ব্বশেষে ঠাকুর ও জগন্মাতাকে প্রণাম নিবেদন করিয়া সকলে বলিল—জয় গুরু মহারাজকি জয়! জয় মহামায়ী কি জয়! জয় মহাবীর স্বামিজী মহারাজকি জয়!

সকলে নীচে নামিয়া দেখিলেন যে ভাঁড়ার ঘরের পাশের দালানে শিব পূজার আয়োজন চলিতেছে। আর সম্মুখে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের একপার্শ্বে ধুনী জ্বালাইয়া কয়েকটি সাধু নগ্ন গাত্রে ভস্ম লেপন করিয়া আনন্দে সমবেত কণ্ঠে শিবসঙ্গীত করিতেছেন—"জয় শিবশঙ্কর হর ত্রিপুরারি পাশী পশুপতি পিণাকধারী।" মধ্যে মধ্যে "হর হর বম্ বম্" ধ্বনি উঠিতেছে। মঠের বৈঠকখানা ঘরেও নানা বাদ্যযন্ত্রযোগে শিবসঙ্গীত চলিতেছে "জয় শিব শঙ্কর পরম ভিখারী কল্পতরু গুরু যোগ সহায় কারী"। কিছুক্ষণ ইহা উপভোগ করিয়া উভয়ে চলিল স্বামিজীর স্মৃতি মন্দিরে। দ্বারের নিকট প্রণামান্তে নিকটস্থ বাঁধান বিল্ব তরুতলে বসিল। স্থানটি বেশ নির্জ্জন। বর্ত্তমানের ন্যায় নানা মন্দিরে পূর্ণ ছিল না। জাহ্নবী-চরণ-চুম্বিত শঙ্কররূপী স্বামিজীর লীলাক্ষেত্রে আজ পরমভিখারী শ্মশান-চারী ভোলার উৎসবে সকলে মত্ত। উদ্দেশ্যে দক্ষিণেশ্বরে কালীমাতাকে প্রণাম জানাইয়া উভয়ে পুনরায় পূজাস্থলে আসিল! দুইজন সাধু তন্ত্রধারক ও পূজারী রূপে কাজ করিতেছেন। সাধু ও গৃহী ভক্তগণ ধীর ভাবে বসিয়া আছেন। যথাবিধি পূজা শেষ হইলে, প্রাঙ্গণে সন্ন্যাসীগণ ত্রিশূল হস্তে ঐ লিঙ্গটি বেষ্টন করিয়া উদ্দামভাবে নৃত্য করিতে থাকিলেন। মুখে "হর হর বোম্ বোম্" ধ্বনি। ভক্তগণও যোগ দিলেন। কাঁসর, ঘড়ি, ঘণ্টা প্রভৃতি ঘন ঘন বাজিতে লাগিল। প্রায় দশ মিনিট পরে, অগ্রে সন্ন্যাসীগণ, পরে গৃহী ভক্তগণ একে একে বাবার মাথায় ডাবের জল, দধি ইত্যাদি দ্বারা স্নান করাইয়া বিল্বপত্র চড়াইয়া প্রণাম করিলেন। সকলের প্রাণে এক অনির্ব্বচনীয় মধু হিল্লোলের জমাট ভাব। সকলেই এক নবমধুর আবেশে মগ্ন। দ্বিতীয় প্রহরের পূজার আয়োজন চলিল। যথাকালে উহা শেষ হইলে পূর্ব্বোক্ত রূপে সকলে বাবাকে প্রণাম করিয়া দিব্যানন্দে মাতিল।

ভক্তবন্ধু বলিল, কাছেই কল্যাণেশ্বরতলা। ওখানেও আজ খুব ধুম হবে। একবার গেলে হয় না? সঙ্গী সানন্দে মত দিলে মঠের

পশ্চাৎ দ্বার দিয়া উভয়ে বাহিরে আসিল। গভীর নীরব নিস্তব্ধ অন্ধকার রজনীতে উভয়ে বালীগ্রামে ঐ মন্দিরে আসিয়া প্রণাম করিল। তখনও পূজা চলিতেছিল। অদূরে ভক্তগণ—অধিকাংশ হিন্দু বিধবা ও বয়স্থা সধবাগণ নীরবে ডালিহস্তে অপেক্ষা করিতেছেন। জনৈক ভিখারী মধুর কণ্ঠে গান ধরিয়াছে—"বেলপাতা নেয় মাথা পেতে, গাল বাজালে হয় খুসী। মান অপমান সমান জ্ঞান তার, যে যা বলে তাতেই খুসী।" যুগোপযোগী ঐ গানের ভাবে সকলেই তৃপ্ত। ইতিমধ্যে পূজা শেষ হইলে সকলেই অর্ঘ্য দিতে ব্যস্ত হইল—কুলকামিনীগণের অসুবিধার প্রতি কেহই লক্ষ্য করিল না। সর্ব্বশেষে বন্ধুদ্বয় বেলপাতা চড়াইয়া মঠাভিমুখে রওনা হইল। এখানে আসিয়া জানিল যে শেষ পূজার আর অধিক বিলম্ব নাই। আনন্দ-পাগলের দল পূর্ব্বোক্তরূপে নৃত্য করিয়া বাবাকে প্রণাম করিল। উষাদেবীও তিমির অবগুণ্ঠন সরাইয়া ধীরে ধীরে দেখা দিলেন। সারারাত্রি কাহারও মনে একবারও দেহ বা সময়ের চিন্তা উঠে নাই।

উপরে ঠাকুরঘরে মাঙ্গলিক আরতি ও ভজন সঙ্গীত চলিতেছে জানিয়া সকলে ঠাকুরকে প্রণাম করিতে চলিলেন। গঙ্গাস্নানান্তে সাধুগণ জপধ্যানে মগ্ন হইলেন। গত রাত্রের ধুনীর অগ্নিতে এক হাঁড়ি খিচুড়ী তৈয়ারী হইলে সকলে একত্রে প্রসাদ পাইলেন। উদার স্বচ্ছ নীলাকাশে পূর্ব্বদিকে তরুণ-অরুণ দেখা দিয়াছে। ঠাকুরকে বিদায় প্রণাম করিয়া নীচে নামিলে উল্লাসভরা কণ্ঠে ডাক্তার বলিল, বাঃ মহাপুরুষের দর্শন মিলিল। ঐ দেখুন মহাপুরুষ (শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ মহারাজ) বেড়াচ্ছেন, আর ঐ দেখুন বাবুরাম মহারাজ (শ্রীমৎ প্রেমানন্দজী) তারক মহারাজের (শ্রীমৎ শিবানন্দজী) সঙ্গে কথা বলছেন। আবার ঐ কৃষ্ণলাল মহারাজ। আর সামনে ঝাঁট দিচ্ছেন "মঠের বড়দা"*

*"হুটকো গোপালের"—বড় ভাই। নাম বটকৃষ্ণ ঘোষ, বাড়ী—গড়পারে জগন্নাথ দত্তের বাড়ীর নিকট—শ্রীমৎ দত্ত মহাশয়ের (মহেন্দ্রনাথ, পূজ্যপাদ স্বামিজীর মধ্যম ভ্রাতা) উক্তি।

—কুকুরটার সঙ্গে কেমন খেলাও করছেন। আবার মটর এনে পায়রাদের খাওয়াচ্ছেন। চলুন, চলুন ওদের চরণ ধূলি নিয়ে নর-জন্ম সার্থক করি।

উভয়ে ছুটিল ও প্রত্যেকের চরণে প্রণামান্তে স্নেহাশীষ লাভে ধন্য হইল। পূজ্যপাদ ব্রহ্মানন্দজী স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বলিলেন, বেশ! বেশ! মাস্টারমশাই বুঝি তোমাদের পাঠিয়েছেন? ওঁর সঙ্গ করা খুব ভাল। মাঝে মাঝে এখানে আসবে!

কলিকাতাভিমুখী নৌকায় উভয়ে উঠিল। ঈষৎ তরঙ্গালোড়িত গঙ্গাবক্ষে নৌকা দুলিতে দুলিতে চলিয়াছে। গগনভালে সিন্দূরবিন্দুর ন্যায় নব-রবি শোভা পাইতেছে। প্রাণমনস্নিগ্ধকর নির্ম্মল বায়ু বহিতেছে। চারিদিক প্রসন্নতার মাধুর্য্যে পূর্ণ! ক্রমে মঠ অদৃশ্য হইল। লেখক বলিল—কেমন একটা রাত সুন্দর ভাবে কেটে গেল! শ্রীম-কৃপাতেই এই সব হোল!

ডাক্তার—ঠিক কথা। মহাভাগ্যের ফলে দিন কতক হোল আমিও ওঁর দর্শন পেয়েছি। কি ভালবাসা! কি ভক্ত-কল্যাণ চিন্তা! আচ্ছা—চলুন না বাগবাজারে। মাকে প্রণাম করে তারপর আবার ওঁর কাছে যাই।

লেখকও সানন্দে মত দিল। বাগবাজার-ঘাটে উভয়ে আসিয়া নামিল। যথাকালে উদ্বোধন কার্য্যালয়ে আসিয়া পৌঁছিল। ঐ বাড়ীর নীচে বৈঠকখানায় পূজনীয় শ্রীমৎ সারদানন্দজী (মায়ের দ্বারী) ও শ্রীসান্ন্যাল মহাশয়কে (৺বৈকুণ্ঠনাথ) প্রণাম করিয়া উভয়ে ভক্ত মধ্যে বসিল। শ্রীশরৎ মহারাজ পুরাতন ভক্তগণের কুশলাদি সংবাদ লইলেন। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে জনৈক ব্রহ্মচারী দর্শনপ্রার্থী ভক্তগণকে উপরে লইয়া গেলেন। শ্রীমা তখন ঠাকুর ঘরের সামনে সরু বারাণ্ডায় মুখটি ঈষৎ আবৃত করিয়া, পদদ্বয় বাড়াইয়া বসিয়া আছেন। নিকটে রহিয়াছে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীদ্বয় রাধু ও মাখম, আর ছিলেন "শোকাতুরা ব্রাহ্মণী" গোলাপ মা, যোগীন মা, প্রভৃতি। ভক্তগণ প্রথমে ঠাকুরকে পরে মাকে একে একে প্রণাম করিয়া নীচে আফিস ঘরে নামিলেন।

সেখানে ৺গণেন মহারাজ পত্রাদি লিখিতে ও ৺চন্দ্রবাবু পুস্তকাদি প্যাক করিতে ব্যস্ত। কিছু পরে ভক্তগণ ঠাকুরের প্রসাদ পাইয়া বিদায় হইলেন।

পরে বন্ধুদ্বয় স্কুল বাড়ীতে আসিয়া চারিতলায় শ্রীমকে প্রণাম করিলেন। উনি তখন স্নানান্তে নীচে আহারের জন্য সিঁড়িতে নামিতেছেন। একটি বেঞ্চে বসিয়া শ্রীম উভয়কে লক্ষ্য করিয়া প্রফুল্ল-ভাবে বলিলেন, আপনারা কি কাল মঠে শিবরাত্রির করে এলেন ? ধন্য ! ধন্য ! বাঃ বেশ হয়েছে ! (পরে ধীরভাবে) সাধুদের সঙ্গে এই পবিত্র দিনে ঐ পবিত্র স্থানে একরাত্রি কাটান—মহা ভাগ্যের কথা ! (ক্ষণ পরে) এতে দশ বছরের তপস্যার কাজ হয়ে গেল ! কি কি ঘটনা হোল তাই এখন একটু শোনান না ? সমস্ত কথা বিশেষ ভাবে শুনিতেছেন, মধ্যে মধ্যে ইঙ্গিতে বিস্মৃত ঘটনা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। ভক্তের মনে হইল তবে কি ইনিও কাল ঐখানে উপস্থিত ছিলেন ? আহারের জন্য শিশু পৌত্রটি প্রায়ই ব্যগ্রভাবে আসিয়া তাগিদ্ দিতেছে। শেষবার সে আসিয়া তাঁর ডান হাতটি ধরিয়া সলজ্জভাবে বলিল, দাদু, খাবেন আসুন। অনেকক্ষণ ভাত বাড়া হয়েছে। সব জুড়িয়ে গেল যে ! সরল বালকের সরল উক্তিতে মৃদু হাস্যে শ্রীম বলিলেন, কাল এঁরা মঠে সারারাত শিব পূজো করেছেন, ওঁদের কাছ থেকে সেই সব কথা শুনছিলাম। তুমিও বড় হয়ে এদের মত মঠে যাবে, কেমন ?

আর অধিক বিলম্ব করা কর্তব্য নয় জানিয়া উভয়ে প্রণামান্তে উঠিলে, উনি সহাস্যে বলিলেন, প্রসাদ কি এনেছেন ? ভক্তের চমক ভাঙ্গিল। উহা দিলে নগ্নপদে দাঁড়াইয়া মস্তকে স্পর্শ করিলেন ও মুখে দিয়া সহাস্যে বলিলেন, আপনাদেরও অনেক দূর যেতে হবে। বেলা বেড়ে গেছে। আবার দেখা হবে।

পরিপূর্ণ মনে সদর রাস্তায় আসিয়া ডাক্তার বলিল, রাতে আসছেন তো ? লেখক উত্তর দিল—রাজী, যদি তব মন পাই।

পথে গমনকালে জনৈক ভক্তের মনে উঠিল—ইনিই কি সেই

'প্রভু পদ পঙ্কজ ভ্রমর' যিনি সাংসারিক নানা অসুবিধার মধ্যেও অমৃতমধু আহরণতরে দক্ষিণেশ্বরে প্রায়ই ব্যাকুলতাভরা মনে ছুটিতেন? ইনিই কি সেই প্রেমিক শ্রীম, যিনি স্কুলের স্বল্প অবকাশ কালে বাগবাজারে "বসু মন্দিরে" (বলরাম) তাঁর গুরু সেবা করিতে আসিতেন? ইনিই কি সেই মাষ্টার, যিনি সংস্কারবান্ তরুণ ছাত্রগণকে—বাবুরাম, পল্টু, ছোট নরেন, নারাণ, পূর্ণ—প্রভৃতি শুদ্ধাত্মগণকে—পরমহংসদেবের সহিত মিলন ঘটান? ইনিই কি সেই "ছেলেধরা মাষ্টার"—যিনি বর্ত্তমানে পথহারা সংসারী ভক্তগণের আশাস্থল ও পথ-প্রদর্শক?

সিনেমা গৃহে শ্রীম

দুই

কাল—ইং ৫ই এপ্রিল ১৯৩২ সাল।

স্থান—সাদা বাড়ী।*

মধ্যাহ্নে বন্ধুগণ সঙ্গে তাস খেলিয়া মানসিক অবসাদ আসাতে শান্তির জন্য অদ্য বৈকালে সাদা বাড়ীর উপরের ঘরে যাইয়া লেখক শ্রীমকে প্রণাম করিল। উনি তখন ঘরে একলা মাদুরে বসিয়া জনৈক ভক্তের পত্রের উত্তর লিখিতে লিখিতে মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছেন। চৈত্রমাসের শেষ—অত্যন্ত গরম। আসিবার পূর্ব্বে সে একটি বিলাতী লৌহের স্প্রীংযুক্ত ঘোল-মন্থন ও কিছু ক্ষীরের খাবার কিনিয়াছে। লেখা শেষ হইলে, ঐ দুইটি জিনিষ দিল।

শ্রীম—(ঠোঙ্গাটি লইয়া মৃদু হাস্যে) এতে কি প্রসাদ আছে? কোথাকার? দেখি, দিন। ও, প্রসাদ নয়, তবে এখন এটি একধারে রাখুন। (যন্ত্রটি লইয়া)—হ্যাঁ, বড্ড গরম পড়েছে। কত দাম? নিয়ে যাবেন। (পোষ্টকার্ড দিয়া) এটি এখনি ফেলে দিতে হবে। নইলে আজকের ডাকে যাবে না। Letter Box (চিঠি ফেলিবার বাক্স) কি বেশী দূরে? আপনার কি কষ্ট হবে? (কার্য্য শেষে পুনরায় ফিরিলে)—Thanks (ধন্যবাদ)! যখনকার যে কাজ সেটা করা ভাল। কথায় আছে—A stich in time saves nine (সময়ের একটি ফোঁড় নয়টিকে বাঁচায়) (হাস্য)। (ক্ষণ পরে সহাস্যে) হ্যাঁ, কাল রাত্রে Bioscope-এ (ছায়াচিত্রে) "Psyche" film

কেমন দেখলেন ?* নাম দিয়েছে Mystery of the Soul —আর ঐ নামের জন্যে আমরাও দেখতে যাই।

লেখক—নামটা একটা বিলাতি advertisement stunt (বিজ্ঞাপনের কায়দা) এতে অনেকেই দেখতে যায়। কিন্তু আসলে ওটা একটা Western type-এর (পাশ্চাত্য রূপের) most ordinary love story (অতি সাধারণ ভালবাসার ছবি)।

শ্রীম—ঠিক তাই ! (শান্ত স্বরে) Soul-এর (আত্মার) definition (অর্থ) সম্পূর্ণ আলাদা। ওদের এ বিষয়ে বড় hazy idea (অস্পষ্ট ধারণা) ! ও দেশের philosophy-তে (দর্শন শাস্ত্রে) clear (স্পষ্ট) হয়নি। নানা মুনির নানা মত। Bentham, Mill, Spenser, প্রভৃতির বইয়েও দেখা যায় যে ঠিক goal-এ (লক্ষ্য স্থলে) আসতে পারেনি। তাই ঠাকুর বলতেন, "শাস্ত্রে বালিতে ও চিনিতে মেশান আছে।" গুরুই কেবল আসল সার কথা বলে দিতে পারেন। Realised Truth (প্রত্যক্ষ দর্শন সত্য) ও Acquired Knowledge-এ (অর্জিত বিদ্যার জ্ঞানে) অনেক প্রভেদ।

লেখক—আজ্ঞে হাঁ। ! এক পণ্ডিতের মত অপর পণ্ডিতে কেটে দেয়।

শ্রীম—(সহাস্যে) যেমন এক পক্ষের উকিল অপর পক্ষের উকিলের argument-গুলো (তর্ক জাল) নষ্ট করে দেয়। (ধীরভাবে) তাই আমাদের কর্তব্য পণ্ডিতের কথাগুলো ঠাকুরের কথার কষ্টি পাথরে যাচাই করে নেওয়া। তাঁর কথাই ঠিক। মা যে তাঁকে জ্ঞানের রাশ ঠেলে দিতেন। (ক্ষণ পরে ঈষৎ গম্ভীর ভাবে) বেশী বায়স্কোপ দেখা ঠিক নয়। ছবিতেও কাম ভাব সৃষ্টি করে। (পুনরায় থামিয়া) এদেশে অত খরচা করে তোলা Queen Victoria-র (মহারাণী

* শ্রীমর স্কুলবাড়ীর অপরাংশ, অধুনা ৫৪।২নং পঞ্চানন ঘোষ লেন। উপরের ঘরে ভক্তসঙ্গে সৎকথা আলোচনা করিতেন ও এই গৃহে তিনি রাত্রে শয়নও করিতেন।

* মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে (বর্তমানে কেশব চন্দ্র সেন ষ্ট্রীট) রিপন থিয়েটার বায়স্কোপে ঐ ফিল্মটি চলচ্চিত্রে দেখান হয়।

ভিক্টোরিয়া) ছবি চল্‌লো না। এখানে "শ্রীরামচন্দ্র", "শ্রীকৃষ্ণ" প্রভৃতি ধর্ম্মমূলক ছবি চলতে পারে।*-

গত রাত্রের সমস্ত ঘটনা লেখকের মানসপটে ভাসিয়া উঠিল। তার মনে পড়িল যে ছবি দেখিবার প্রবল নেশার টানে সে সাধুসঙ্গ করে নাই। সেই জন্য কি এই বৃদ্ধ হিতকামী মাষ্টাররূপে রাত্রিকালে চারি আনার সিটে পলাতক দুষ্ট-প্রকৃতি ছাত্রকে ধরিতে যান? কিংবা মেষপালক তার হারানো মেষ-শাবককে হিংস্রজন্তুর কবল হইতে রক্ষার জন্য ব্যগ্র? বন্ধুগণ-মধ্যে আনন্দমত্ত লেখক শ্রীমকে এইরূপ স্থানে দেখা কল্পনাতীত ভাবিয়া প্রথমে সে স্বীয় চক্ষুকে বিশ্বাস করে নাই। দূর হইতে নিকটে গমন করিয়া নমস্কার করিলে, শ্রীম সহাস্যে বলেন— আপনিও এসেছেন? একলা নয় জানিয়া বন্ধুগণের নিকট বসিতে বলেন। উনি শেষ পর্য্যন্ত রহিলেন। ফিরিবার পথে লেখককে মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীটের মোড়ে উনি বিদায় দিলেন, নিকটে স্কুলবাড়ী পর্য্যন্ত সঙ্গে যাইতে দিলেন না। এই ঘটনার ফলে লেখকের সিনেমায় ছবি দেখার ঘোর চিরতরে কাটিয়া গেল।

এই সময়ে সন্ধ্যার ম্লান আলো ধীরে ধীরে নামিতেছে দেখিয়া সে হ্যারিকেন আলো ও ধূপ জ্বালিয়া গৃহের নানা দেবদেবীর পটগুলিকে দেখাইয়া কুশাসনে বসিল।

শ্রীম—(মৃদুহাস্যে) এবার আর একটি কাজ করতে পারবেন? ঐ মিষ্টির ঠোঙ্গাটি নিয়ে খালিপায়ে একবার সিদ্ধেশ্বরীতলায় যেতে পারলে বেশ হয়। কিছু পরেই মার আরতি হবে। এতে এক ঢিলে দুই পাখী মারা হবে। মাকে নিবেদন করা হবে, আর মায়ের পূজাও দেখা হবে। (হাস্য) কি বলেন?

লেখক নগ্নপদে ঠনঠনিয়া কালী মন্দিরে চলিল। পূজারীকে মিষ্টান্ন নিবেদন করিতে দিয়া সে সম্মুখের দালানে বসিয়া দেবীর আরতি দেখিল। পূজা শেষে প্রসাদ লইয়া পুনরায় পূর্ব্বস্থানে

*বর্ত্তমানে, রামপ্রসাদ, মীরা, প্রহ্লাদ, প্রভৃতি চিত্র দেখিতে বিপুল জনসমাগম হয়।

ফিরিলে, শ্রীম ব্যস্তভাবে উহা লইয়া ভক্তিভরে মস্তকে স্পর্শ করিয়া একটি গুঁজিয়া মুখে দিলেন ও উপস্থিত ভক্তগণকে একটি একটি দিয়া বলিলেন—মায়ের প্রসাদ খেলে মনের ময়লা কেটে যায়, মন শুদ্ধ হয়!

জনৈক পুরাতন ভক্ত (ঢাকা নিবাসী) তখন ঐ ঘরে বসিয়া তাঁর রাত্রের আহারের জন্য খই বাছিতে ব্যস্ত ছিল, দুই একটি ধান বাহির করিয়া সে বলিল—নটীবাবু (শ্রীমর জ্যেষ্ঠ পুত্র) ভাল করে দেখেন নি। থাবার সময় এতে আপনার কষ্ট হোত। শ্রীম—(মৃদু হাস্যে) সকলের মন কি সমান? ষোল আনা মন দিলে তবেই সুফল হয়। (সুর করিয়া) 'যৌবন জল তরঙ্গ রোধিবে কে, হরে মুরারে হরে মুরারে!' (ক্ষণ পরে সুর করিয়া) 'জাগো, জাগো, অমৃতের অধিকারী নয়ন মেলিয়া দেখ করুণা তাঁহারি!' এই কলিটি গাহিতে গাহিতে ক্রমশঃ তিনি মাতিয়া উঠিলেন। গানের ভাবে ও সুরের টানে ভক্তগণও মাতিয়া উঠিল। প্রায় দশ মিনিট ধরিয়া সকলে সমস্বরে উহাতে যোগ দিয়া এক অপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করিলেন।

শ্রীম (গীতান্তে 'হরেন নাগকে) এবার আপনি আমাদের একটু কীর্ত্তন শোনান না।

গায়ক না হইলেও সে গাহিল—"জয় কৃষ্ণ গোবিন্দ, জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।" গানটি শেষ হইল না। ঐ প্রথম কলিটিই, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নানা আখর দিয়া, তিনি আপন মনে গাহিতে লাগিলেন। এক অজ্ঞাত প্রবল টানে ভক্তগণও যোগ দিলেন। এই ভাবে পূর্ব্বের ন্যায় দশ মিনিট কাল কাটিল। এই পবিত্র পরিবেশের মধ্যে সকলেই এক গভীর শান্ত মধুর ভাবে আচ্ছন্ন রহিল।

রাত্রি বাড়িতেছে দেখিয়া অনেকেই বিদায় লইল। ভক্তানুরোধে তিনিও আহারে বসিলেন। দুধ জুড়াইয়া গিয়াছে। গরম করিবার কথা বলায় উনি উহা বাতিল করিয়া আহার শেষ করিলেন। ইতিমধ্যে ঘরে রাত্রের শয়নের বিছানা পাতিয়া মশারি টাঙ্গান হইতেছে দেখিয়া,

শ্রীম মৃদুহাস্যে বলিলেন, ওর জন্যে আপনারা বৃথা কষ্ট করছেন কেন? যতটা সম্ভব নিজের কাজ নিজে করে নোয়াই ভাল। 'সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্'। আর জানেন তো ইংরাজীতে আছে,—'Selfhelp is the best help'—(স্বাবলম্বনই উৎকৃষ্ট পথ)।

ভক্ত—কিন্তু এ কাজে যদি আমাদের একটু সুখ হয়, তাতে আপনি বাধা দেবেন?

শ্রীম—(আচমনান্তে ভক্ত নাগকে মৃদুহাস্যে) দেখুন, এবার আপনার বাড়ী যাওয়াই উচিত। অনেক দূরও যেতে হবে। আর বেশী রাত করলে বাড়ীতে গোলমালও বাঁধবে! (হাস্য)।

নাগ—(সহাস্যে) ওতো লেগেই আছে। আপনার কাছ থেকে কাল একটু বেশী রাত্তিরে বাড়ী গেলে যখন মা জিজ্ঞাসা করলেন—'কে হরেন্দ্র আইলে?' আমি গম্ভীরভাবে জবাব দিলাম—'হ ক্যানে?' আমার ঐ ভাব দেখে তিনি আর বিশেষ কিছু বললেন না। (হাস্য)

শ্রীম (সহাস্যে)—বটে! তবে আপনি বাড়ী না গেলে হয়ত বাড়ীর মেয়েরাও খান না। এতে ওদের কষ্ট হয়। আজ আর রাত করবেন না।

নাগ—আপমি যখন বলছেন তখন আর কথা চলে না। (প্রণামান্তে বিদায়)।

শ্রীম—(ধীরভাবে) উনি বেশ সরল, আবার ভক্ত। প্রতি বৎসর পয়লা জানুয়ারীতে উনি দেশে ঠাকুরের উৎসব করেন। প্রায় পাঁচ সাতখানি গ্রামের লোক—তা প্রায় হাজার দেড়েক থেকে দু হাজার ভক্ত সমাগম হয়। আমাদের মা ঠাকরুণের আশীর্ব্বাদী পত্রও যায়। স্ত্রী-ভক্তেরা ঠাকুরের কথা আলোচনা করতে করতে কুটনো কোটেন। পুরুষ-ভক্তেরা ঠাকুরের গান ও কথা নিয়ে কাজ করেন। প্রায় মাসাবধি কাল এইভাবে চলে।— (ক্ষণপরে) এই সময়ে ভাল সোনামুগের

শ্রীমা সকাশে

তিন

কাল—ইং ৫ই নবেম্বর ১৯১৭।

স্থান—সাদা বাড়ী।

শ্রীমর উপদেশ-মত পত্নী ও বিধবা ৺ভগ্নীর সঙ্গে বাগবাজারে শ্রীমাকে প্রণাম করিয়া, বৈকালে লেখক সাদা বাড়ীতে আসিয়া দেখিল যে তিনি তখন জনৈক উড়িষ্যাবাসী বালক ভৃত্যের মুখে ঐ ভাষায় জগন্নাথদেবের গান শুনিতেছেন। লেখককে ইঙ্গিতে কুশাসনে বসিতে বলিলেন।

শ্রীম—(গান শেষে উদ্দেশ্যে "জয় প্রভু জগন্নাথ" বলিয়া প্রণামান্তে বালককে দেখাইয়া সহাস্যে) এ কেমন আজ আমাদের পুরী দর্শন করালে। নাই বা তীর্থে physically (স্থূলতঃ) যাওয়া হোল, ঘরে বসে চিন্তা করলেও সমান ফল হয়! (পরে বালককে) আচ্ছা, এবার তুমি তোমার কাজে যেতে পার! লেখক দেখিল যে প্রভু-ভৃত্যের 'কৃত্রিম' ব্যবধান মুছিয়া গিয়াছে। সলজ্জ বালক প্রণাম করিয়া দ্রুত প্রস্থান করিল।

শ্রীম—(লেখককে লক্ষ্য করিয়া) এবার আপনার কথা বলুন। মা ঠাক্রুণের বিষয়ে মেয়েরা কি বলেন?

লেখক—ওরা তো রাত দিন মায়ের কথা নিয়ে মেতে রয়েছে। দিন গুণছে কবে কার্ত্তিক সংক্রান্তি হবে। আবার ওরা আপনার কথাও আলোচনা করছে, যেমন "আপনারা মা ঠাকরুণকে দর্শন করে এলেন

শ্রীম মৃদুহাস্যে বলিলেন, ওর জন্যে আপনারা বৃথা কষ্ট করছেন কেন? যতটা সম্ভব নিজের কাজ নিজে করে নোয়াই ভাল। 'সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্'। আর জানেন তো ইংরাজীতে আছে,—'Selfhelp is the best help'—(স্বাবলম্বনই উৎকৃষ্ট পথ)।

ভক্ত—কিন্তু এ কাজে যদি আমাদের একটু সুখ হয়, তাতে আপনি বাধা দেবেন?

শ্রীম—(আচমনান্তে ভক্ত নাগকে মৃদুহাস্যে) দেখুন, এবার আপনার বাড়ী যাওয়াই উচিত। অনেক দূরও যেতে হবে। আর বেশী রাত করলে বাড়ীতে গোলমালও বাঁধবে! (হাস্য)।

নাগ—(সহাস্যে) ওতো লেগেই আছে। আপনার কাছ থেকে কাল একটু বেশী রাত্তিরে বাড়ী গেলে যখন মা জিজ্ঞাসা করলেন—'কে হরেন্দ্র আইলে?' আমি গম্ভীরভাবে জবাব দিলাম—'হ ক্যানে?' আমার ঐ ভাব দেখে তিনি আর বিশেষ কিছু বললেন না। (হাস্য)

শ্রীম (সহাস্যে)—বটে! তবে আপনি বাড়ী না গেলে হয়ত বাড়ীর মেয়েরাও খান না। এতে ওদের কষ্ট হয়। আজ আর রাত করবেন না।

নাগ—আপমি যখন বলছেন তখন আর কথা চলে না। (প্রণামান্তে বিদায়)।

শ্রীম—(ধীরভাবে) উনি বেশ সরল, আরাম ভক্ত। প্রতি বৎসর পয়লা জানুয়ারীতে উনি দেশে ঠাকুরের উৎসব করেন। প্রায় পাঁচ সাতখানি গ্রামের লোক—তা প্রায় হাজার দেড়েক থেকে দু হাজার ভক্ত সমাগম হয়। আমাদের মা ঠাকরুণের আশীর্ব্বাদী পত্রও যায়। স্ত্রী-ভক্তেরা ঠাকুরের কথা আলোচনা করতে করতে কুটনো কোটেন। পুরুষ-ভক্তেরা ঠাকুরের গান ও কথা নিয়ে কাজ করেন। প্রায় মাসাবধি কাল এইভাবে চলে। (ক্ষণপরে) এই সময়ে ভাল সোনামুগের

শ্রীমা সকাশে

তিন

কাল—ইং ৫ই নবেম্বর ১৯১৭।

স্থান—সাদা বাড়ী।

শ্রীমর উপদেশ-মত পত্নী ও বিধবা ৺ভগ্নীর সঙ্গে বাগ-বাজারে শ্রীমাকে প্রণাম করিয়া, বৈকালে লেখক সাদা বাড়ীতে আসিয়া দেখিল যে তিনি তখন জনৈক উড়িষ্যাবাসী বালক ভৃত্যের মুখে ঐ ভাষায় জগন্নাথদেবের গান শুনিতেছেন। লেখককে ইঙ্গিতে কুশাসনে বসিতে বলিলেন।

শ্রীম—(গান শেষে উদ্দেশ্যে "জয় প্রভু জগন্নাথ" বলিয়া প্রণামান্তে বালককে দেখাইয়া সহাস্যে) এ কেমন আজ আমাদের পুরী দর্শন করালে। নাই বা তীর্থে physically (স্থূলতঃ) যাওয়া হোল, ঘরে বসে চিন্তা করলেও সমান ফল হয়! (পরে বালককে) আচ্ছা, এবার তুমি তোমার কাজে যেতে পার! লেখক দেখিল যে প্রভু-ভৃত্যের কৃত্রিম ব্যবধান মুছিয়া গিয়াছে। সলজ্জ বালক প্রণাম করিয়া দ্রুত প্রস্থান করিল।

শ্রীম—(লেখককে লক্ষ্য করিয়া) এবার আপনার কথা বলুন। মা ঠাকুরুণের বিষয়ে মেয়েরা কি বলেন?

লেখক—ওরা তো রাত দিন মায়ের কথা নিয়ে মেতে রয়েছে। দিন গুণছে কবে কার্ত্তিক সংক্রান্তি হবে। আবার ওরা আপনার কথাও আলোচনা করছে, যেমন "আপনারা মা ঠাকরুণকে দর্শন করে এলেন

তাই আপনাদেরও দেখবার ইচ্ছে হোল।"* ওরা এখানেও আসতে চায়।

শ্রীম—(গাঢ়স্বরে) "তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রাণিতে প্রাণিতং জগৎ।" ঐ যোগিজন-দুর্ল্লভ পদে প্রণাম করলে সর্ব্বতীর্থের ফল লাভ হয়। এখানকার কথা থাক বরং ওখানকার কথা ও ঘটনা বলুন। (ধীরস্বরে) দীক্ষার বিষয়ে স্মরণ মনন করা খুব ভাল। শুধু দীক্ষা নিলে কিছু হয় না। দীক্ষার পর গুরুর উপদেশ মত কাজ করে ধর্ম্মজীবন গড়া উচিত। একটা চলিত কথায় আছে—"ভগবান্, গুরু, বৈষ্ণব এ তিনের দয়া হোল, একের (কিনা মনের) দয়া বিনা জীব ছারে খারে গেল।" (ক্ষণ পরে) সেদিন মেয়েরা যখন বাগবাজারে গেলেন তখন মা ঠাকরুণ কি করছিলেন ও পরে কি কথা বললেন, সব বলুন।

লেখক—আজ্ঞে, মেয়েরা ওপরে গিয়ে শুনলে যে তখন উনি কলঘরে গেছেন। ফিরে আসতেই প্রণাম করায় উনি অতি মিষ্ট ভাবে বললেন "দাঁড়াও মা, আগে ভিজে কাপড়টা ছাড়ি।" পরে সামনের বারাণ্ডায় বসে উনি নানা কথা জিজ্ঞাসা করলেন—বাড়ী কোথায়, সংসারে কে কে আছে, কর্ত্তা কি করে, আয় কেমন ইত্যাদি। ইতিমধ্যে অনেক স্ত্রী ভক্ত এসেছেন, কারো হাতে সন্দেশ, কেউ এনেছেন ফুলের মালা ও একটি বুড়ী দুপয়সার বাতাসা। সমস্তই ঠাকুরের সামনে পূজার থালায় রাখা হল। পরে যখন মা পূজার জন্য আসনে বসেন তখন ফুলের মালায় মিষ্টির রস লেগে পিঁপড়ে ধরেছে দেখে বললেন, "এই মাথা খেয়েছে আমার! ফুলের মালায় পিঁপড়ে ধরেছে। ওঁকে কামড়াবে যে!" এতে রাধুর মা ননদ হিসেবে ঠাট্টা করলেও তিনি মৃদু হাস্যে ঐ পিঁপড়ে

*ঐ দিন বাগবাজারে মাকে প্রণাম করিয়া গৃহে ফিরিবার পথে লেখক আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে সাদা বাড়ীর নিকট গাড়ী দাঁড় করাইয়া উপরে শ্রীমর নিকট সংবাদ দিয়া মহিলাদের দর্শন কামনা জানাইলে, তিনি ব্যস্তভাবে নীচে নামিয়া গাড়ীর নিকট আসিয়া উক্ত কথাটি বলিয়াছিলেন।

কেটে দিলেন। ঐ শ্রীঅঙ্গের যে যে অংশ ভারতের যে যে স্থানে পতিত হয়েছে, তাহাই পুরে এক এক মহা পীঠস্থানে পরিণত হয়েছে। কালীঘাটে দেবীর কড়ে আঙ্গুলটির পূজা হয়। (ক্ষণপরে) মহাদেবের যখন জ্ঞান হোল যে তাঁর কাঁধে আর সতীর দেহ নেই, তখন তিনি একস্থানে ধ্যান করতে বসে গেলেন। কত মাস, কত বর্ষ, একাধিক্রমে তাঁর কঠোর তপস্যা চললো। এতে জগৎকার্য্য অচল হওয়ায় বিষ্ণু নারদ ঋষিকে সংবাদ নিতে পাঠান। (একটু থামিয়া) এই গানে যেন সেই ছবি মনে করিয়ে দেয়। বীণাযন্ত্রে হরিগুণ গান করতে করতে হিমালয় থেকে নেমে নারদ ধ্যানমগ্ন মহাদেবের কাছে আসছেন। (লেখককে)—এই গানটি শিখে রাখুন, এর পর কাজ দেবে।

একটি গানে এত ভাব, সকলে ঐ বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন। এই সময় প্রতিবেশী গৃহে সন্ধ্যার শঙ্খধ্বনি শুনিয়া, আলো ও ধূপের কাটি জ্বালাইয়া ঐ ঘরের পটগুলিকে দেখাইয়া প্রণাম করা হইল। সকলে নিঃশব্দে ইষ্ট-মন্ত্র জপিতে মগ্ন হইলেন। জপশেষে, ট্রেণের সময় বেশী নাই জানিয়া বন্ধুদ্বয় সহ ভক্ত রায় বিদায় লইলেন। পুরাতন ভক্তগণও একে একে আসিয়া জুটিলেন।

শ্রীম—(ধীরভাবে) অবতারের সময়ে জন্মান ভারি chance (দুর্লভ সৌভাগ্য)। একটু চেষ্টা করলেই তাঁর কৃপালাভ হয়। তাই ঠাকুর বলতেন —"কৃপা বাতাস সব সময়েই বইছে, পালটা তুলে দিলেই হয়ে গেল। অবতার এলে উঠানেই এক বাঁশ জল।" ঠাকুর চলে গেছেন বটে, কিন্তু তিনিই এখন মা ঠাকরুণের মধ্য দিয়ে লীলা করছেন! তিনিই এখন ঐরূপে দর্শন দিয়ে সকলকে কৃতার্থ করছেন। তিনি কত অমূল্য রত্নই না সকলকে দান করছেন।

ভক্ত—সমুদ্রের ন্যায় গুরুও রত্নাকর!

শ্রীম—(শান্তভাবে) সমুদ্রকে দূর থেকে দেখলে বড় গম্ভীর, বড় ভীষণ বলে বোধ হয়। কিন্তু তার তীরের কাছে বসলে, যখন ঢেউগুলো বালির ওপর দিয়ে চলে এসে গায়ে লাগে, তখন বড় আরাম

তাই আপনাদেরও দেখবার ইচ্ছে হোল।"* ওরা এখানেও আসতে চায়।

শ্রীম—(গাঢ়স্বরে) "তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রাণিতে প্রাণিতং জগৎ।" ঐ যোগিজন-দুর্ল্লভ পদে প্রণাম করলে সর্ব্বতীর্থের ফল লাভ হয়। এখানকার কথা থাক বরং ওখানকার কথা ও ঘটনা বলুন। (ধীরস্বরে) দীক্ষার বিষয়ে স্মরণ মনন করা খুব ভাল। শুধু দীক্ষা নিলে কিছু হয় না। দীক্ষার পর গুরুর উপদেশ মত কাজ করে ধর্ম্মজীবন গড়া উচিত। একটা চলিত কথায় আছে—"ভগবান্, গুরু, বৈষ্ণব এ তিনের দয়া হোল, একের (কিনা মনের) দয়া বিনা জীব ছারে খারে গেল।" (ক্ষণ পরে) সেদিন মেয়েরা যখন বাগবাজারে গেলেন তখন মা ঠাকরুণ কি করছিলেন ও পরে কি কথা বললেন, সব বলুন।

লেখক—আজ্ঞে, মেয়েরা ওপরে গিয়ে শুনলে যে তখন উনি কলঘরে গেছেন। ফিরে আসতেই প্রণাম করায় উনি অতি মিষ্ট ভাবে বললেন "দাঁড়াও মা, আগে ভিজে কাপড়টা ছাড়ি।" পরে সামনের বারাণ্ডায় বসে উনি নানা কথা জিজ্ঞাসা করলেন—বাড়ী কোথায়, সংসারে কে কে আছে, কর্ত্তা কি করে, আয় কেমন ইত্যাদি। ইতিমধ্যে অনেক স্ত্রী ভক্ত এসেছেন, কারো হাতে সন্দেশ, কেউ এনেছেন ফুলের মালা ও একটি বুড়ী দুপয়সার বাতাসা। সমস্তই ঠাকুরের সামনে পূজার থালায় রাখা হল। পরে যখন মা পূজার জন্য আসনে বসেন তখন ফুলের মালায় মিষ্টির রস লেগে পিঁপড়ে ধরেছে দেখে বললেন, "এই মাথা খেয়েছে আমার! ফুলের মালায় পিঁপড়ে ধরেছে। ওঁকে কামড়াবে যে!" এতে রাধুর মা ননদ হিসেবে ঠাট্টা করলেও তিনি মৃদু হাস্যে ঐ পিঁপড়ে

*ঐ দিন বাগবাজারে মাকে প্রণাম করিয়া গৃহে ফিরিবার পথে লেখক আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে সাদা বাড়ীর নিকট গাড়ী দাঁড় করাইয়া উপরে শ্রীমর নিকট সংবাদ দিয়া মহিলাদের দর্শন কামনা জানাইলে, তিনি ব্যস্তভাবে নীচে নামিয়া গাড়ীর নিকট আসিয়া উক্ত কথাটি বলিয়াছিলেন।

কেটে দিলেন। ঐ শ্রীঅঙ্গের যে যে অংশ ভারতের যে যে স্থানে পতিত হয়েছে, তাহাই পরে এক এক মহা পীঠস্থানে পরিণত হয়েছে। কালীঘাটে দেবীর কড়ে আঙ্গুলটির পূজা হয়। (ক্ষণপরে) মহাদেবের যখন জ্ঞান হোল যে তাঁর কাঁধে আর সতীর দেহ নেই, তখন তিনি একস্থানে ধ্যান করতে বসে গেলেন। কত মাস, কত বর্ষ, একাধিক্রমে তাঁর কঠোর তপস্যা চললো। এতে জগৎকার্য্য অচল হওয়ায় বিষ্ণু নারদ ঋষিকে সংবাদ নিতে পাঠান। (একটু থামিয়া) এই গানে যেন সেই ছবি মনে করিয়ে দেয়। বীণাযন্ত্রে হরিগুণ গান করতে করতে হিমালয় থেকে নেমে নারদ ধ্যানমগ্ন মহাদেবের কাছে আসছেন। (লেখককে)—এই গানটি শিখে রাখুন, এর পর কাজ দেবে।

একটি গানে এত ভাব, সকলে ঐ বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন। এই সময় প্রতিবেশী গৃহে সন্ধ্যার শঙ্খধ্বনি শুনিয়া, আলো ও ধূপের কাটি জ্বালাইয়া ঐ ঘরের পটগুলিকে দেখাইয়া প্রণাম করা হইল। সকলে নিঃশব্দে ইষ্ট-মন্ত্র জপিতে মগ্ন হইলেন। জপশেষে, ট্রেণের সময় বেশী নাই জানিয়া বন্ধুদ্বয় সহ ভক্ত রায় বিদায় লইলেন। পুরাতন ভক্তগণও একে একে আসিয়া জুটিলেন।

শ্রীম—(ধীরভাবে) অবতারের সময়ে জন্মান ভারি chance (দুর্লভ সৌভাগ্য)। একটু চেষ্টা করলেই তাঁর কৃপালাভ হয়। তাই ঠাকুর বলতেন —"কৃপা বাতাস সব সময়েই বইছে, পালটা তুলে দিলেই হয়ে গেল। অবতার এলে উঠানেই এক বাঁশ জল।" ঠাকুর চলে গেছেন বটে, কিন্তু তিনিই এখন মা ঠাকরুণের মধ্য দিয়ে লীলা করছেন। তিনিই এখন ঐরূপে দর্শন দিয়ে সকলকে কৃতার্থ করছেন। তিনি কত অমূল্য রত্নই না সকলকে দান করছেন।

ভক্ত—সমুদ্রের ন্যায় গুরুও রত্নাকর।

শ্রীম—(শান্তভাবে) সমুদ্রকে দূর থেকে দেখলে বড় গম্ভীর, বড় ভীষণ বলে বোধ হয়। কিন্তু তার তীরের কাছে বসলে, যখন ঢেউগুলো বালির ওপর দিয়ে চলে এসে গায়ে লাগে, তখন বড় আরাম

পাওয়া যায়! দূর থেকে কেবল তার গর্জ্জনই শোনা যায়, কিন্তু কাছে থাকলে মাঝে মাঝে কত কি রত্ন সে তীরে ছুঁড়ে দেয়, দেখতে পাওয়া যায়! শুধু তার ঢেউ গুণলে কি হবে? মণি মুক্তাও কুড়োতে হবে! ঠাকুরের কাছে বসে আমরা যে কত অমূল্য জিনিষ পেয়েছি তার ইয়ত্তা নেই!

এই সময় জনৈক ভক্ত (বড় নলিনী) দক্ষিণেশ্বর হইতে ৺ভবতারিণীর প্রসাদ আনিয়া দিলে, উনি ভক্তিভাবে মস্তকে স্পর্শ করাইলেন ও তারপর গৃহমধ্যে আলো আনাইয়া উহা দর্শন ও কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া সকলকে বিতরণ করিলেন। জনৈক ভক্তের হস্ত হইতে সন্দেশের অংশ ভূমে পড়িলে, ঐ স্থান জলদ্বারা ধুইতে বলিলেন!

শ্রীম—(ধীরস্বরে) প্রসাদ মানে কি জানেন? যাতে পূর্ব্ব-সংস্কার নষ্ট হয়—যাতে মন শান্ত হয়। প্রসাদ খাবার সময় মনে মনে ভাবা উচিত—'এতে যেন আমার জন্মজন্মান্তরীণ মন্দ সংস্কারের বাণ্ডিল নষ্ট হয়!'

জিতেন সেন*—মশায়, অত শত ভাবিনা। 'প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যম্' করি! (হাস্য)

শ্রীম—(মৃদুহাস্যে) উচিতও তাই। তবে ঐ সঙ্গে ঐ কথাও ভাবা উচিত। মন শুদ্ধ হলে, কামভাব দূর হলে, তবে এ সব ধারণা হয়।

জিতেন সেন—কিন্তু ঐ পাঁচের প্যাঁচে পড়ে সব গোল হয়ে যায়। (হাস্য)

শ্রীম—(সহাস্যে) সত্যি কথা! (ক্ষণপরে) বিশেষতঃ কামের তাড়নায় সবাই অস্থির! লিঙ্গ যোনিকে টানে, আবার যোনি লিঙ্গকে টানে। পরস্পরের এই আকর্ষণ না থাকলে সৃষ্টিকার্য্য চলে না। (পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া) ঠাকুর নিজ মুখে বলেছেন—"এক সময়

---

*এই ভক্তটি বয়সে প্রবীণ হওয়া সত্ত্বেও মনে নবীন থাকায় শ্রীমর প্রিয়পাত্র ছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্টে তিনি Bench clerk-এর কার্য্য করিতেন। তাঁর সরস সরল অতি সাধারণ কথা হইতে সকলে শ্রীমর নিকট হইতে গভীর তত্ত্বকথা শুনিতে পাইতেন। বর্ত্তমানে দেহরক্ষা করিয়াছেন।

আমার মনেও কামভাব এসেছিল।” যদিও এটা একেবারে অসম্ভব, কারণ সব সময়েই তাঁর মনটি অনন্তে যুক্ত থাকতো! সংসারী ব্যক্তিদের সাহস দিতে তিনি বলতেন—“আমার সাধ্য কাম জয় করা? মা, দয়াকরে ওটা টেনে রেখেছেন।” স্ত্রী বার আনার ওপর মন কেড়ে নেয়!

এই সময় ভক্ত কার্ত্তিক ডাক্তার Pottery works-এ প্রস্তুত একটি ছোট সাদা ঠাকুরের মূর্ত্তি আনিলেন। সকলে উহা সাগ্রহে দেখিতে লাগিলেন। ঘরের দ্বারে দুগ্ধ ও খই লইয়া ভৃত্য যখন ডাকিল—‘বাবু’, তখন সকলের চমক ভাঙ্গিল। রাত্রি ১০টায় সকলে প্রণামান্তে অন্যবার মত বিদায় লইল। উপরে সিঁড়ির নিকট দাঁড়াইয়া, হ্যারিকেন আলোটি উঁচু করিয়া উনি ভক্তগণের অন্ধকারের অসুবিধা দূর করিলেন।

পথে গমন কালে ভক্তমনে উঠিল—শেষের সেই দিনে, আঁধার ঘেরা জীবন পথে যেন আলো পাই। কবি গ্যেটে অন্তিম কালে ব্যাকুল-কণ্ঠে কেন বলিয়াছিলেন—“Light more light, O Holy Angel!” (আলো দাও, আরো আলো দেখাও, পবিত্র স্বর্গ-দূত)! কে বলিয়া দিবে, কেন?

দীক্ষার দিনে সাবধান বাণী

চার

ইং—১৫ই নভেম্বর ১৯১৭ সাল।

স্থান—সাদা বাড়ী।

আজ কার্ত্তিক সংক্রান্তি। কার্ত্তিক পূজা। এই শুভদিনের প্রাতে লেখকের মহাভাগ্যোদয় হইল। চির কল্যাণকামী শ্রীম-কৃপায় সে সপরিবারে পরমারাধ্যা শ্রীমার কৃপালাভে ধন্য হইল। মধ্যাহ্নে শ্রীসারদানন্দজী, শ্রীবিলাস, শ্রীরাসবিহারী প্রভৃতি সাধুগণের সহিত শ্রীমার অন্ন প্রসাদ পাইয়া অতি প্রফুল্লমনে গৃহে ফিরিল। বৈকালে সাদা বাড়ীর দ্বিতলে আসিয়া সে শ্রীমকে প্রণাম করিয়া সম্মুখে কুশাসনে বসিল। ঐ সময় তিনি মনিঅর্ডার ফর্ম্ম লিখিতে ব্যস্ত ছিলেন। পরে জানা যায় মাসান্তে সাধুসেবা ও ঠাকুর পূজার জন্য কনখল, অদ্বৈত মঠ প্রভৃতি স্থানে তিনি মাসিক অর্থ পাঠাইতেন।

শ্রীম—(লেখা শেষে ফর্ম্মগুলি টেবিলের উপর সযত্নে রাখিয়া স্নিগ্ধস্বরে) এই আপনারই কথা আজ মাঝে মাঝে মনে পড়ছিল! তাহলে আজ মা ঠাকরুণের কেমন দয়া পেলেন তাই একটু শোনান। আপনারা আজ ওখানে যখন গেচলেন, উনি তখন কি করছিলেন, পরে কি হোল সব কথা বলুন।

লেখক—(বিনীত ভাবে) আজ্ঞে, আপনার দয়াতেই এই অসম্ভব সম্ভব হোল। আপনার নির্দ্দেশমত আজ সকলে রাতি ৪টায় উঠে স্নানাদি সেরে, বাগবাজারে ৬৷৹টার মধ্যে যাই।

শ্রীম—(সানন্দে) বেশ করেছেন! এসব ব্যাপারে বেশি দেরী করা ঠিক নয়। একটা ব্যাকুল ভাব থাকা চাই। তার পর?

লেখক—মাকে প্রণাম করলে উনি বলেন—"কাল থেকে শরীরটা ভাল নেই, তা তোমরা যখন এসে পড়েছ, একটু বোস, আমি গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে আসি।" এইকথা শুনে (স্বর্গীয়া) গোলাপ মা (শ্রীমা সেবিকা) বললেন অবাক মা, এই না তোমার কাল জ্বর হয়েছিল? ওরা না হয় আর একদিন আসবে। এতে মা বলেন—"আহা অনেক আশা করে এসেছে। আজই মন্ত্র দেওয়া হবে। আর নাইলে আমার বিশেষ কিছু হবে না।" এ কথায় সকলেই চুপ। কিছুপরে স্নান সেরে মা আমাকে নীচে থেকে ডেকে পাঠালেন।

শ্রীম—(কোমল কণ্ঠে) আহা! কি স্নেহময়ী! তার পর?

লেখক—ইতিমধ্যে ফলফুল মিষ্টান্নাদি যা পূজার জন্য বাড়ী থেকে নিয়ে যাওয়া হয়, সেসব ঠাকুরের সামনে সাজান হয়েছে। একটি আসনে মা বসে পূজা করেন পরে নিকটের শূন্য আসনে বসবার জন্যে আমাকে ডাকলেন। কিন্তু বিধবা ভগ্নীকে আগাইয়া দিয়া আমি ঐ ঘরের এক স্থানে বসে সব দেখলাম। ভগ্নী প্রণাম শেষে উঠিলে, আমাকে ডাকলেন, কিন্তু স্ত্রীকে পাঠাতে ইচ্ছা করলে মা বলেন—"স্বামীর আগে স্ত্রীর দীক্ষা তো হয় না তোমার হয়ে গেলে, পরে ওরও হবে।"

শ্রীম—ঠিক কথা! (স্থিরভাবে লক্ষ্য করিয়া) তার পর?

লেখক—মায়ের পাশে আসনে বসিলে গঙ্গাজলে আচমন করে দশবার গায়িত্রী জপ করতে বলেন। পরে অতি নিম্নস্বরে বীজমন্ত্র দান করেন ও কি ভাবে উহা জপ করতে হবে তাও নিজের করাঙ্গুলিতে দেখিয়ে দেন। হ্যাঁ, দীক্ষার আগে মা জিজ্ঞাসা করেন—তোমরা কি? ইতস্তত ভাব দেখে নিজেই বলেন—'ও বুঝেছি, শাক্ত। (দেওয়ালে মা কালীর তৈল চিত্র দেখিয়ে) বলেন 'ঐ তোমার ইষ্ট' আর সম্মুখে সিংহাসনে ঠাকুরের ফটো দেখিয়ে—"ঐ তোমার গুরু, এবার প্রণাম কর।" পরে স্ত্রীকে কৃপা করে মা গম্ভীর ভাবে বল্লেন—"আজ থেকে তোমাদের নরপশু জন্ম ঘুচে গেল! আর তোমাদের সব পাপের ভার নিলুম!"

(পরে মৃদুহাস্যে)—বৌমা বোধহয় জপের নিয়ম ভুলে যাবে। দেখিয়ে দিও !"

শ্রীম—(উল্লসিত স্বরে) ধন্য ! ধন্য ! আজ জগন্মাতার কৃপা পেলেন ! দেখলেন, কেমন আশীর্ব্বাদ করলেন ! আপনাদের পুণ্যের ভাগ না নিয়ে পাপের বোঝা নিলেন ! অতএব সাবধান, ভবিষ্যতে এমন কোন কাজ যেন না করা হয় যাতে ওঁর কষ্ট হয়। (পরে,) কিছু দিয়ে প্রণাম করলেন ?

লেখক—আজ্ঞে, প্রত্যেকে পাঁচ টাকা ও একখানি গরদের সরুপাড় ধুতি দিয়ে মাকে প্রণাম করা হয়। কিন্তু তিনি ঐ সমস্তই নীচে শরৎ মহারাজের কাছে পাঠিয়ে দেন, কিছুই নিজের কাছে রাখলেন না। স্ত্রী যখন জিজ্ঞাসা করে যে বেনারসী পরে কি দীক্ষা নিতে হবে ? তখন উনি বলেন, "যাদের ঐ কাপড় নেই, তাদের কি দীক্ষা হবে না ?"

শ্রীম—(ধীরভাবে) ঠিক কথা ! উনি তো আর অর্থকে বড় করেন নি। গুরু কে জানেন ? গুরু হচ্ছেন স্বয়ং শ্রীভগবান। যিনি স্বর্গে ছিলেন তিনিই অহেতুকী কৃপাসিন্ধু রূপে জীবের মোহ দূর করতে নর জন্ম গ্রহণ করলেন। সাধক তাঁকে ইষ্টরূপে সম্মুখে দেখতে পেয়ে মনে মনে ভাবে জন্মজন্মান্তরের সুকৃতি ফলে সেই তাঁকেই সম্মুখে পেয়ে ধন্য হলাম। দেহান্তে আবার তিনিই ভবকাণ্ডারী রূপে শিষ্যের জন্য পরপারে অপেক্ষা করেন। তিনি যে কৃপাসিন্ধু ! (পরে গাঢ়স্বরে) যার যত গুরুবাক্যে বিশ্বাস, মুক্তি তার ততো করতলগত !

লেখক—(কুণ্ঠিত ভাবে) কিন্তু আজই ঐ পবিত্র স্থানে বসে মন্দ কাজ করেছি। আমার স্বভাব দোষে, বৃথা অহংকারবশে সাধুকে তাচ্ছিল্য করে তাঁর মনে কষ্ট দিয়েছি-বলা সত্ত্বেও যখন তিনি উপরে মার নিকট সংবাদ পাঠাননি ! আশীর্ব্বাদ করুন, যেন এ মন্দ স্বভাব দূর হয়।

শ্রীম—ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করুণ। আন্তরিক হলে তিনি শুনবেন।

দিনের আলো ক্রমশঃ নিভিয়া আসিতেছে। পক্ষীদল নীড়ে কলরব

মুখর। দূরে প্রতিবেশীর গৃহে পূজার কাঁসর বাজিল। হ্যারিকেন আলো ও ধূপের একটি কাঠি জ্বালাইয়া ঐ গৃহের পট গুলিকে প্রণাম করা হইল। দেওয়াল গাত্রে লম্বিত বাঁধান মহাপ্রভুর ফটো নীচে বীরাসনে বসিয়া শ্রীম নীরবে ইষ্টমন্ত্র জপিবার পূর্ব্বে বলিলেন, আজ দীক্ষার প্রথম দিন। শ্রীগুরু আদেশ পালন করুন! ইতি মধ্যে একে একে পুরাতন ভক্তগণে ঘরটি পূর্ণ হইল।

শ্রীম—(জপান্তে সহাস্যে) এই যে আপনারাও সব এসে গেছেন! পরে মধুর কণ্ঠে গুণ গুণ স্বরে গাহিলেন—রাজা রামকৃষ্ণের গানের দুইটি কলি—

"এ দেহ আপনার নয় রিপুর বসে চলে,
আনরে ভোলা জপের মালা ভাসি গঙ্গাজলে॥"

ভক্ত সেন—হ্যাঁ, মশায় আমাদের কিছুতেই ধারণা হয় না কেন?

শ্রীম—(শান্তস্বরে) ইন্দ্রিয় গুলোর কাজই হচ্ছে সমস্ত গোলমাল করে দেওয়া। ভগবানের কার্য্যে তাদের লাগাতে পারলেই সুফল হয়। রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, ঘ্রান প্রভৃতির মোড় ফিরিয়ে দিতে হয়। (ক্ষণ পরে) যেমন এই চোখ দিয়ে আজ বাজে ছবি না দেখে ভগবানের মূর্ত্তি বা ছবি দেখা, কান দিয়ে তাঁর নাম গুণ গান কীর্ত্তন শোনা, জিভ দিয়ে প্রসাদ খাওয়া, দেহ দিয়ে গুরু ও সাধু সেবা করা। আবার নাক দিয়ে শ্বাস প্রশ্বাসের গতি স্থির করলে কুলকুণ্ডলিনী জাগরিতা হন। যোগীরা প্রাণায়াম বায়ুর দ্বারা বায়ু ঠিক করে ভিতরে চৈতন্য শক্তি জাগরিত করেন। (মৃদু হাস্যে) যদি এ সব না করা হয় তাহলে ওরাও স্বকার্য্য করবে আর মানবকে অবনতির পথে টেনে নিয়ে যাবে।

ডাক্তার—তাহলে ভগবানের শরণাগত হলে আর বিপদের কোনও সম্ভাবনা থাকে না?

শ্রীম—(সহাস্যে) ঠিক কথা। তাই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলেন 'মামেকং শরণং ব্রজ'। তিনি আরও বলেন 'এ কথা কি যাকে তাকে বলা যায়? এ অতি গুহ্য কথা! তুমি আমার অতি প্রিয় তাই

তোমাকে বললাম'। তাঁর আর একটি উপদেশ আছে। যখন জগতে কিছু কাজ না করে থাকবার যো নেই তখন কোন ফলাকাঙ্খা না করে নিস্কাম ভাবে কাজ করলে শান্তি লাভ হয়। (একটু থামিয়া, ধীর স্বরে) তাই ঠাকুর ও বলতেন "সংসারে থাকবে যেন বড় লোকের বাড়ীর দাসীর মত! বাবুর ছেলেকে আদর করছে বটে, কিন্তু মন পড়ে আছে দেশে নিজের ছেলের উপর।" উনি আরও বলে গেছেন' "ওদের দেখাবে যেন কত আপনার লোক। কিন্তু মনে মনে জানবে যে তুমিও তাদের কেউ নও, আর এরাও তোমার কেও নয়।" (ঈষৎ গম্ভীর ভাবে) এ সংসারটা যেন পান্থশালা। দুদিনের জন্য সব এসে একত্রে জুটেছে পরে যে কখন কে কোথায় চলে যাবে তার কিছুই স্থিরতা নেই।

ভক্ত সেন—ঠিক যেন একটা halting station—কোন একটা ষ্টেসনে গাড়ী ক্ষণিকের জন্য থেমেছে, কিন্তু যাত্রা শেষ হয় নি।

শ্রীম—(মৃদু হাস্যে) হ্যাঁ, যেমন সন্ধ্যাকালে একটা বড় বটগাছে নানাদিক থেকে হরেক রকমের পাখী এসে জুটল। রাত পোয়াল, ফরসা হোল, তারা সব ভিন্ন ভিন্ন দিকে উড়ে চলে গেল। আবার যে কখনও তারা এ রকম ভাবে মিলবে তার কোন আশাও নেই!

ভক্তগণ সংসারের নশ্বরতা বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন। সকলের অন্তর প্রদীপ জ্বলিতেছে। সকলে সেই এক পরম সুন্দরের রাজ্যে গিয়াছে।

মোহন—তাহলে এ মিথ্যা সংসারে বদ্ধ হয়ে থাকা কেন?

শ্রীম—(ধীরভাবে) সেটা কি ইচ্ছা করে ও দয়া করে করছেন নাকি? সবই তাঁর ইচ্ছায় হচ্ছে! কেউ সন্ন্যাসী, কেউ সংসারী। যার পেটে যেমন সয়। সাধারণের পক্ষে ভগবানের কার্য্য বোঝা শক্ত। কবিও বলেছেন O lord, inscruitable are thine ways (বুদ্ধির অগম্য রহস্য ভরা তব কার্য্য, প্রভু!)। (ক্ষণপরে, শান্তস্বরে) এই দুঃখ কষ্ট দিয়েই তিনি কি মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করেন, তাকি সবাই বুঝতে পারে? এই যে মধ্যে মধ্যে দুর্ভিক্ষ ও জলপ্লাবন প্রভৃতি হয়, বাহ্যত কত লোকের প্রাণনাশ হয়, কত ক্ষতি হয়, এ সবের মধ্যেও

তাঁর মঙ্গল হস্তের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়! তিনি এক ঢিলে পাঁচ পাখী মারেন! (একটু থামিয়া) এই জলপ্লাবনের বিষয়েই দেখুন না (দামোদর বন্যা) কত রকমের ভাল ভাল কাজ চলেছে। এক নম্বর, মেসের ছাত্ররা উপবাসী হয়ে বন্যা পীড়িতদের সাহায্যের জন্য দ্বারে দ্বারে গান গেয়ে, অর্থ, কাপড়, চাল প্রভৃতি সংগ্রহ করে, চাঁদা তুলে তাদের পাঠাচ্ছে। এতে ওদের চরিত্র গঠন হচ্ছে। দু নম্বর, দাতাদের দান করবার সুযোগ হচ্ছে। তিন নম্বর, রাজপুরুষদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ হচ্ছে। চার নম্বর, সৎকার্য্যের এমনি গুণ যে অন্য সাহায্যকারীর দল এসে যোগ দিচ্ছে।

ভক্ত—তাহলে উপায় কি ?

শ্রীম—(ধীরভাবে) ঠাকুর বলতেন "সংসারে রোগ নিত্যই লেগে আছে। তাই সাধুসঙ্গ করা বিশেষ আবশ্যক। আবার সুযোগ ও সুবিধা পেলেই তীর্থ স্থানে গমন করাও ভাল। গুরু বাক্যে বিশ্বাস থাকা চাই। (ঈষৎ গম্ভীর স্বরে) গুরুতে মনুষ্য জ্ঞান করা পাপ। গুরু হচ্ছেন ভগবানের করুণাঘন মূর্ত্তি। মানুষ সব সময় ভগবানকে দেখতে পায় না, তাই মাঝে মঝে তিনিই নেমে এসে মানুষের রূপ ধরে তাদের মত একজন হয়ে লীলা করেন। মানুষ তাঁর সঙ্গ করে, তাঁকে ভালবেসে তাঁর অবাধ ভালবাসার স্বাদ পেয়ে, তবেই ভগবানকে একটু বুঝতে পারে। (ক্ষণপরে) গীতার ভক্তিযোগ ব্যাখ্যাকালে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বললেন "আমাতেই মনসংযোগ করে থাকাই মানবের প্রধান কর্ম্ম। যারা তা পারে না তাদের পক্ষে মৎ-অভিমুখী কর্ম্ম করাই ভাল—যেমন যাগ যজ্ঞ ইত্যাদি করা। আর আমার শরণাগত হলে আমি তাকে সকল পাপ থেকে মুক্ত করি! (গাঢ় স্বরে) যে তেষ্টার জলের জন্যে লোকে ছট্‌ফট্ করছিল, অবতারের সময়ে উঠানেই এক বাঁশ জল পেয়ে গেল! ঠাকুরই এখন মা ঠাকরুণের মধ্য দিয়েই সকলকে কৃতার্থ করছেন! পরে আপন মনে মধুর ভাবে ঠাকুরের প্রিয় গীতের দুই কলি গাহিলেন—

"অন্তরে জাগিছ সদা অন্তর যামিনী
কোলে করে আছ শুয়ে (মোরে) দিবস যামিনী !"

শ্রীম—(গামছায় আনন্দাশ্রু মুছিয়া লেখককে লক্ষ্য করিয়া ধীরভাবে) —'এত আর পাতান সম্পর্ক নয়। বা, তিনি ওখানে আমি এখানে-এ ভাবও নয়। তিনি সদা অন্তরে আছেন। তিনি ভক্ত প্রসবিনী। আর হীন ও দুর্ব্বলদের জন্যই বেশী চিন্তা করেন। (ক্ষণপরে) ঠাকুরের কথায় আছে—"উঁচু জমিতে জল পড়লে নীচে গড়িয়ে পড়ে যায় কিন্তু নীচু জমিতেই জমে"। রামচন্দ্রকে সেবা করবার জন্য ব্যস্ত হলে তিনি গুহক রাজাকে বলেন 'আগে আমার অশ্ব দুটিকে বাতাস কর, ওরা আমাকে কষ্ট করে বহন করে এনেছে! ওদের যত্ন করলে আমি সুখী হব। মা ঠাকরুণের দ্বারী যাঁরা, তাঁদের উপর রাগ বা দুঃখ্য করতে নেই তাঁরা আগে ওঁর সুবিধা বা অসুবিধার প্রতি বেশী দেখবেন। ওঁদের প্রসন্ন করে ওঁকে দর্শন করতে হবে। (একটু থামিয়া সচ্ছস্বরে) গুরু ভক্তির বিষয় একটা গল্প আছে। একজন মাছ ধরে এনে বাড়ীতে এসে স্ত্রীকে বললে 'ঐ ছোট মাছটাই গুরুর বাড়ীতে পাঠিয়ে দাও'। (হাস্য) আর একজনের কাপড়ের দোকান ছিল। গুরুর কাপড়ের দরকার। তার স্ত্রীর তাগাদায় সে বললে 'একটা কাটা বা দাগী কাপড় হলে পরে তাকে দেওয়া হবে'। (হাস্য) (ক্ষণপরে ধীরভাবে) কিন্তু আর একটি গুরুভক্তির কথা মনে পড়ছে। জাতে সে গোয়ালা, একটি মাত্র গরু আছে। গুরু পুত্রের উপনয়নের জন্য সে নিজে দুধ না খেয়ে ও বিক্রি না করে, ঘি তৈরী করলে। পরে ঘি ও ঘুঁটে বেচে সব টাকা ও গরু নিয়ে গুরুর কাছে গেল। এই রকম, সামান্য প্রনামী পেয়ে গুরু অসন্তুষ্ট হয়ে বল্লেন 'এত কম আনার চেয়ে তোমার গঙ্গায় ডুবে মরা উচিৎ'! রাগ বা দুঃখ্য না করে, গুরু বাক্যে অচলা বিশ্বাস রেখে সে তখন গঙ্গায় ডুবতে গেল। ডুবজল আর কিছুতেই পাওয়া গেল না। গুরু বাক্য রক্ষার জন্য, সে গঙ্গা দেবীকে বিস্তর স্তব করলে। দেবী তাকে দর্শন দিলেন। ও বহু অলঙ্কারাদি দিলেন। সে ঐ সমস্তই গুরুকে

দিয়ে প্রণাম করলে। (পুনরায় থামিয়া গাঢ়স্বরে) গুরুর কাছে কি আজে বাজে জিনিস প্রার্থনা করতে আছে! তিনি যে অমৃতের ভাণ্ডার নিয়ে বসে আছেন! তাঁর পাদপদ্মে বসে থাকলে সংসারের ত্রিতাপ জ্বালা দূর হয়, সর্ব্বতীর্থের জললাভ হয়।

নীরব পবিত্রতার ব্যূহ মধ্যে স্থিরভাবে থাকিয়া ভক্তগণ এই সকল কথা চিন্তা করিতেছে। অজানা পথে পরম বন্ধুর মত তিনি পূর্ব্বাহ্নে দুর্গম-পথ জ্ঞানালোকে উজ্জ্বল করিতে রত। মায়ের ছেলেই জানে কি ভাবে ডাকার মত ডাকিলে মায়ের সাড়া পাওয়া যায়।

শ্রীম—(ক্লান্তি বশতঃ ডাক্তার নিদ্রায় মোহনের গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে দেখিয়া, সস্নেহে) আহা, সারা দিন খাটুনির পর দেহ আর পারছে না। কিন্তু ভগবানের কথা শোনবার জন্য কি ব্যাকুল ভাবে রোজ ছুটে আসেন। (কোমল কণ্ঠে) ডাক্তার বাবু, অনেক রাত হোল! আবার অনেক দূর য়েতে হবে (পূর্ব্ব ঘটনা স্মরণ করিয়া) ঠাকুরের সময়েও এই রকম ভাবে অধর বাবুও আসতেন। সারাদিন খেটে একটি গাড়ী ভাড়া করে রোজ দক্ষিণেশ্বরে এসে ঠাকরকে প্রণাম করতেন। কিছু পরেই মাদুরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন। গাড়ী অপেক্ষা করতো। কথা শেষে ঠাকুরই তাঁকে জাগিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দিতেন। যদ্দিন তিনি বেঁছে ছিলেন তদ্দিন নিত্য ঐরূপ করতেন। আহা, কি ভক্তি!

সেন—তাহলে এ বাজীটা তিনি ঘুমিয়েই জিতে গেলেন। (হাস্য)

শ্রীম—(সহাস্যে) সত্যই তাই। ভগবান মন দেখেন।

রাত্রি অধিক হওয়ায় ভক্তগণ প্রণামান্তে অন্যকার মত বিদায় লইলেন। পথে গমন কালে জনৈক ভক্তের মনে হইল পুরাতন জীবনের মরা খাতে নব-জীবনের বান ডাকিবে কি? পূর্ব্ব খাতে না বহিয়া এই নব প্রবাহ কি নব পথে ছুটিবে না? অনন্ত কৃপাময়ীর কি শুভেচ্ছা অপূর্ণ থাকিবে? আরও মনে পড়িল—

নিরাশার' আশা তুমি অকূলেতে কুল,
শোকেতে সান্ত্বনা বারি তুমি ভাঙ্গ ভূল।

শরতে—দুর্গোৎসবে

পাঁচ

ইং তাং—অক্টোবর মাস, ১৯১৮ সাল।

স্থান—ঠাকুর বাড়ী।

আশ্বিন মাস। শরৎ কাল। প্রকৃতি হাস্য বদনা। যেন সে নবসাজে সজ্জিতা হইয়া পূজার অর্ঘ্য ডালি ধরিয়াছে। আকাশ নীল, মেঘশূন্য।

আজ মহাষ্টমী। প্রাতে সস্ত্রীক বাগবাজারে শ্রীমাকে প্রণাম করিয়া, বৈকালে সে স্কুল বাড়ীর নিকট আসিয়া দেখিল যে ভক্তগণ সহিত শ্রীম প্রতিমা দর্শনে বাহির হইয়াছেন! দলটি চলিল প্রথমে পঞ্চানন ঘোষ লেনে। একটি বাড়ীর নীচে ঠাকুর দালানে দেবীকে প্রণামান্তে বেচুচ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীটে গমন কালে একটি সরু গলির মধ্য হইতে জনৈক গৃহস্থ বাড়ীতে ঢাকের বাদ্য শুনিয়া ব্যগ্রভাবে উনি তথায় আসিয়া দ্বার হইতে দেবী দর্শন করিলেন, পরে সিদ্ধেশ্বরী তলায় আসিয়া দেবীকে প্রণাম করিয়া বাহিরের চাতালে বসিলেন। কথা চলিল।

শ্রীম—(ধীর ভাবে) আজ মাকে বেশ মানিয়েছে। এই পূজোর সময় কলকাতা যেন বৈকুণ্ঠ পুরী হয়। প্রায় ঘরে ঘরে প্রতিমা। ইচ্ছা হয় একটা গাড়ী চড়ে পূজো দেখে বেড়াই। এসব দেখলে ভবেই উদ্দীপনা হয়। (ক্ষণপরে) আর দশমীর রাত্রিরে গঙ্গাঘাটে সাক্ষাৎ ধর্ম্ম যেন মূর্ত্তিরূপে আবির্ভূত হয়েছেন দেখতে পাওয়া যায়! (জনৈক ভক্তকে সস্নেহে) আপনাদের বাড়ীতে চল্লিশ বছর ধরে মার পূজো হচ্ছে। তা এবারও যেন নারকোল ছাবা প্রসাদ পাই! (হাস্য)

ভক্ত—(বিনীত ভাবে) আজ্ঞে, আমি নিজে ঐ প্রসাদ নিয়ে আসব।

শ্রীম—(পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া শান্ত স্বরে) একবার বিডন ষ্ট্রীটের কাছে একটি গলির ভেতর ছোট বাড়ীর নীচের তলায় কিছু দিন খুব ঘটা করে দশমহবিদ্যার পূজো হয়। অনেকে দেখতে যান। (লেখককে) ওখানে আপনার সঙ্গেও দেখা হয়। একদিন ওখানে বসে থাকবার সময় মনে হয়েছিল যে এই পূজোর ফটো তুলে রাখলে বেশ হয়! কালী, দুর্গা, তারা প্রভৃতি সব ঐ এক শক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ। আর পরমহংস-দেবকে পূজো করলেই মহাদেবকে পূজো করা হয়। (পুনরায় পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া) কামারপুকুর গ্রামে (ঠাকুরের জন্মস্থান) রায়-পুকুরে যে মেলা হয় সেখানে মা ঠাকরুণ যান ও মুড়ি ও শশা কিনে খান। তীর্থস্থানে গিয়ে অনেকে touch (স্পর্শ) নিতে ভাল বাসেন।

ভক্ত—যেমন কালীঘাটে অন্ততঃ এক পয়সার বেগুণি কিনে খাওয়া। (হাস্য)

শ্রীম (সহাস্যে) হ্যাঁ। আবার জয়রামবাটীতে (শ্রীমার জন্মভূমি) যে সর্ব্বমঙ্গলার মন্দির আছে, সেই দেবীকে আমাদের মা ঠাকরুণ জাগ্রতা করেছেন। অনেকে ওঁর কাছে মানত করে পূজো দেয়। দেবীর কৃপায় সর্ব্ব কামনা সিদ্ধ হয়। (দেবীদর্শনকারীগণের সুবেশ লক্ষ্য করিয়া মৃদু হাস্যে) এই রকম দিনে সকলে—মায় বাড়ীর ঝি চাকর পর্য্যন্ত ভাল কাপড় চোপড় পরে মাকে প্রণাম করতে এলে উনি খুব খুসী হন!

ভিড় বাড়িতেছে দেখিয়া পুনরায় দেবীকে প্রণামান্তে সকলে ঠাকুর বাড়ীর দিকে চলিলেন। অনেকে বিদায় লইলেন। দুই জন সঙ্গে চলিল। যথাসময়ে ঠাকুরবাড়ীতে আসিয়া উপরে ঠাকুরঘরে প্রণাম করিয়া নীচে বড় ঘরে বসিলেন। ক্রমে ক্রমে ডাক্তারাদি পুরাতন ভক্তগণ দেখা দিলেন।

শ্রীম—(লেখককে) এই পূজার তিন দিনের মধ্যে একদিন বাগবাজারে মা ঠাকরুণকে প্রণাম করতে গেলে বেশ হয়। কেবল বিজয়ার দিন, নিরঞ্জনের দিনে, যাওয়া ঠিক নয়।

লেখক—আজ্ঞে, আজ সকালে ওঁকে সকলে প্রণাম করে এসেছি।

শ্রীম—(সহাস্যে) বেশ করেছেন। আজ এই শুভদিনে গুরু দর্শন করে খুব ভাল কাজ করেছেন। ওঁর বিষয় কিছু বলুন না।

লেখক—আজ্ঞে, বাড়ীতে রান্না বান্না সেরে মেয়েরা বেলা ১০টাতে বাগবাজারে যায়। উনি তখন ছাদে রোদ্দুরে বসে নিজেই পায়ে বাতের জন্য তেল মালিশ করছিলেন। ভগ্নী ওঁর পদ সেবা করছে দেখে স্ত্রীর মনে কষ্ট হওয়ায় মা বলেন—"ছোট ছেলে পুলের জন্য কিছু করবার যো নেই! তা বৌমা, তুমি এই পায়ে হাত বুলিয়ে দাও।" মালিশ শেষে ওরা উঠলে বলেন—"এক পায়ে দিতে নেই, ও পায়েও দাও!"

শ্রীম—আহা, কি দয়া? তারপর?

লেখক—পরে উনি নীচে নেমে এসে আমাকে উপরে ডেকে পাঠান ও প্রণাম করলে, আশীর্ব্বাদ করে কিছু ক্ষণের জন্য কাছে বসিয়ে কথা কন। কারণ আমার মনে অভিমান ছিল 'মেয়েরাই মাকে বেশী পায়।' মনের কথা বলি।

শ্রীম—(স্নিগ্ধ স্বরে) কি?

লেখক—(কুণ্ঠিত ভাবে) মাকে জিজ্ঞাসা করি জপের সময় ঠাকুরের রূপ চিন্তা করতে ভাল লাগে না বরং আপনার মূর্ত্তি জেগে উঠে ও ভাল লাগে। এ রকম করায় কি কোন দোষ হচ্ছে? এতে উনি মৃদুহাস্যে বলেন—"না, তোমার যে মূর্ত্তি ভাল লাগে তাই তুমি ধ্যান করবে"।

শ্রীম—(ধীর ভাবে) ঠাকুর ও ঐ রকম বলতেন। তার পর?

লেখক—সংসারের দুঃখ্যু কষ্টের কথা ঠাকুরকে বলা উচিত কিনা জিজ্ঞাসা করায় মা বলেন—"গুরুকে জানাবে না তো আর কাকে বলবে? ঠাকুরের নাম নিলে সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা সব দূর হয়ে যায়!"

শ্রীম—(গাঢ় স্বরে) আহা! দয়াময়ীর কি ভাব!

লেখক—তার পর উনি নিজে ঠাকুরের প্রসাদ দেন ও নীচে এসে কিছুপরে বাড়ী ফিরি।

শ্রীম—(ব্যগ্রভাবে) অন্ন প্রসাদ পেলেন না?

লেখক—আজ্ঞে না। যদিও মা নিজে মেয়েদের জিজ্ঞাসা করলেন "তোমরা কি আজ এখানে খেয়ে যাবে? তা হলে আরও কিছু চাল চড়াতে বলি। ছোট ছেলের মা, অনেক বেলাও হলো, কেবল দুটি মুড়ি ও সন্দেশ খেয়েছে।" এ কথায় যখন ওরা বললে যে আমরা বাড়ীতে রান্নার কাজ সেরে এখানে এসেছি। ওখানে গিয়েই খাব, নইলে সব নষ্ট হবে। তাতে উনি বলেন—"তবে আর কি বলব? আর দেরী করা ঠিক নয়!"

।—(বিরক্ত স্বরে) এঁ্যা, না হয় বাড়ীর রাঁধা জিনিষ একদিন নাইবা খাওয়া হোত? না হয় সব ফেলেই দিতেন।

লেখক—(নত ভাবে) আজ্ঞে, আপনার কাছে এক দিন শুনেছিলুম যে কোন আশ্রমে গিয়ে 'আশ্রম পীড়া' করা ঠিক নয়। পাছে ওঁদের কোন কষ্ট হয়, তাই ওরকম করা হয়।

শ্রীম—(শান্ত স্বরে) কথা ঠিক। কিন্তু গুরু নিজে প্রসাদ দিতে চাইলেন যে! সব তাঁর খেলা! (পূর্ব্বের ঘটনা স্মরণ করিয়া) ভক্ত কেদার বড় টেক্কাই মারলে! ঠিক বলা হোল না। মাই ওকে খুব দয়া করলেন! করবেন নাই বা কেন? মন্দিরে গিয়ে কেবল মার দিকে চেয়ে চেয়েই দিন কাটাতো! এতে ওঁর স্নেহ হবে না? এক এক দিন আবার এমন হোত যে পূজারী ঐ মন্দিরের দরজা বন্ধ করবার আগে বলতো—আর কেন? এবার বাড়ী যান! তখন সে বলতো—আমি একলা যেতে পারবো না। লোকজন দিয়ে বাড়ী পৌছে দিতে হোত। (ক্ষণপরে) শেষ সময়ে তার কাশী বাসের ইচ্ছা হোল। তখন সে অস্থিচর্ম্ম সার। ওখানে তার নিজের আত্মীয় ও পরিচিত থাকা সত্বেও কেউ তাকে স্থান দিতে রাজী হোল না। তাই মা একজন ব্রহ্মচারীকে প্রতিনিধি করে পাঠিয়ে দেন যেমন এখন king এর (রাজার) representative রূপে viceroy (বড়লাট) আছেন। 'অদ্বৈত আশ্রমে' স্থান হোল। মাস দুই নিত্য ঠাকুরকে দেখে শেষে দেহ ত্যাগ করলে!

ভক্ত সেন—Indeed a very glorious exit (অতি সুন্দর মহাপ্রয়াণ) !

শ্রীম—(শান্তস্বরে) হ্যাঁ, সব তাঁর ইচ্ছা! গুরুকে ঠিকঠাক্ ভালবাসতে পারলে সব হয়ে যায়। তখন তিনি শিষ্যের সব ভার নেন। (পূর্ব্ব আত্মকাহিনী স্মরণ করিয়া) এক সময়ে হাওড়া ষ্টেসনে একটি সাধুকে ট্রেণে তুলে দিতে যেতে হয়। তিনি হরিদ্বারে তপস্যা করতে যাবেন। টিকিট কিনে তাঁকে গাড়ীতে বসিয়ে বাড়ী ফেরবার আগে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর ঝুলি থেকে একটি পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষ দিয়ে বলেন—ব্যেটা, এঠো রাখ দে। ধারণ করনেসে তেরা বহুত ভালা হোগা! ওটি নিলুম বটে, কিন্তু মন খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগল! (ক্ষণ পরে) Bridgeএ (পোলে) মনে হোল যখন ঠাকুর ভার নিয়েছেন, তখন তিনিই মঙ্গল করবেন। অন্য সাহায্য নিলে গুরুভক্তি হীনতার পরিচয় হয়। এই চিন্তার পর সাধুর দেওয়া দামী জিনিষটি মাঝ গঙ্গায় ফেলে দিয়ে হাঁফ ফেলে বাঁচলুম! (হাস্য)

ভক্ত—অনেকে মাদুলির মালা ব্যবহার করে। আর সবাই বলে আমার 'মাদুলিই কাজ দেবে'।

শ্রীম—(ঈষৎ গম্ভীর ভাবে) "ঠাকুর বলতেন 'অহংঙ্কার কি টপ করে যায়?" যারা বনেদী বংশের ছেলে তাদের মনে অহংঙ্কার জাগে না। যেমন বাদসা আরাংজেবের Daily life-এ (রোজ নামচা পুস্তক) আছে—এক সময়ে Faraksheer (যুবরাজ) কোন সাধুকে দেখে কুর্নিশ করলে তিনি আশীর্ব্বাদ করেন—দিল্লীশ্বর হও। (ক্ষণপরে) আবার এমনও শোনা গেছে যে বাপের আমলের পুরাতন কর্ম্মচারীকে বর্ত্তমান জমিদার পুত্র মালিক হয়েও খাতির করে কথা কয়, কারণ সে তার পিতার সেবা করেছে। কিন্তু রাঁড়ী পুতির ছেলে, যে খুব কষ্টে মানুষ হয়েছে, পরে টাকা করে সোনার ঘড়ি চেন ও আংটি ব্যবহার করে, যে গুলোতে অহংঙ্কার বাড়ায়, সে সকলকে অগ্রাহ্য করে। তাই ঠাকুরের উপদেশে আছে, "যদি অহংঙ্কার করতে হয় তাহলে 'আমি তাঁর দাস' এই

অহংকার করাই ভাল। ওটা যখন যাবার নয় তখন 'ভক্ত আমি', 'দাস আমি' ভাবই ভাল।"

ভক্ত—একটা কথা আছে—'O Lord! teach me how to love thee more', (প্রভু, শেখাও মোরে প্রেম মন্ত্র)।

শ্রীম—(মৃদুহাস্যে ধীর ভাবে) সরল না হলে সরলকে—অর্থাৎ ভগবানকে, পাওয়া যায় না। অবতারের বাপ ও মা দুজনেই কত সরল যেমন নন্দরাজা ও যশোদা। (পূর্ব্ব ঘটনা স্মরণ করিয়া) একদিন সকাল বেলায়, তখন সবে সূর্য্য উঠছে, রাস্তায় বেড়াবার সময় দেখলাম যে একটি বন্ধুকন্যা, বয়স ৪।৫ বছর, একটি সাদা বাছুরের গলা জড়িয়ে আদর করছে। দুই সরলতার মূর্ত্তি। এতে আমাদের মনে বৃন্দাবনের ভাব জেগে উঠল। (ক্ষণপরে) সংস্কার এমনি প্রবল। আবার পূর্ব্ব সংস্কারের ফলে কোন বালক জ্যান্ত পাখীর পালক ছিঁড়ে আনন্দ পায়! (পুনরায় অন্য পূর্ব্বস্মৃতি স্মরণ করিয়া) যখন কোন ছোট মেয়েকে তার জেঠামশায়ের কথা জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন সে বেশ সরল ভাবে বলে যে—তিনি যে চেয়ার থেকে পড়ে গিয়ে মারা গেছেন। যখন তাকে বলা হয় যে মারা গেছেন বলতে নেই, বরং বলা ভাল যে এখন তিনি ঈশ্বরের কাছে স্বর্গে আছেন। তখন সে কিছুক্ষণ অবাক হয়ে থাকবার পর জিজ্ঞাসা করলে, ঈশ্বর কোথায়? এ কথার উত্তরে তাকে বুঝিয়ে বলা হোল ঈশ্বর সব জায়গাতেই আছেন, যেমন তোমার ভেতর, ঐ ঘোড়ার ভেতর, ঐ গাছের মধ্যেও তিনি আছেন। ঐ মেয়েটি বললে ঐ গাছেতেও তিনি রয়েছেন? তবে আমি তাঁকে একবার প্রণাম করে আসি। ছুটে গাছকে প্রণাম করতে গেল!

ভক্ত—কিন্তু আজ কালের যুগে বেশী সরল হলে ঠকতে হয়।

শ্রীম—(মৃদুহাস্যে) Oxfordএর একজন পণ্ডিত একটি বইয়ে লিখেছেন 'তোমরা এতদিন ধরে ভারত থেকে যে সব রত্ন নিয়ে এলে এই যুদ্ধের ফলে (প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ১৯১৪ সন) তার পরিণাম কি দাঁড়াল তা এখন বেশ বুঝতে পারলে? কিন্তু ভারতের মধ্যে যে মহারত্ন রাজি

রইলো, তার কিছুই নিতে পারলে না।* কতক গুলো সোনা রূপা এনে ঘর বাড়ী তৈরী করলে কিন্তু আসল ধর্ম্ম আনলে না। (ক্ষণপরে) 'Gospel of Sri RamKrisna' (কথামৃতের ইংরাজি ভাষা) পড়ে একদিন বর্ত্তমান লাটসাহেব (Lord Ronaldsey) তাঁর পত্নী ও আমত্যদের সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণেশ্বর যান ও পুস্তক বর্ণিত স্থানগুলি দেখেন। আর রামলালকে ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র জেনে, Salute (অভিবাদন) করেন।

ভক্ত—পরমহংসদেবের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে বলে Royal blood জ্ঞানে (রাজ বংশধর)।

শ্রীম—হ্যাঁ। তাই শাস্ত্রে আছে শুধু গুরুকে নয় তাঁর বংশকেও শ্রদ্ধা করা চাই। তাই ঠাকুর বলতেন "যাদের ভগবানের দিকে একটু টান আছে, তাদের এখানে আসতেই হবে।"

রাত্রি অধিক হওয়ায় প্রণামান্তে সকলে অদ্যকার মত বিদায় লইলেন। পথে ভক্তের মনে পড়িল একদিন স্বামিজী ঠাকুরকে গান শোনান—

ধুলি হতে জনম মোদের, পদে পদে করি ভুল!
তা বলে কি পিতা করিবে না ক্ষমা, দিবে না কূল?

---

*আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় কোন দেশের মানুষ সর্ব্বাধিক চিন্তাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, কোন দেশের মানুষ জীবনের বিভিন্ন গুরু সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিয়াছেন আর তাহার মধ্যে অনেক গুলি সমাধানও করিয়াছেন,………… তবে আমি বলব সে দেশের নাম ভারতবর্ষ"—মোক্ষ মূলার! (বিখ্যাত জার্ম্মান দার্শনিক)।

একাদশী তিথিতে

ছয়

ইং কাল—অক্টোবর মাস ১৯১৮ সাল।

স্থান—সাদা বাড়ী।

আজ একাদশী তিথি—দেবীপক্ষ। গত সন্ধ্যায় ৺বিজয়ার প্রণাম নিবেদনের জন্য প্রথমে বাগবাজারে যাইয়া শ্রীমার চরণ ধূলীলাভে কৃতার্থ হওয়া, শ্রীমৎ সারদানন্দজী, শ্রীমৎ তুরিয়ানন্দজী প্রভৃতি সাধুগণের স্নেহাশীষে ধন্য হওয়া, পরে স্কুল বাড়ীতে আসিয়া শ্রীমর স্নেহালিঙ্গণে পরিতৃপ্ত হওয়া, প্রভৃতি ঘটনার মধুর স্মৃতি মনে ভরিয়া অদ্য বৈকালে লেখক শ্রীম সমীপে আসিল। 'দেবগণের মর্ত্তে আগমন' বইটি ক্রয় করিয়া সে সাদাবাড়ীর উপরে দোতলার ঘরে আসিয়া দেখিল যে তখন উনি 'কথামৃতে'র প্রুফ দেখিতেছেন। সেও প্রণামান্তে বসিল।

শ্রীম—(মৃদুহাস্যে)—Press থেকে (ছাপাখানা) 'কথামৃতে'র proof দিয়ে গেছে। অনেক ভুল print (ছাপা) করেছে। আপনি দেখতে জানেন?

লেখক—আজ্ঞে না। Printer's Devil (মুদ্রাঙ্কন প্রমাদ) বলে একটা কথা আছে। যা তা ছাপে যার মানে author (লেখক) বা কেউ বুঝতে পারে না!

শ্রীম—হ্যাঁ, তাই বটে। বেশ আপনি original (আসল কপি) একটু পড়ুন, এতেও খানিকটা কাজ এগিয়ে যাবে।

এইভাবে কাজ চলিতেছে। ফাঁকে ফাঁকে সরস আলোচনা হইতেছে।

মধ্যে মধ্যে ভ্রম সংশোধন করিয়া বলিতেছেন—মন দিয়ে কাজ করলে এতো ভুল হোত না। পুস্তকের একস্থানে লেখা আছে, ভক্ত ঠাকুরকে বলিতেছেন—'কাল রাত্তিরে সপ্নে দেবমূর্ত্তি দেখলাম'। ঠাকুর বলিলেন—"দেবস্বপ্ন দেখা ভাল!"

শ্রীম—(লেখককে) আপনি স্বপ্নে কিছু দেখেন নি? বলুন না, এতে কোন দোষ নেই!

লেখক—আজ্ঞে, মায়ের কৃপা পাবার পর দিন কতক সব সময়েই ঠাকুর বা মাকে স্পষ্ট দেখতে পেতাম,—হয়ত তখন খাচ্ছি বা শুয়ে আছি। এখন চেষ্টা করলেও হয় না। আর স্বপ্নেও অনেক রকম দেখেছি।

শ্রীম—(সানন্দে) কি রকম?

লেখক—আজ্ঞে, একদিন স্বপ্ন দেখলাম যে গঙ্গার জলে ভাসতে ভাসতে একটি কালী মন্দিরে গিয়ে মাকে জবা দিয়ে প্রণাম করছি। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। আর একদিন অন্নপূর্ণাকে দেখি—কি সুন্দর রূপ তাঁর!

শ্রীম—(প্রফুল্ল কণ্ঠে) বাঃ বেশ সব সপ্ন! আচ্ছা, মেয়েরা কিছু দেখেন নি?

লেখক—আজ্ঞে হ্যাঁ। স্ত্রী বললে যে সে স্বপ্নে দেখলে যেন মা আমাদের বাড়ীর ছাদে এসে চুল শুকোচ্ছেন। আর ভগ্নী বললে যে ঠাকরকে পূজো করে প্রণাম করছে।

শ্রীম—(গাঢ় স্বরে) গুরু-কৃপা হলে সব সম্ভব হয়। হ্যাঁ, এর মধ্যে আর বাগবাজারে মা ঠাকরুণকে প্রণাম করতে গেছলেন? (নীরব দেখিয়া, ধীর ভাবে) Strike while the iron is hot-তপ্ত চাটুতে ঘা না দিলে কাজ হয় না। জুড়িয়ে গেলে ফের গরম করতে বেগ পেতে হয়। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে হলে উঠে পড়ে লাগতে হয় নইলে অনেক বিঘ্ন ঘটে। (ক্ষণ পরে) গুরু দর্শনের বিষয়ে শাস্ত্রে আছে—গুরু যদি এক পাড়ায় বাস করেন তাহলে তাঁকে নিত্য দর্শন

করা চাই। যদি তিনি ভিন্ন গ্রামে থাকেন, তাহলে সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন যাওয়া চাই। আর যদি ভিন্ন দেশে থাকেন তাহলে মাসান্তে একদিন দর্শন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তিনি যেখানেই থাকুন না কেন বৎসরান্তে একবার তাঁকে প্রণাম করা চাই! (একটু থামিয়া) মধ্যে মধ্যে আপনার স্ত্রীকেও বাগবাজারে নিয়ে যাবেন। এতে তাঁর অবিদ্যা শক্তি নষ্ট হবে আর তখন তিনি বিদ্যা শক্তি লাভ করে আপনার ধর্ম্ম-জীবনে সহায়তা করবেন! (পরে পুস্তকটি দেখিয়া) কিনে আনলেন? নাম দিয়েছে ভাল! কিন্তু এতে আসল কথা বিশেষ কিছুই নেই। যদি দোকানে ফেরত নেয় তাহলে বদলে নেবেন। (মৃদুহাস্যে) দেখছি আপনার খুব বইয়ের নেশা আছে আর ইংরাজী পড়তে ভাল বাসেন, না? আচ্ছা আপনাকে এক কপি 'কথামৃতে'র English rendering present (ইংরাজী তর্জ্জমা উপহার) করা হবে। কেমন লাগল পরে জানাতে ভুলবেন না!

এই সময় তিন চার জন ভক্ত আসিয়া প্রণাম করিল।

শ্রীম—(প্রুফ দেখা কাগজ গুলি নিকটে টেবিলে রাখিয়া) তবে এখন এ কাজটি থাক, পরে হবে। (জনৈক নবাগতকে দেখাইয়া) ইনি ৺হৃদয় মুখুর্জ্জের (ঠাকুরের ভাগিনা ও সেবক) নাতি। নানা দুঃখ কষ্ট সহ্য করে সম্প্রতি বি, এ, পাশ করেছেন। এঁর মা মারা যাবার পর ওঁর বাবা গৃহত্যাগ করেন। পরের বাড়ীতে রাঁধুনী বামনের কাজ করে ছোট ভাইটিকে লালনপালন করেন ও নিজের জীবনের ব্রত পূর্ণ করেন। (যুবাকে) তোমার successএ (সফলতায়) আমরা বড় খুসী হয়েছি। (পূর্ব্বের ঘটনা স্মরণ করিয়া) এঁদের বাড়ীতে (সিউড়ি, জয়রামবাটীর নিকট) এককালীন দুতিন মাস ধরে ঠাকুর বাস করতেন। এতদিন একসঙ্গে উনি আর কোথাও থাকেন নি। এই সময় ঐ বাড়ীর মেয়েরাও তাঁকে কোন লজ্জা করতেন না। সংসারের খুঁটি নাটি ঝগড়ার বিষয় জানাতে তাঁরা এতটুকু সঙ্কোচ করতেন না—যেমন, কেউ বলছে—'আমার ভাতারের পয়সায় ভাত খেয়ে আবার বড়াই

করা'! (হাস্য) এই সব কথা উনি হাঁসতে হাঁসতে পরে ভক্তদের শোনান। (পুনরায় ঐ যুবাকে)—সময় পেলে এখানে এসে মাঝে মাঝে দেখা দিও। তোমাদের দেখলে অনেক পূর্ব্বকথা মনে পড়ে।

যুবা—আপনি দয়া করে টানবেন!

অপর যুবা—আজ্ঞে, কাম জয় কি ভাবে করা যায়?

শ্রীম—(ধীর ভাবে) দেহ ধারণ করলেই ওটা হবে। তাঁর কৃপা না হলে এ দায় থেকে রেহাই পাওয়া শক্ত! তাই উনি বলতেন "মা দয়া করে টেনে রেখেছেন তাই, নইলে আমার সাধ্য কাম জয় করা।" যদিও তিনি সব সময়েই মার চিন্তা নিয়ে থাকতেন, তবু সংসারীদের সাহস দিতে ঐ রকম বলেন। (পূর্ব্ব ঘটনা স্মরণ করিয়া) একবার একটা ছোট বেরাল ছেনা অসহায় ভাবে পড়ে আছে দেখে আমরা তাকে ঘরে তুলে এনে দিনকতকের জন্য পুষি। তখন তার অবস্থা এমন ছিল যে দুধে তুলো ভিজিয়ে ওর মুখে দিলে গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে যেত। কিছুকাল পরে দেখা গেল যে সে নিজেই বাটি থেকে দুধ খায়। আরও দিন কতক বাদে দেখা গেল যে সে তার প্রকৃতি মত কাজ করছে। একদিন খাবার সময় পাতে মাছের গন্ধ টের পেয়ে সে ফোঁস ফোঁস করতে থাকে, আর মাছটা খেয়ে তবে ঠাণ্ডা হোল! সংস্কার এমনি প্রবল! (ক্ষণপরে) এর life history-র (জীবন কাহিনীর) আরও কিছু বাকি আছে। দিন কতকের জন্যে তাকে দেখা গেল না। একদিন সিঁড়ির নীচে একটা কোণে দেখলুম যে সে গোটা কতক ছেনাকে মাই দিয়ে তাদের সঙ্গে খেলা করছে! (শান্ত স্বরে) জীবনে এমন একটা সময় আসে যখন ঐ কামকে কিছুতেই দমন করা যায় না। সে সময়ে কেউ বারণ করলেও টঁ্যাকে না। সংসারীরা তো এসব কথা ভাল জানে না, তাই ঘরে ঘরে এতো অশান্তি। ছেলে যদি যৌবনে তার বৌকে একটু বেশী ভালবাসা দেখালে, তার গর্ভধারিনী অমনি মনে মনে ভাবলে যে এবার বুঝি সংসারটা ভাঙ্গলো! এই কাজে বাঁধা দিতে গিয়ে অনেক স্থলে হিতে

বিপরীত হয়। যাকে আগে সাজিয়ে গুজিয়ে নিজের ঘরে আনলে, তাকেই পরে কষ্ট দেয়। (পুনরায় থামিয়া) বানের তোড় আটকান যায় কি? কারণ জীবজগৎ প্রানীজগৎ এক সময়ে সন্তান উৎপাদনে অতি ব্যস্ত হয়। এ সময় গুরু বাক্যও ভেসে যায়! এর গতি রোধ করার ক্ষমতা কারো নেই! আবার দেখা যায় যে এই প্রবল ভাবটা কালে কমে আসে! তাই স্ত্রীকে দেবী ভাবে দেখলে মনে কাম ভাব আসতে পারে না, আর স্ত্রীরও কোন মন্দ কাজ করবার ইচ্ছে হয় না। ঠাকুর বলতেন —"যে মাগ সুখ ত্যাগ করেছে সে জগৎ সুখ ত্যাগ করেছে!"

প্রথম যুবা—সন্ন্যাস জীবন কত সুন্দর!

শ্রীম—(ধীরভাবে) তাঁরা সব সময়েই কত সংযমী হয়ে থাকেন। ভক্ত স্ত্রী লোকের সঙ্গেও বেশীক্ষণ থাকতে নেই, এতেও মনে কাম ভাব আসতে পারে! সমাজের মধ্যে থাকলে চারিদিকে কামের খেলার হাওয়া লেগে রাত্তিরে অজান্তে রেতঃপাত হয়ে সাধনে বিঘ্ন ঘটায়। তাই সাধুরা মধ্যে মধ্যে নির্জ্জনে তপস্যা করতে বেরিয়ে পড়েন। (ক্ষণপরে) মানুষ যারা জ্যান্তে মরা তারা !যো শো করে তাঁকে লাভ করা চাই! তিনি বলতেন—"লোকের কথা? ঝাঁটা মার!" এই কথা একটু লঙ্কা ফোড়ঙ্গ দিয়ে বলতেন—লোক? না আমার এইটে!" (হাস্য) 'এবং মে শ্রুতং, এই রকম আমি শুনেছি'-Such I have heard এই expression (বাক্যাবলী) গুরুর কথা quote করে (বলিবার সময়) শিষ্যেরা এইটি use (ব্যবহার) করতেন।

ভক্ত—সংসারের সুখ দুঃখের বিষয় কি ঠাকুরকে জানান যায়?

শ্রীম—(ধীরভাবে) যেমন কোন multi-millionaire এর (কোটী পতির) কাছে গিয়ে আধপয়সার নুন চাওয়া যায় না, তেমনি রাজ রাজেশ্বরের কাছে, যাঁর পদতলে কত অমূল্য রত্ন পড়ে থাকে,—সেখানে বিবেক বৈরাগ্য ছাড়া কি অন্য কিছু চাইতে আছে? (সুর করিয়া) 'প্রেম কলসে কলসে ঢালে তবু না ফুরায়'! (ক্ষণপরে) ঠাকুর বলতেন—"কেউ বড় লোকের কাছে যাতায়াত করে, কিন্তু কিছুই

চায় না, তাকে খাতির করে। কিন্তু যাই সে কিছু চাইলে অমনি তার মান্য চলে যায়। তাকে আসতে দেখলেই ধনী মনে মনে ভাবে—ঐরে! আবার জ্বালাতন করতে আসছে'! লোকে ভুলেও ভাবে না যে তার চেয়েও অপরে কত বেশী কষ্টে আছে! যেমন এখন যারা গত যুদ্ধ ক্ষেত্রে (প্রথম মহাযুদ্ধ-১৯১৪) প্রাণ দিতে গেছে। এরা সংসারের সব সুখে বঞ্চিত। কিম্বা জলপ্লাবনে ও দুর্ভিক্ষে যাদের সর্ব্বস্ব নষ্ট হয়ে যায় তাদের দুর্দ্দশার ছবি একবারও মানসচক্ষে দেখতে চায় না। দিনরাত কেবল ভাবে যে আমার মত কষ্টে, আর কেউ পড়ে নি! (ঈষৎ গম্ভীর ভাবে) ভগবানের কাছে আজে বাজে কিছু না চেয়ে ঠাকুর এই বলে প্রার্থনা করতে শিখিয়ে গেছেন "হে রাম, আমি যেন আর তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই। তোমার পাদপদ্মে যেন আমার অচলা শুদ্ধা ভক্তি হয়।"

পশ্চিম গগনে রবি অস্তা চলে পাটে বসিয়াছেন। সন্ধ্যার ম্লান আলো দেখা দিল। যুবাগণ বিদায় লইল। হ্যারিকেন আলো ও ধূপ জ্বালাইয়া ঐ ঘরের পট গুলিকে দেখান হইল। পুরাতন ভক্তগণও একে একে আসিতে লাগিলেন। ধূপের স্তিমিত সৌরভে ঘরটি ভরিয়া উঠিয়াছে।

শ্রীম—(মৃদুহাস্যে) আসুন, এবার একটু নেমাজ করা যাক। ঠাকুর মুসলমানদেরও ভাল বাসতেন। কারণ তারা নিত্য নিয়মিত সময়ে দিনে পাঁচবার আল্লাকে স্মরণ করে। তা সে যে কাজেই ব্যস্ত থাকুক না কেন, নেমাজের সময় হয়ত গাড়ীর চালে বসেই গাড়োয়ান কাজ সেরে নেয়! খালিফকে এরা Defender of the faith ধর্ম্মাবতার বলে। (ক্ষণপরে) মানস পূজাই ভাল। শীতকালে ঠাকুরের মাথায় ঘড়া ঘড়া জল ঢেলে নাইয়ে দিয়ে, পরে তাঁকে চন্দন মাখিয়ে, পাখার বাতাস করলে তাঁকে ব্যতিব্যস্তই করা হয়। (হাস্য) আত্মবৎ সেবা করাই ভাল।

সকলে নিঃশব্দে ইষ্ট চিন্তা করিতে লাগিলেন। জপ শেষে কথা চলিল। কিছু পরে ঠাকুর বাড়ী হইতে পূজার প্রসাদ আসিল,

সকলকে দিলেন। (ঐ গৃহের উন্মুক্ত জানালা দিয়া চন্দ্রের রজতধারা মেঝের উপর পড়িয়াছে—উঁকি দিয়া স্বচ্ছ শান্ত নীলাকাশে চন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া মৃদুহাস্যে) বলেন আজও সেই সত্য যুগের চাঁদ আজও সেই আকাশে! একদিন ছাদ থেকে ঠাকুরকে ঐ চাঁদ দেখাই। (হাস্য)

শ্রীম—(শান্তস্বরে) এবার শ্রীভগবানই শ্রীরামকৃষ্ণ রূপে অবতীর্ণ হয়ে সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয় মন্ত্র প্রচার করে গেলেন! তিনি স্বয়ং সকল ধর্ম্ম মতে তিন দিন সাধনা করে ও প্রত্যেকটিতে সিদ্ধি লাভ করে জানিয়ে দিয়ে গেলেন—"যত মত তত পথ।" সব পথই ঠিক। যেমন জলকে কেউ বলছে পানি, কেউ বলছে water বা acqua, আসলে কিন্তু এক জিনিষ, খেলে তেষ্টা দূর হয়! (ক্ষণপরে) তিনি আরও একটা শিক্ষা দিয়াছেন যে ত্যাগী সন্ন্যাসী কখনও ওষুধ বা মন্ত্রের ব্যবসা করবে না। বিভূতি দেখাতে গিয়ে সাধকের বিঘ্ন ঘটে ইংরাজি শিক্ষিত ভক্তদের তিনি জোর করে কিছুই করতে বলতেন না। নিজের নবনীত দেহখানি নিয়ে তিনি বিগ্রহের সামনে গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতেন। যাঁরা তাঁকে ঠিক ভাল বাসতেন তাঁরা ক্রমে ক্রমে ঐ ভাবে প্রণাম করতে শেখেন। (একটু থামিয়া) যিনি তাঁর স্মরণাগত হন তাঁকে তিনি কৃপা করেন। তিনি অন্তর্য্যামী! তিনি দয়াময়। (পূর্ব্ব ঘটনা স্মরণ করিয়া) একদিন বেলঘোরের তারক বাবু (শ্রীমৎ শিবানন্দজী) ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বরে প্রণাম করে তাঁর বাড়ীতে ফিরে যাচ্ছেন, উনি বলেন—"এর ভেতরে একটা অগ্নিশিখা জ্বলছে দেখলাম"। অথচ তখন 'মহাপুরুষের' সংসারে কি ভীষণ অশান্তি পুত্রের অবাধ্যতা, স্ত্রীর মৃত্যু, সংসারে অনাটন, দেনা ইত্যাদি রয়েছে। (একটু থামিয়া) এক সময়ে কোন বিশিষ্ট ব্রাহ্ম যখন ঠাকুরের বিষয় কেশব সেনকে জিজ্ঞাসা করেন—'ঐ লোকটি কেমন?' তখন তিনি বলেন—'আজকাল পৃথিবীতে এমন লোক আর নেই'। ঠাকর ও এঁকে খুব ভালবাসতেন, তাঁর অসুখের সময় মার কাছে ডাবচিনি মানত করে প্রার্থনা করেন—"মা একে ভাল করে দাও গো, নইলে কোলকাতায় গিয়ে কার সঙ্গে কথা কইব?" (পুনরায়

থামিয়া) বিদ্যাসাগর মশায় ঠাকুরকে বলেন—'বাপ ছেলেকে শাসন করেতে পারেন, কিন্তু তা বলে তিনি নরকে পাঠাবেন কেন?' কি জলন্ত বিশ্বাস ও ভালবাসা!

সকলে তন্ময় হইয়া এই সকল কথা শুনিতেছেন। আরও কিছুক্ষণ চলিত। ভৃত্য আহার লইয়া আসিলে, সকলের চমক ভাঙ্গিল। অন্য কার মত প্রণামান্তে বিদায়ের জন্য প্রস্তুত হইলে, উনি মধুর স্বরে তান ধরিলেন—

কতদিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার

বলব হরিনাম, যাব বৃন্দাবনধাম, দু'নয়নে ববে প্রেম অশ্রুধার ?

সকলে বুঝিলেন যে সকলের চরম মঙ্গলের জন্য তাঁর কি গভীর আকুতি। ভক্তগণের শুষ্ক প্রাণধারাকে গতিময় করিতে কি তাঁর ব্যাকুলতা। আত্মভোলার আত্মসুখ বলিদানের কি জ্বলন্ত রূপ!

গানটি বড়। সমস্তটি গাহিবার তাঁর ইচ্ছা থাকিলেও হইল না। রাত্রি দশটাও বাজিয়া গিয়াছে দেখিয়া উনি মৃদু হাস্যে বলেন, আপনাদের ও যে অনেক দূর যেতে হবে। তবে আজ থাক।

পরিপূর্ণ মনে গৃহে গমন কালে জনৈক ভক্তের মনে হইল আজ গৃহে ফিরিবার পূর্বে উনি কেন এই ইঙ্গিতময় গানটি গাহিলেন? শ্রীম-কণ্ঠে নাম গান শুনিবার সৌভাগ্য যাঁদের অদৃষ্টে ঘটিয়াছে তাঁরাই স্বীকার করিবেন যে গানের অন্তর্নিহিত ভাবটি যেন ফুটিয়া উঠিত ও ভক্তমনে উহা চিরতরে অঙ্কিত থাকিত। ঐ সময় সকলের মন সংসার চিন্তা ত্যাগ করিয়া এক অপরূপ ভাবে রঙ্গিয়া উঠিত। ভক্তমনে ঐ গানের রেশটি রনিয়া রনিয়া ধ্বনিত হইল—'কত দিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার, (মা)?' আরও মনে পড়িল দেশবন্ধু রচিত 'সাগর সঙ্গীতে'র দুইটি লাইন—

"এ পারে আলোক ভরা ও পারে আঁধার,
পার করে দাও মোরে ওগো পারাবার।"

ত্রয়োদশী তিথিতে

সাত

কাল—ইং অক্টোবর মাস, ১৯১৮ সাল।

স্থান—স্কুলবাড়ীর ত্রিতল।

আজ ত্রয়োদশী তিথি। দেবী পক্ষ। গতকল্য বৈকালে লেখকের বাড়ীতে শ্রীশিবরাম দাদার (ঠাকুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র) শুভাগমন হয়। অদ্য প্রাতে লেখকের ঠাকুরঘরে বসিয়া উনি ঠাকুরকে পূজা ও ভোগ দিয়া সকলকে প্রসাদ দেন। বৈকালে লেখকের সহিত শ্রীমর স্কুলবাড়ীতে আসিলেন। অতি প্রিয় আত্মীয়কে নিকটে পাইয়া পরস্পরের মধ্যে সানন্দে কথা চলিতে লাগিল।

দাদা—আপনাকে বিজয়ার প্রণাম করতে এলাম। (স্নেহালিঙ্গনের পর নিকটে বসিয়াও লেখককে দেখাইয়া, সহাস্যে) কাল রাত্তিরে এঁর বাড়ীতে বেশ আনন্দে কেটে গেল। এর আগে দাদাও (শ্রীরামলাল-ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র) একদিন এঁর বাড়ীতে আসেন।

শ্রীম—(ধীরভাবে) যখন ভগবান কারো বাড়ীতে থাকেন তখন তাঁর ভক্তগণও সেখানে আসেন। আর যেখানে তিনি একবারও যান, সেখানে নাম সংকীর্ত্তন হয়। (ক্ষণপরে)—"Gospel of Sri Ramkrishna ('কথামৃতে'র ইংরাজি তর্জ্জমা পুস্তক, শ্রীম রচিত) পড়ে আমাদের বর্ত্তমান লাট সাহেব Lord Ronaldsay তাঁর পত্নী ও অমাত্যদের সঙ্গে নিয়ে একদিন দক্ষিণেশ্বরে আসেন ও ঐ পুস্তক

বর্ণিত স্থানগুলি দর্শন করেন।* এঁর দাদাকেও salute করেন। আবার একদিন উনি সপরিষদে বেলুড় মঠও দর্শন করেন। দু জায়গাতেই ঠাকুরের প্রসাদ খান। এ সবে বেশ বুঝা যায় যে ওঁর আধার ভাল।

দাদা—(লেখককে দেখাইয়া) কিন্তু ইনি বলেন যে মায়ের কৃপা পেয়েও ওঁর মন থেকে পশুভাব এখনও কেন গেল না। এতে আমি বলেছি যে যখন সাক্ষাৎ মা কালী আপনার ভার নিয়েছেন তখন আর কোন ভয় নেই। আর তিনিই মাষ্টার মশায়ের সঙ্গ জুটিয়ে দিয়েছেন। সময়ে সব হবে! বীজ পুঁতলেই কি একদিনে গাছ হয়!

শ্রীম—(শান্তস্বরে) সত্যি কথা। Time is a great factor. (কালের অসীম প্রভাব)! একটা ছোট্ট বীজের মধ্যেই বড় অশ্বত্থ গাছ লুকানো থাকে! কেউ যদি কাশীর টিকিট কিনে ট্রেনে উঠে ঘুমিয়ে পড়ে তাহলে কি তার কাশী যাওয়া হবে না? পরদিন সকাল বেলায় ঘুম ভেঙ্গে দেখে যে ট্রেণ পোলের উপর দিয়ে চলেছে, দূরে দেখা যাচ্ছে মন্দিরের চূড়ো! (ক্ষণপরে, পূর্ব্ব আত্মঘটনা স্মরণ করিয়া) যখন প্রথম আমরা ঠাকুরের জন্মভূমি দর্শন করতে যাই 1886এ (১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে) তখন এঁর দাদা (শ্রীরামলাল) ওখানকার memorable places (স্মরণীয় দ্রষ্টব্য স্থান) সব দেখান। যেমন, ঢেঁকিশাল, ৺রঘুবীর, হালদার পুকুর, লাহা বাবুদের বাড়ী, মাণিক রাজার আম বাগান, ভূতির প্রভৃতি। আমোদর নদী পার হয়ে পরে মা ঠাকরুণের দেশও খাল দর্শন করি। আবার ওখান থেকে শিউড়ীতে হৃদুর (ঠাকুরের ভাগিনেয় ও সেবক) বাড়ীতেও যাই।

---

*প্রায় দুই শতাব্দিকাল শাসন ও শোষণের পর গত ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ সালে, মহাত্মার তীব্র সক্রিয় আন্দোলনের ফলে, ভারতবর্ষকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া হিন্দুস্থান ও পাকিস্থান রূপে (বড়লাট কার্জ্জনও বঙ্গচ্ছেদের চেষ্টা করেন) ইংরাজ ভারত ছাড়িতে বাধ্য হইল! গত ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ সালে বর্ত্তমানে স্বাধীন ভারতের পশ্চিম বঙ্গের শাসনকর্ত্তা চক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারীও একদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে প্রণাম করিতে যান। বিদেশী শেষ বড়লাট লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের পর (ইং ২১শে জুন ১৯৪৮ সাল) ইনিই এই দেশবাসী রূপে প্রথম ঐ পদ অলঙ্কৃত করিলেন।

দাদা—(সহাস্যে) আর কামারপুকুরে স্কুলের ছেলেদের মেঠাই খাইয়ে ছিলেন যে !

শ্রীম—(মৃদুহাস্যে) তোমার ঐ ঘটনাটিও মনে আছে ? (পূর্ব্ব ঘটনা স্মরণ করিয়া) 1914-এ (১৯১৪ সালে) চার পাঁচ বছর আগে আর একবার যখন কামারপুকুর দর্শন করতে যাই, তখন অনেক লোক, দাড়ি গোঁপ-বিশিষ্ট দল এসে আমাদের প্রণাম করে বলে—আমাদের চিনতে পারছেন না ? আগের বারে এখানে এসে আপনি যে স্কুলে আমাদের মেঠাই খাওয়ান ! (হাস্য)

এই সময়ে "গিন্নি মা" (শ্রীম-পত্নী) তথায় আসিয়া দাদাকে বলিলেন—নোতুন ভক্ত পেয়ে যে পুরাণোদের একেবারে ভুলে গেছ ? এদিকে যে আর তেমন মাড়াও না ?

দাদা—(সহাস্যে) ভুলিনি। ভোলা কি যায় ? তেমন সময় পাই না। কলকাতায় এলে কিন্তু দেখা করি।

গিন্নি মা—তা বটে ! বাড়ীর সব ভাল ? লক্ষ্মী, (ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী), রামলাল, ছেলেরা সব কেমন ? অনেক দিন দেখা হয় নি।

দাদা—মায়ের আশীর্ব্বাদে সব ভাল।

গিন্নি মা—তোমাদের দেখলে কত আনন্দ হয়, কত সব ঘটনা মনে পড়ে। একটু মিষ্টি মুখ কর।

দাদা—(শ্রীমকে) এবার কিন্তু আপনি অনেক দিন দক্ষিণেশ্বরে যান নি। আপনার অসুখের খবরে সকলেই চিন্তিত।

শ্রীম—(মৃদু হাস্যে) দেহকে বলে ব্যাধি-মন্দির। এটা থাকলেই ওটা মাঝে মাঝে দেখা দেবেই। আবার বয়েসও হয়েছে, তাই ইচ্ছা থাকলেও দক্ষিণেশ্বরে তেমন যাওয়া হয় না। (ধীর ভাবে) ঘরে বসেও কিন্তু তীর্থ দর্শন করা যায়। শরীরের বর্ত্তমান অবস্থায় তীর্থে যাবার কষ্ট বুঝে পরমহংসদেব ঘরে বসিয়ে ঐ সাধ কেমন মেটাচ্ছেন ! ভক্তেরা নানা তীর্থ দর্শন করে মধ্যে মধ্যে পত্রে ঐ সকলের বেশ বর্ণনা

করে প্রসাদ ও নির্ম্মাল্য পাঠান। এতেও কাজ হয়। (একটু থামিয়া) আজই দুজন ভক্তের পত্র পাওয়া গেছে। একজন লিখেছেন কালীঘাট থেকে। মাকে দর্শন করে সামনের নাটমন্দিরে বসে ধ্রুবের বিষয়ে কথা শুনছেন। সরাংশও বেশ দিয়েছেন। যেমন ছেলে বেলা থেকেই উনি তপস্যা করতে একলা বনে চলে যান। একদিন একটা সাপ তাঁর গায়ে উঠছে এতে ভয় না পেয়ে তাকে তাঁরি একটি রূপ ভেবে আলিঙ্গন করেন। কোন অনিষ্ট না করে সে কিছু পরে চলে গেল। মোট কথা, সর্ব্বভূতে নারায়ণ জ্ঞান হলে তবেই তাঁর দর্শন লাভ হয়!

দাদা—আপনার কাছে বসলে কত কি শেখা হায়। কিন্তু আজ আমায় এখনই উঠতে হবে।

শ্রীম—তা হলে এই টাকাটি রেখে দাও। সময় পেলে আবার এস। (লেখককে) এঁকে ট্রামে চড়িয়ে দিয়ে আসুন। শরীরটা তেমন ভাল নয়, নইলে আমরাও যেতাম।

ঐ কাজ শেষ করিয়া লেখক পুনরায় দ্বিতল ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল যে সকলে নিঃশব্দে ধ্যান করিতেছেন। নতুন ও পুরাতন ভক্তগণে ঘরটি পূর্ণ।

শ্রীম—(জপান্তে ধীরভাবে) পূর্ণিমার চাঁদ দেখে মনে হয়েছিল সেই সত্য যুগের চাঁদ, আজও তেমনি ভাবে রয়েছে। সূর্য্যও সেই রকম বরাবরই আছেন। এই চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী রেখেই আগেকার লোকেরা দেনা পাওনার কাজ কর্ম্ম করত। এখনকার মত legal document (আইন কানুনের দলীল) ছিল না। আর এই সূর্য্যের জ্যোতি দেখেই ঋষির মুখ থেকে স্তব বার হয়েছিল। ইনিই সেই পরম ব্রহ্মের জ্যোতির্ম্ময় রূপ, এঁর চিন্তাতেই ওঁরা ধ্যানমগ্ন হন ও পরে তাঁকে দর্শন করেন। (জনৈক ব্রহ্মচারীকে লক্ষ্য করিয়া মৃদু হাস্যে) প্রতি মূহূর্ত্তে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়ে। ওটি যে কখন আসবে তার স্থিরতা নেই। তাই নিজের গঙ্গা যাত্রার ব্যবস্থা নিজেই করতে হয়। ব্রহ্মচারী ও সাধারণ মানুষে অতি সামান্য তফাৎ। সাধারণে ঐহিক সুখের জন্য

পাগল, সাধুরা তা চান না। একটু ত্যাগ করলেই দেবত্ব আর একটু ভোগ করলেই মানবত্ব! একটু এদিক ওদিকের জন্যই এত গোলমাল! পরে স্বয়ং গান করিলেন—

জীব সাজ সমরে।
রণ বেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে॥

(পুনরায় ব্রহ্মচারীকে) অতএব এখন থেকে খুব জপ করা চাই। জপের মানে কি? না, য়াতে দেহ বুদ্ধি চলে যায়। দেহই কি এতই সার বস্তু? দুদিন বাদে এটাও চলে যাবে। শ্রীমদ্ভাগবতের জন্মকথা জানেন তো? রাজা পরীক্ষিৎ মৃত্যুর আট দিন আগে নোটিশ পান। এ কদিন শুকদেব ওঁকে হরিকথা শোনান। আর যাঁরা আমাদের সুহৃদ্ তাঁরা এখন নাম শোনাবেন।

ভক্ত রায় স্তব আবৃত্তি করিলেন—

ভব সাগর তারণ কারণ হে,
রবি নন্দন বন্ধন খণ্ডন হে,
শরণাগত কিঙ্কর ভীত মনে,
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে।

ঠাকুরের অন্যতম গৃহীভক্ত মজুমদার মহাশয়ের (ইটালী নিবাসী) রচিত সমুদয় স্তবটি হইল। সকলে সমস্বরে যোগ দিলেন। শ্রীমও মধ্যে মধ্যে স্থল বিশেষে বলেন—'চিত শঙ্কিত বঞ্চিত ভক্তি ধনে', 'মন যেন রহে তব শ্রীচরণে', 'গুরুদেব দয়া কর দীন জনে'। সকলের মন এক মধুর ভাবে ভরিয়া উঠিয়াছে।

ট্রেণের সময় নিকট জানিয়া ভক্ত রায় বন্ধু সহ প্রস্থান করিলেন, নূতন ভক্তগণও অনেকে চলিয়া গেলেন।

সেন—আজ বড় আড্ডার খবর কিছু শুনতে ইচ্ছা হচ্ছে। (হাস্য)

শ্রীম—(ডাক্তার ও অবিনাশকে দেখাইয়া ধীর ভাবে) এঁরা কেমন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সঙ্গে এক রাত্র কাটিয়ে এলেন! তাঁর দয়া না হলে হয় না। গরু যেমন প্রথমে যত পারে তত বিচুলি খেয়ে নেয়,

শেষে এক জায়গায় শুয়ে জাবর কাটে, তেমনি যতক্ষন শক্তি থাকে তারি মধ্যে তীর্থ ধর্ম্ম শেষ করে নেওয়া ভাল, পরে যখন শক্তি কমে আসবে তখন ঘরে বসে আগে দেখার বিষয় চিন্তা করলেও তীর্থফল লাভ হয়। (পূর্ব্ব ঘটনা স্মরণ করিয়া) এই যেমন এক পূর্ণিমার দিনে একজন ব্রজবাসী এখানে এই সাদা বাড়ীতে এসে আমাদের বৃন্দাবনের প্রসাদ দিলে মনে হোল যেন আমারা আবার আগের মত মথুরা ও বৃন্দাবনের আনন্দ নতুন ভাবে উপভোগ করছি। যাঁরা ঐ স্থানে বাস করছেন, তাঁরা তো সব সময়েই মন্দিরে গিয়ে বসে থাকেন না। ঘরে বসে চিন্তা করলেও সমান কাজ হয়! (ক্ষণপরে) কেবল যদি আমাদের এই ঠাকুরের বিষয় চিন্তা করতে পারা যায় তাহলে আর কোন কিছুরই অভাব থাকে না! ঐ প্রেমানুরাগরঞ্জিত আঁখি দুটি দেখলেই মন যে আপনিই তাঁর পাদপদ্মে চলে যায়! যেমন ক্যামেরাতে ছবি তোলবার সময় কাল কাঁচ ব্যবহার করলে ভাল ছবি ওঠে, তেমনি মনরূপ (Camera) ক্যামেরাতে ভক্তিরূপ negative কাচ না লাগালে ভাল ফটো expect (আশা) করা যায় না।

সেন—তা, মশায়, মন গরীবের কি দোষ আছে? (হাস্য)

শ্রীম—(মৃদু হাস্যে) ঠিক কথা! ইন্দ্রিয়গুলোকে ভগবানের দিকে মোড় ফেরাতে পারলেই সুফল হয়। (ক্ষণ পরে) যেমন 'বেলা গেল'—এই একটি কথা শুনে লালাবাবুর জীবনই বদলে গেল! অত বিষয় বৈভব সব ত্যাগ করে, তিনি দীন হীন বেশে বৃন্দাবনে বাস করেন ও পরে সেখানেই দেহ রক্ষা করেন। এক এক সময় সামান্য একটা কথায় জীবনে কত আমূল পরিবর্ত্তন করে দেয়। (একটু থামিয়া) যেমন কোন রাজা মাসে পাঁচশো টাকা মাইনে দিয়ে একজন কর্ম্মচারি নিযুক্ত করলেন। তার কাজ ছিল রোজ সকালে রাজাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে বলতে হবে 'রাজা, তোমাকেও একদিন মরতে হবে'।* এই রকম

*স্মরণ রেখো বন্ধু আমার জীবন নয় কো কভূ থির—
এই কথাটি সত্য ভবে বাকি সব মিথ্যা ভুল—ওমর খৈয়াম

কিছুকাল করবার পর, রোজ ঐ কথা শুনতে শুনতে রাজার জ্ঞান হোল। আর তখন তিনি রাজ্য সম্পদ ত্যাগ করে তপস্যা করতে গেলেন। শব্দেন্দ্রিয় মানবের যে কত উপকার করে তা বলে শেষ করা যায় না। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ও বেশ important part play করে (দরকারী ভূমিকার অংশ নেয়)। কেমন এই নাসিকার দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাসের গতি ঠিক করা যায়। যোগীরা প্রাণায়াম সাহায্যে বায়ু স্থির করেন। এতে ভিতরে চৈতন্য শক্তি জাগরিত হয়। রূপরসাদিতে ইন্দ্রিয়েরা আকৃষ্ট হয়। যদি তাদের স্বকার্য্য করতে দেওয়া হয় তাহলে ওরা মনকে টেনে নীচের দিকে নিয়ে যাবেই!

ডাক্তার—কিন্তু শরণাগত হলে বোধ হয় ইন্দ্রিয়রা তেমন গোল করতে পারে না।

শ্রীম—(সানন্দে) সত্যিই তাই! ঠাকুর হোমাপাখীর গল্প দিয়ে বেশ বুঝিয়েছেন। আকাশের খুব উঁচুতেই ওদের জন্ম হয়, নীচে পৃথিবীতে পড়বার আগেই ডিম ফুটে ছানাটা বার হয়। পড়তে পড়তে তার চোখ ফুটে সে দেখতে পায় যে খানিক বাদেই মাটিতে পড়ে সে চুরমার হয়ে যাবে। তখন সে 'মা, মা' বলে কাতরে ডেকে আকাশের দিকে চোঁ চাঁ দৌড় মারে! (ধীরভাবে) ঈশ্বরকোটী ও জীবকোটীতে অনেক তফাৎ! তাই ঠাকুর বলতেন "বিষ্ঠার পোকা বিষ্ঠায় থাকতে ভাল বাসে।" পরে মধুর কণ্ঠে গান ধরিলেন—

"এসো মা, এসো মা, ও হর-মনোরমা, (আমার পরাণ পুতলি গো)
আমি অনেক দিন যে দেখি নাই।"

গানটি সমুদায় গাহিয়া, গামছা দ্বারা আনন্দাশ্রু মুছিলেন। ঐ গানের সুর ও ভাব ভক্তগণের কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল, আকুল করিল প্রাণ!

ভক্ত—(সুর করিয়া) এখন বল মা তারা দাঁড়াই কোথা? (হাস্য)

শ্রীম—(মৃদুহাস্যে) উপায় হচ্ছে সাধুসঙ্গ করা। ঠাকুর বলতেন—"কাজলের ঘরে বাস করতে গেলে, হাজার সাবধানী হলেও গায়ে

কালির আঁচড়ের দাগ পড়ে!" সংসারে থাকতে গেলেই আড়াআড়ি গালাগালি প্রভৃতি অকারণ অশান্তি ঘটবেই। তাই মাঝে মাঝে ওখান থেকে পালিয়ে সাধুসঙ্গ বা নির্জ্জনবাস দরকার। উপানিষদেও তাই আরণ্য আশ্রমের বিষয় উল্লেখ আছে যেখানে কেবল শান্তি বিরাজমান ছিল। সাধুসঙ্গ গুণে সদসৎ জ্ঞান জন্মায়। (পূর্ব্ব ঘটনা স্মরণ করিয়া জনৈক ভক্তকে লক্ষ্য করিয়া) একদিন ঠাকুর কোন শোকাচ্ছন্ন ভক্তকে দেখে বলেন "কি জলন্তি ভাব!" ঠাকুরের কাছে কোন লোক গেলে তিনি তার সমস্তটা দেখতে পেতেন। যেমন কাঁচের আলমারীর মধ্যে জিনিষ গুলো বাইরে থেকে বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। বাইরে ভদ্দর লোকের মত সেজে গুজে থাকলে কি হয়? ভেতরটা মেথরের মত নোংরা! (পরে অবিনাশকে) কেবল বই পড়লে কি জ্ঞান হয়? পণ্ডিতদের কথাগুলো তিনি কচ্ কচ্ করে কেটে দিতেন! গুরুকৃপা হলে সর্ব্ব বিদ্যার অধিকারী হওয়া যায়।

সেন—গুরুর কথা না শুনলে কানে প্রাণ যাবে তোর হেঁচকা টানে! (হাস্য)

শ্রীম—(মৃদুহাস্যে, পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া, ধীর ভাবে) কোন ভক্ত ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেন, প্রভূ! জন্ম জন্ম ধরে তো কাম কাঞ্চনের সেবা করে এলুম। এবার যখন ও শ্রীপদের পরিচয় পেয়েছি তখন আর কেন ওসবে বদ্ধ করে রাখ, দয়াময়? কৃপাকরে মায়ার পর্দ্দাটা সরিয়ে দাও, যাতে এ জীবনটাও বৃথা না হারাই। এবার যেন কায়মনবাক্যে বলতে পারি 'আমি তোমারই দাসানুদাস'!

ভক্ত—বাঃ কি সুন্দর প্রার্থনাটি!

শ্রীম—হ্যাঁ। এ রকম প্রার্থনা তিনি পূর্ণ না করে কি 'গাড়ী দাও, টাকা দাও'র প্রার্থনা শুনবেন? তাই Bible-এ আছে—'verily, I say unto thee those who seeketh life they shall loose it and those who loose the life they shall gain it. (ইহা অতি সত্য কথা, যে যারা মরণকে এড়িয়ে চলে মৃত্যু তাদের গ্রাস

করে, যারা আত্মাহুতি দেয় তারাই অমরত্ব লাভ করে)। প্রেয়ঃ ত্যাগ করলেই শ্রেয়ঃ লাভ ঘটে! তাঁর ভালবাসার আস্বাদ পেলে অন্য সব তুচ্ছ বোধ হয়। গীতাতেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—'মামেকং শরণং ব্রজঃ" এই নির্ভরতা ভাব এলেই সব হয়ে গেল। ঠাকুর বলতেন "যাঁতার নাইয়ের কাছে যে কড়াই গুলো থাকে, তারা আস্ত থাকে, গুড়িয়ে যায় না"! (পরে অবিনাশকে) একটি গান করুন। সে কান্ত কবির 'প্রার্থনা সঙ্গীত' করিল।

'তুমি নির্ম্মল কর মঙ্গল করে মলিন মর্ম্ম মুছায়ে
তব পূণ্য কিরণ দিয়ে যাক মোর মোহ কালিমা ঘুচায়ে'।

সমুদয় গানটি হইল। গানটিও বড়। ভাবটিও ভাল। রাত্রি দশটা দেখিয়া অন্তকার মত তৃপ্তমনে সকলে বিদায় লইলেন। পথে গমন কালে, ভক্ত মনে উঠিল—

'তুমি বিশ্ব বিপদ হন্তা, দাঁড়ও রুধিয়া পন্থা,
তব শ্রীচরণতলে নিয়ে এসো মোর মত্ত বাসনা গুছায়ে'।

আট

শ্যামা পূজার রাত্রে

কাল—অক্টোবর মাস ইং ১৯১৮ সাল

স্থান—ঠাকুর বাড়ী

আজ কালীপূজা। অমাবস্যা। আকাশে নিশাপতি নাই। অনন্তের বুকে এক বিরাট গম্ভীররূপ ফুটিয়া আছে। মধ্যে মধ্যে আতস বাজীর আলোতে ক্ষণিকের জন্য আঁধার টুটিতেছে। বাড়ীর তৈয়ারী দুইটি তুবড়ি লইয়া লেখক ঠাকুর বাড়ীর দুইতলার বড় ঘরে আসিয়া শ্রীমকে প্রণাম করিল।

শ্রীম—(সানন্দে) তবে এ দুটি এখুনি ঠাকুর-ঘরের সামনে জ্বেলে দেবেন আসুন।

বালকের মত তাড়াতাড়ি সিঁড়িতে উঠিয়া উনি ছাদে আসিলেন ও ঠাকুর-ঘরের দরজা খুলিয়া দিলেন। আকাশে কত রকম তারাবাজীর খেলা চলিতেছে। প্রতিবেশী বালকদল ছাদে বাজী পুড়াইয়া আনন্দ করিতেছে। উনিও আনন্দে মাতিয়া বলিলেন, এবার আগুণ দিন। ঠাকুরও দেখুন। বেশ হয়েছে। অনেকটা উঁচুতে উঠেছে। লেখককে প্রসাদ দিয়া পুনরায় নীচে নামিলেন। একে একে ভক্তগণ আসিলেন। কথা চলিল।

শ্রীম—(লেখককে) আজ মঠেও পূজো হবে। ভক্তেরা অনেকেই রাত্তিরে ওখানে থাকবেন। আপনিও গেলেন না কেন? আবার অনেকে দক্ষিণেশ্বরেও গেছেন। সারারাত ওঁদের কেমন সুন্দর ভাবে কাটবে!

লেখক—আঁজ্ঞে, ওখানের চেয়ে এখানে বেশ লাগে।

শ্রীম—তবু ওখানে যাওয়া ভাল। গেরুয়া দেখলে উদ্দীপনা হবে। (সহাস্যে) প্রথমে মা তার মেয়েকে চাপড় মেরে, জামায়ের ঘরে শুতে পাঠায়। শেষে আর বলতেও হয় না। আর বাগবাজারে রাখাল মহারাজ একটি ধ্যানের ক্লাস খুলেছেন। বিপিন ডাক্তার প্রভৃতি অনেকে যান। ওখানেও যাবেন।

লেখক—সংসারীদের সঙ্গে সাধুদের তেমন খাপ খায় না। সংসারী-দের বাজে সঙ্গ করতে ওঁরা বেশী ইচ্ছা করেন না।

শ্রীম—(ধীরভাবে) সংসারীরা নিজেদের ভাব project (আরোপ) করে অপরকে misjudge (অবিচার) করে। হয়ত কোন সাধু কোন ভক্তের সঙ্গে ভাল করে কথা কইলেন না, বা slight (সামান্য তাচ্ছিল্য) করলেন অমনি তার মনে কষ্ট হোল। একবারও তার মনে হোল না যে মঠ হচ্ছে সাধুদের একটি meeting place (মিলন স্থান)। আর সাধুদের কোন পাকাপাকি থাকবার ঠাঁই নেই। আজ তিনি এখানে রয়েছেন, কিন্তু কালই হয়ত তপস্যা করতে কোন দূর দেশে চলে গেছেন। শাস্ত্রে আছে সন্ন্যাসীর কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নেই। (ক্ষণপরে) কিন্তু, সংসারী বলে এ বাড়ীটা আমার। আর সে মরবার আগে একটা উইল করে যায় যাতে কেবল তার বংশের ছেলেরাই, অপর কেউ নয়, এটা বরাবর সুখে ভোগ করতে পারে! (পুনরায় থামিয়া) একদিন ঠাকুর বলেন—"এই যে স্থানে স্থানে দেবালয় মন্দির প্রভৃতি রয়েছে, এ সব তাঁর ইচ্ছাতেই হয়েছে। মানুষ করেনি।" এবার তিনিই ভক্তদের জন্য আর একটি সুবিধা করে দিলেন। বাগবাজার ঘাট থেকে বেলুর মঠে directly (সরাসরিভাবে)

steamer যাতায়ত করবে। এতে সাধু দর্শণের কত সুবিধা হোল।

সেন—বেগুনওয়ালা সাধুর দাম কি ঠিক দেবে?

শ্রীম—(ঈষৎ গম্ভীর ভাবে) সাধু কে? ত্যাগীশ্বর মহাদেব যাঁর উপাস্য দেবতা, আর সেই মহাযোগীর শিরে রয়েছেন গঙ্গাদেবী! এই highest conception of God নিয়ে (বিভুর উচ্চ ধারণা) সাধুরা কাল কাটান। সাধারণে কি এ সব ধারনা করতে পারে? তাই ওদের সন্তুষ্ট করতে পারলে অনেক কিছু লাভ হয়। (স্বীয় জামার বুক পকেট হইতে একটি চিঠির খাম বাহির করিয়া—মৃদুহাস্যে) কোন ভক্ত পুরীতে জগন্নাথ দর্শন করতে গেছেন। এই খামে তার বর্ণনা ও প্রসাদ পাঠিয়ে দিয়েছেন। মন্দিরে মহাপ্রভুর পাদপদ্ম প্রণাম করে তিনি আঠারো নালায় যান। এই স্থান থেকে চৈতন্যদেব একদিন মন্দিরের চুড়োর উপর একটি সহাস্য বদন বালগোপাল মুর্ত্তি তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে দেখে মুর্চ্ছিত হন। এই background (পটভূমিকা) মনে রেখে এবার প্রসাদ নিন। এ সব পাবার আপনারাই অধিকারী। ঠাকুর বলতেন—"বিষয়ানন্দ, রমনানন্দ, ভোজনানন্দ প্রভৃতি পায়ের তলায় রেখেছি বলেই এখন জ্ঞানানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ ভোগ করছি।" মঠের জনৈক ব্রহ্মচারী আসিয়া প্রণাম করিলে সাদরে নিকটে বসাইয়া উনি বলেন, এঁরা পুরুষানুক্রমে কালী সেবা করছেন। এঁর বাবা, যিনি আগে ডাক্তারী করতেন, সংসারে বীতরাগ হয়ে একদিন গৃহ ত্যাগ করেন। ইনি মঠে সন্ন্যাস জীবন যাপন করতে এলে, এঁর মা মধ্যে মধ্যে মঠে এসে, এঁকে দুধ খাইয়ে যান! (হাস্য) (পরে মোহনকে) একটু মার গান শোনান না।

সে গাহিল—

"এলো কেশে হেঁসে হেঁসে শ্যামা মা এসেছে!
মেঘের বরণ দেখ ধ্যানের ছবি এঁকেছে॥
মুণ্ড মালা গলে দোলে কপালে আগুণ জ্বলে।
সর্ব্বনাশীর অট্টহাসি দেখ ভুবন ভরেছে॥

পাষাণী পাষাণের মেয়ে দয়া মায়া নাইকো হিয়ে।
একি জ্বালা পাগলা ভোলা (মায়ের) পায়ে পড়ে রয়েছে॥

গানটি দুইবার হইল। শ্রীম ও ভক্তগণ যোগ দিলেন।

শ্রীম—(গীত শেষে শান্তস্বরে) বেশ ভাবটি! কি সুর? সাহানা? নাম ও নামী এক। তিনিই শব্দরূপী ব্রহ্ম! (পূর্ব্ব আত্মঘটনা স্মরণ করিয়া) একবার ঠাকুর আমাদের বেশ Snubbing (তিরস্কার) দেন, যখন ওঁর প্রশ্নের উত্তরে আমরা জানাই যে সাকারের চেয়ে নিকারের ধ্যান করাই ভাল। (একটু থামিয়া) সাকার ও নিকার একই বস্তুর ভিন্নরূপ। যিনিই নিরাকারা তিনিই সাকারা। তিনি অনন্তরূপিনি, তিনিই জগদ্ধাত্রী, আবার তিনিই মর্ত্তের ত্রাণ কর্ত্রী! তিনি যখন নিষ্ক্রীয় অবস্থায় থাকেন তখন তাঁর শিবমূর্ত্তি, আবার যখন তিনি সক্রীয় তখন তিনি মহাকালী! obverse and converse of the same lens. যেমন টাকার এপিট আর ওপিট! তাই ঠাকুর সবার মধ্যে তাঁকেই দেখতেন। গানেও আছে—'যেই সূর্য্য, সেই কিরণ! এবার স্বয়ং মধুর কণ্ঠে ঠাকুরের প্রিয় গানটি গাহিলেন—

গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়—
কালী কালী কালী বলে অজপা যদি বা ফুরায়।

সমুদয় গানটি হইল। সকলে সমস্বরে যোষ দিলেন। শেষের কলিটী তিন চারবার হইল—কালী নামে এত গুণ কেবা জান্তে পারে তা, দেবাদিদেব মহাদেব,যার পঞ্চমুখে গুণ গায়।

সকলের মন কি এক পবিত্র ভাবে ভরিয়া গিয়াছে। এই অব্যক্ত মধুর ভাবে বিভোর থাকিতে সকলেরই বাসনা। জনৈক ব্রাহ্মণ-ভক্তকে 'কথামৃত' পাঠ করিতে দিলেন।

শ্রীম—(ধীর ভাবে) যাঁদের আদি পুরুষ যোগী বা ঋষি সেই বংশে যাঁরা জন্মান তাঁরা কি কম কম লোক গা? হয়ত এই বংশে একদিন এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হতে পারে। এমনি এক গরীব নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বংশে ঠাকুর জন্ম নেন। আবার ব্রাহ্মণ যদি ভক্ত হন তাহলে

সোনায় সোহাগা হয়। (পাঠককে) মনে রাখবেন যে আপনি এখন সেই চির পবিত্র 'ব্যাসাসনে'বসে পাঠ করছেন। (পরে) আচ্ছা, এই কালী পূজোর রাত্রের ঘটনাই এবার পড়ুন।

পাঠ চলিতেছে। সকলে এক মনে শুনিতেছেন। স্থল বিশেষে উনি ব্যাখ্যাও করিতেছেন। একস্থানে আছে কালী মন্দিরে মার পূজা করিবার পূর্ব্বে রামলাল আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলে, উনি বলেন —"আজ অমাবস্যা। খুব সাবধানে পূজা করবে।" অধ্যায়টি শেষ হইল। কথা চলিল।

সেন—দামী camera-তে যেমন ভাল ফটো ওঠে, তেমনি 'কথামৃতে' দক্ষিণেশ্বরের কত সুন্দর চমৎকার ছবি ফুটে উঠেছে। কোথায় কখন ঠাকুরের সমাধি হোল, কোথায় তিনি একটু কাশলেন, বা কোথায় তিনি আনন্দে 'ইয়া' কথাটি বললেন কিছুই বাদ পড়েনি! (হাস্য)

শ্রীম—(ধীরভাবে) 'কথামৃতের' একটা history (কাহিনী) আছে। হয়ত কোনদিন ঠাকুরের সঙ্গে রাত দশটা পর্য্যন্ত কাটান হয়েছে! এই সব ঘটনার বিষয় বাড়ীতে এসে note করতে (লেখা) প্রায় পাঁচ ছয় ঘণ্টা কেটে গেল। একটু একটু করে reprodnce (পুণরাবৃত্তি) করতে হোত। যেখানেই নিজের কোন reflection (ভাব) দোবার চেষ্টা করা হয়েছে, সেখানেই লেখা stopped (বন্ধ) হয়েছে। (ক্ষণপরে) তখন আলাদা রকম একটা মেধা নাড়ীর সৃষ্টি হয়েছিল, যার শক্তিতে ঐ কাজ করা সম্ভব হয়েছিল! ঠাকুরের গান বা তাঁর সামনে যে সব গান হয়েছিল সে সব গুলি পর পর মনে পড়তো কেবল গানের প্রথম লাইনটি মনে করে রাখতাম। নোট করবার সময় ঠিক ঐ arrangement (ব্যবস্থা) মত সব মনে আসতো। (শান্তস্বরে) অবতারের বিষয় ও তাঁর কথা, অনেকেই জানতে বা শুনতে চায়। তাঁকে কতটা paint (অঙ্কিত) করা হয়েচে তাই লোকে দেখতে চায়। এতো আর রামা শ্যামার কথা নয়, আর তাদের কথা তো অনেক বইয়েতে রয়েছে। But He should be painted as it

should have been (তাঁকে যথার্থরূপে অঙ্কিত করাই কর্ত্তব্য)। অবতারকে কি ঠিক কেউ ধরতে পারে ? তিনি নিজে ধরা না দিলে ধরা শক্ত। যার যেমন আধার সে সেইমত পায়। ছটাকি পাত্রে কি একমন ধরে ? আবার যে রকম পাত্রে পড়ে তার shape (আকৃতি) নেয়। গোল পাত্রে গোল, আর trianglurএ (ত্রিকোণ) ভিন্নরূপ। তাই St. John একস্থানে লিখেছেন—Christ-এর কথা কি বলে শেষ করা যায় ? যেমন, সাগর যদি কালি হয়, মৈনাক পাহাড় যদি কলম হয়, পৃথিবী যদি কাগজ হয়, তবুও তাঁর কথা লিখে শেষ করা যায় না। (একটু থামিয়া) পরমহংসদেরের universal love (বিশ্বপ্রেম) অনেকে ধরতে পারে নি। কেবল যাঁরা তাঁর অন্তরঙ্গ তাঁরাই ওঁকে একটু চিনতে পারেন।

ভক্ত—রামপ্রসাদের জন্মস্থানেও আজ রাত্তিরে খুব ধূম হবে।

শ্রীম—(শান্তভাবে) হ্যাঁ। আজ ওখানে অনেক শাক্ত-ভক্তের সমাগম হবে, দরিদ্র নারায়ণেরাও প্রসাদ পাবেন। উনি গানে সিদ্ধিলাভ করেন ! (পূর্ব্ব ঘটনা স্মরণ করিয়া) একবার ঠাকুর কোন ভক্তের বাড়ীতে রাত্তিরে খেতে বসেছেন। এমন সময় শুনতে পেলেন কোন গাঁজাখোর ভাবের সঙ্গে গান গাইছে—

—'জাগো জাগো মা জননী,
মূলাধারে নিদ্রাগত রবে আর কতদিন ?

সকলে অবাক হয়ে দেখলেন, যে তাঁর খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। দেহ স্থির, চোখের পলক পড়ছে না। কিছু বাদে নিঃশ্বাস পড়ল। আবার উনি 'আমি-তুমি'র রাজ্যে ফিরে এলেন। এমনি sensitive (স্পর্শকাতর) ছিল তার spiritual nature (আধ্যাত্মিক প্রকৃতি)।

ভক্ত—ঠিক যেন compass-এর (দিকনির্ণয় যন্ত্র) কাঁটা ঘুরিয়ে দিলেও সেটা always pointing to the north pole (উত্তর দিকে সদা লক্ষ্য)।

শ্রীম—(ধীরভাবে) হ্যাঁ, ঠিক তাই ! (পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া)

ঠাকুর নিজমুখে বলেছেন যে এক সময় যখন উনি কামারপুকুরে রয়েছেন, তখন একদিন বাহ্যে যাবার পথে জনকতক লোককে ঐখানে বসে কাগজ কলম নিয়ে হিসাব করছে দেখে তিনি অন্য পথ দিয়ে যান। (পরে) যখন বজ্রাঘাত হয় তখন দরজা জানালার সাড় হয় না, কিন্তু সার্সিগুলো ঝন্ ঝন্ শব্দ করে'!

সেন—আজ এখানকার একজন ক্লাস পালালো! (হাস্য)

শ্রীম—(সহাস্যে) কিন্তু ভক্ত চেনা দায়! একজন এখানে বেশ আসা যাওয়া করতেন, কিন্তু কালে তা বন্ধ হ'য়ে যায়। এতে কেউ যেন মনে না করেন যে সে গোল্লায় গেল। (হাস্য) কার ভেতরে কি ভাবে কাজ চলেছে তা কি সাধারণে ধরতে পারে? আজ যে তোমার পাঁচ পা পেছনে পড়ে আছে, কাল হয়ত সেই তোমাকে ফেলে পঞ্চাশ পা এগিয়ে গেছে। (ক্ষণপরে) যেমন ইডেন গার্ডেনে সপ্নাদেশে অনন্দা বাবুর কালী মূর্ত্তী পাওয়ার বিষয়ে, আর নেপেন বাবুর †পৈতা নেওয়া ব্যাপরে আজকাল খুব হৈ চৈ পড়ে গেছে।* এ সব ব্যাপার নিয়ে মনের বাজে খরচ করা ঠিক নয়। তাঁকে লাভ করাই হোল জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য। Bible-এও আছে 'seek ye first the kingdom of god'। (ক্ষণপরে) নিজের বংশ যদুবংশ নিরপেক্ষভাবে ধ্বংস হতে দেখে শ্রীকৃষ্ণ প্রিয় উর্দ্ধবকে বলেন—যা সব ভাঙ্গার খেলা দেখলে তা সবই মায়া। এখন তুমি কোন নির্জ্জন স্থানে গিয়ে ভগবানের নিত্যরূপ চিন্তা করগে। সাধুরা মঠে এই কার্য্যে লিপ্ত আছেন।

ভক্ত—মঠে সবাই বাবুরাম মহারাজের অভাবে এখনও 'হায় হায়' করে।

শ্রীম—(সখেদে) আহা, এখনও আমাদের মনে পড়ছে তাঁর সেই ঢল্-ঢলে মুখখানি। কেবল ঠাকুরের কাজের জন্যেই যেন এদ্দিন দেহখানি ধরে রেখেছিলেন! পূর্ব্ববঙ্গে পরমহংসদেবের নামপ্রচার করবার সময়

*বর্ত্তমানে দক্ষিণেশ্বরে যিনি 'আদ্যপীঠ' মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন।

†(সুকিয়া ষ্ট্রিটে)—(অধুনা কৈলাস বসু ষ্ট্রিটে) ৺ডাঃ কৈলাস বসুর বাড়ীর নিকট ইনি পূর্ব্বে বাস করিতেন ও ঠাকুরের প্রসঙ্গে ভক্ত সমীপে আলোচনা করিতেন।

রোগগ্রস্থ হন। অনেকদিন ভুগে, একটু ভাল হয়েই আবার ঐ কাজে মেতে পড়েন! কখনও নিজের দেহসুখের দিকে নজর দেন নি। তাই মঠের সবাই ও পরিচিত ভক্তেরা অনেকেই এঁর অভাবে এখনও 'হায়, হায়' করছেন। (ক্ষণপরে) এমনও শোনা গেছে যে মঠের রান্নার কাজ সেরে বামনরা শুতে যাবার পর, বাইরে থেকে ভক্তেরা ঠাকুর দর্শন করতে এসেছেন। বামনদের না ডেকে, সকলের নিষেদ্‌সত্ত্বে, নিজেই কুটনো কুটতে বসলেন। ভক্তদের প্রতি এমনি টান ছিল। ঠাকুরের প্রেমের একটা অংশ চলে গেছে।*

ভক্ত—আজ ব্রাহ্ম সমাজেও ক্লাস চলছে।

শ্রীম—(পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া সহাস্যে) একদিন কেশব সেন ঠাকুরের কাছে এলে উনি হেঁসে বলেন "এতক্ষণ রামের সঙ্গে ছিলুম, এবার কেশবের সহবাসে এলুম" (হাস্য)। অপরে এ কথার মানে অন্যভাবে বুঝলে, কিন্তু তিনি ভিন্ন অর্থে ঐটি ব্যবহার করেন। সবার মধ্যেই তিনি যে তাঁকেই দেখতেন। (ক্ষণপরে) আজকাল সমাজে ঠাকুরের influence (প্রভাব) বেশ টের পাওয়া যায়। আগে ওখানকার যে সব গান বাঁধা হোত তাতে 'মা' কথা ব্যবহার হোত না,—যেমন গানে আছে 'হরি ভক্তসঙ্গে কত রঙ্গে কর খেলা'। আবার মাঘোৎসবের সময় দেখা যায় যে আগে থেকে নোটিসে লেখা থাকে কি নিয়মে কি কি কাজ করা হবে। যেমন, আধঘণ্টা গান, আর দশ মিনিট জপ! মাত্র দশ মিনিট সময়, এর বেশী নয়! ঠিক যখন ভ্রমর পদ্মে বসবার চেষ্টা করছে, অমনি তাকে তাড়াতে হবে? How queer it is! (কি আশ্চর্য্য)! এ সব hard and fast rule observe করে

*লেখকের ঐ কাল রাত্রির কথা মনে পড়িল। যেদিন শ্রীপ্রেমানন্দজীর তিরোভাব হইবে, ঐ দিন সন্ধ্যায় শ্রীমার জন্য আমসত্ত্ব লইয়া বাগবাজারে আসিলে, পূজ্যপাদ শ্রীসারদানন্দজী বিষাদে বলেন—'আজ আমাদের সর্ব্বনাশ হয়েগেছে। অপর পরে জানিতে পারা যায় শ্রীমা বলেন—"এবার কি ফিরে যাবার পালা সুরু হোল নাকি?"

(কঠিন নিয়ম শৃঙ্খল বজার রাখিয়া) goal-এ (লক্ষস্থানে) যাওয়া যায় কি? এ গুলো western ideas (পাশ্চাত্যের ভাব)। ওরা church-এ (গির্জ্জায়) এই রকম routine বেঁধে (বাঁধা নিয়মে) pray (প্রার্থনা) করে।

এই সময় একটি ভক্ত (বিরেন) দক্ষিণেশ্বরের মা কালীর প্রসাদ লইয়া আসিলে উনি সাগ্রহে লইয়া মস্তকে স্পর্শ করিলেন।*

শ্রীম—(মৃদুহাস্যে) এখানে বসে আমরা মার চিন্তা করছি বলে তিনিই সংবাদ নিলেন। (স্বয়ং সন্দেশের একটু অংশ মুখে দিয়া, বাকি ভক্তগণকে দিয়া) প্রসাদ সামান্য খেলেও কাজ হয়। যেমন কোনও হোমিওপ্যাথিক ওষুধের 1000 dilution (হাজার ডিগ্রির ক্ষমতা বিশিষ্ট) এক ফোঁটা পেটে পড়লে অনেক দিন তার action (কাজ) চলতে থাকে। (ভক্ত বিরেনকে) এতে touch with the other world (অপর জগতের সহিত মিলন) হয়ে গেল। আমরাও আজ বিকালে সিদ্ধেশ্বরীকে দর্শন করে এসেছি। তখনই ভীড় সুরু হয়ে গেছে। এখন খুব ভীড় হয়েছে। এ কদিন মার অঙ্গ-রাগের জন্য সামনে পর্দ্দা টাঙ্গান থাকায় সকলে মাকে দেখতে পায় নি! সকলে কি নিরাকার চিন্তা করতে পারে? কিন্তু একজন বেশ বলেছিল —'সমাজে পাঁচ বছরের ছেলে চোখ বুজে নিরাকারের ধ্যান করে'। (হাস্য) (ধীরভাবে) from nomenon to phenomenon নিত্য থেকে লীলা, আর লীলা থেকে নিত্যে যাওয়া এই খেলাই চলেছে। কেউ কেউ সমাধিতে ভগবান দর্শনের পর আর এ জগতে ফিরে আসেন না। আবার কাউকে আসতে হয়। যেমন শুকদেবকে আসতে হয়েছিল রাজা পরীক্ষিৎকে শ্রীমদ্ভাগবৎ শোনাবার জন্যে, কিম্বা, নারদকে আসতে হয় বীনা বাজিয়ে হরিনাম করে মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ করবার

*ইনি শ্রীমর একজন বিশেষ অনুরাগী ভক্ত। প্রায়ই মোটর গাড়ী আনিয়া তিনি উঁহাকে সঙ্গে লইয়া দক্ষিণেশ্বরে, বেলুড় মঠে, কালীঘাটে যাইতেন। ঐ পুণ্যস্মৃতির চিহ্নটি এখনও সযত্নে রক্ষিত আছে।

জন্যে। এঁরা আসেন for the glorification of the Lord (বিভু মহিমা বৃদ্ধি করিতে) and for the good of hnmanity (মানব কল্যান ব্রত পূর্ণ করিতে)।

সকলে স্থিরভাবে এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিতেছেন। মন জড় জগতে নাই। মধুময় আনন্দরাজ্যে সুরক্ষিত।

শ্রীম—(লেখককে) আপনারি দেওয়া Marie Corcli-র (ইংরাজ বিদুষী লেখিকা) বই 'Romance of the two worlds' পড়েছি। যাবার সময় নিয়ে যাবেন। Preface-এ(মুখবন্ধে) ওঁর life-history (জীবন কাহিনী). পড়ে দেখা গেল যে উনি তাঁর বাইশবছরের সময় এই বইটি লেখেন। বেশ nice conception (সুন্দর ভাব) রয়েছে। এই world-কে (জগৎ) উনি একটি electric circle এর (বৈদ্যুতিক বৃত্তি) সঙ্গে compare (তুলনা) করেছেন। তার আকর্ষনে অন্যজগতেও সাড়া দেয়। Gladstone (ইংরাজ প্রধান মন্ত্রী) এঁর বই পড়ে ওঁকে একদিন invite (নিমন্ত্রণ) করে compliment দিয়ে (প্রসংসা) বলেন তোমার লেখা পড়ে অনেকের জ্ঞান হবে। (একটু থামিয়া) হাজার বই পড়ে বা লেকচার শুনে যে ফল না হয় কেবল সাধুসঙ্গ করলে ঢের বেশী কাজ হয়। যিনি সাধুসঙ্গ করতে আসেন, প্রতিপদে তাঁর অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। আর যিনি তাঁর কাছ থেকে ঐ সব কথা শোনেন তিনিও সমান ফলভোগী হন! তাই সব শাস্ত্রেই সাধুসঙ্গের মহিমা কীর্ত্তন করেছে!

এই সময় ঐ পাড়ায় একটি বোমা ফাটার শব্দে সকলের হুঁস হইল। ঘড়িতে দশটা বাজিয়া গিয়াছে জানিয়া অভ্যবার মত সকলে প্রণামান্তে বিদায় লইলেন। হ্যারিকেন আলো হাতে লইয়া তিনি সিঁড়ির নিকট আসিলেন, আপন মনে গুণ গুণ করিয়া গানের কলি চলিতেছে—

'(মায়ের) পদতলে পড়ে আছে অদ্ভুত এক মহাযোগী।'

পথে গমনকাকে জনৈক ভক্তের মনে পড়িল স্বামিজীর প্রিয় গানের প্রথম লাইনটি— "নিবিড় আঁধারে মা চমকে অরূপ রাশি"!